পদ্মিনী

[ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ,

প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ

বৈশাখ

১৩২৮ সাল
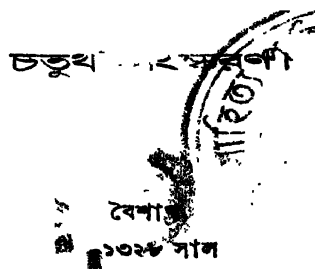
মূল্য ১।০ আনা মাত্র।
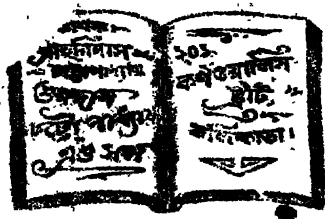
All rights reserved to the Author.

প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
কালিকা প্রেস,
২১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

পল্লীগ্রামের নাট্য-সম্প্রদায়ের অভিনয় সৌকার্য্যার্থে, আমার পরম কল্যাণীয় সোদরপ্রতিম সুহৃদ্, নির্মতিতার জমীদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধে, বর্ত্তমান সংস্করণে কয়েকখানি নূতন গান সংযোজিত হইল। তিনি তাঁহার নিজের রঙ্গালয়ে গানগুলি নিপুণতার সহিত অভিনয় করিয়াছেন।

কলিকাতা
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩২৮ সাল

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ

লক্ষ্মণসিংহ	চিতোরের রাণা।
ভীমসিংহ	লক্ষ্মণসিংহের খুল্লতাত।
অজয়সিংহ	ভীমসিংহের পুত্র।
অরুণসিংহ	লক্ষ্মণসিংহের পুত্র।
গোরা	পদ্মিনীর মাতুল।
বাদল	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র।
সহদেব	অরুণের সখা।
রাহুল	...
আলাউদ্দীন	দিল্লীর সম্রাট।
আলমাস	সম্রাটের সহোদর।
মোজাফর	ঐ মোসাহেব।
কাশিম আলি	উজীর।
মালদেব	পাঠনপতি।
কাফুর খাঁ	গুজরাটের সেনাপতি।

ওমরাওগণ, পুরোহিত, হরসিংহ, চরগণ, সরদারগণ, দূত, প্রহরীগণ, সৈন্যগণ, নাগরিকগণ, খোজাগণ।

স্ত্রী।

পদ্মিনী	ভীমসিংহের রাণী।
মীরা	লক্ষ্মণসিংহের মহিষী।
নসীবন	আলাউদ্দীনের বেগম।
কমলাদেবী	গুজরাটের রাণী।
রুক্মা	রাহুলের কন্যা।
রাহুলের স্ত্রী	...

বন্যরমণীগণ, সখীগণ, বাদীগণ, পুরবাসিনীগণ।

পদ্মিনী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[দিল্লীর প্রাসাদ—দরদালান]

জনৈক ওমরাও ও চর।

১ম ওম। তুমি কানে শুনেছ, না চ'খে দেখেছো!

চর। কানেও শুনেছি, চ'খেও দেখেছি।

১ম ওম। সম্রাট জালালউদ্দীনের হত্যা তুমি চক্ষে দেখেছো!

চর। যে শিবিরে তিনি হত হয়েছেন, সেই শিবিরে জাঁহাপনার পবিত্র রক্তমাখা ভূমি দেখে এসেছি। আর শুনেছি, জাঁহাপনার মৃত্যুতে তাঁর পরিজনের করুণ ক্রন্দন। জাঁহাপনা বৃদ্ধ ব'লে, সাম্রাজ্ঞী বরাবর তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। তাঁর একজন বাঁদীর কাছে সমস্ত সংবাদ পেয়ে, আমি আপনাদের খবর দিতে দিল্লীতে ছুটে আস্‌ছি।

১ম ওম। সাহাজাদাকে খবর দিয়েছ?

চর। আজ্ঞে হাঁ—তাঁকে দিয়েই, আপনার কাছে আসছি। শীঘ্র কর্ত্তব্য স্থির করুন। আলাউদ্দীন দিল্লী থেকে অন্ততঃ পাঁচ দিনের পথ ব্যবধানে। আমি তাকে কোরা সহরে ছাউনী করতে দেখে এসেছি।

১ম ওম। সাজাদার অভিপ্রায় কি? তিনি কি আলাউদ্দীনের দিল্লী প্রবেশে বাধা দেবেন?

চর। বাধা!—কেমন ক'রে দেবেন। সমস্ত সৈন্য আলার পক্ষ। সম্রাট যে সব সৈন্য নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গি'ছিলেন, তারাও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তার ওপর দেবগিরি জয় ক'রে, সে এত ধনরত্ন লুণ্ঠন করে এনেছে যে, সমস্ত দিল্লীসহরের ধন একত্র করলেও তার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। অর্থে সামর্থে আলাউদ্দীন বলবান। কেমন ক'রে সাজাদা তার দিল্লীপ্রবেশে বাধা দেবেন!

১ম ওম। তিনি কি কর্ত্তব্য স্থির করলেন?

চর। তিনি আত্মীয় স্বজন ও আপনাদের নিয়ে দিল্লী পরিত্যাগ করবেন স্থির করেছেন।

১ম ওম। কোথায় যাবেন?

চর। আপাততঃ মুলতান। সেখান থেকে সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ ক'রে তিনি দিল্লী ফেরবার চেষ্টা করবেন।

১ম ওম। তাকি হয়! আলাউদ্দীন একবার দিল্লীর সিংহাসন দখল ক'রে বসতে পারলে, সেটাকি আর তাঁর সহজ হবে! এই আসবার মু' সাজাদা যদি বাধা দেবার চেষ্টা করেন, তাহ'লে বরং কতকটা আশা আছে। এখনও পর্য্যন্ত সম্রাট জালালউদ্দীনের নাম করে সহায়তা প্রার্থনা করতে পারলে দিল্লীর চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান থেকে লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ হয়।

চর। বেশ তাহলে আপনারা গিয়ে তাঁকে সৎপরামর্শ দিন। কিন্তু বিলম্ব করবেন না। বিলম্ব করলেই জানবেন, আপনারা সকলে আলাউদ্দীনের হস্তে বন্দী। আমি উজীর সাহেবকে খবর দিতে চললুম।

(চরের প্রস্থান ও অপর দিক হইতে ২য় ওমরাওয়ের প্রবেশ)

২য় ওম। হাঁহে ভাই! সম্রাট নাকি আলাউদ্দীনের হাতে হত হয়েছেন।

১ম ওম। তাইত শুনছি।

য় ওম । আমি যে তাই বিশ্বাস করতে পারছি না । আকারে
তে এক দিনের জন্যও ত আলাউদ্দীনকে আমরা নীচাশয় বোধ
ত পারিনি । বিশেষতঃ সে কি এতই বেইমান যে, অমন দেবতুল্য
ময় বৃদ্ধ রাজাকে প্রাণে মারতে ইতস্ততঃ করবে না ! বিশেষতঃ যে
ব্য তাকে এতদিন থেকে পুত্রাধিক স্নেহে প্রতিপালন করেছেন, বুদ্ধি-
দেখে আপনার ছেলেদের বঞ্চিত ক'রে, রাজ্যের যত সব প্রধান
ন পদে তাকে নিযুক্ত করেছেন, এমন কি শত্রু রাজাদের আক্রমণ
ক রাজ্য রক্ষায় উপযুক্ত বিবেচনা ক'রে মৃত্যুকালে ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি
াসন দিয়ে যাবার অভিপ্রায়ও প্রকাশ করেছিলেন, সেই ভ্রাতুষ্পুত্র
 স্নেহময় অশীতিপর বৃদ্ধ পিতৃব্যকে নিহত করলে ! আমার বোধ
আলাউদ্দীন সম্রাটকে বন্দী করে রেখেছে।

ম ওম । বিশ্বাস না হবারই কথা। কিন্তু এই দুনিয়া এমনি মজার
যে, এখানে অবিশ্বাস করবার কিছু নেই । এই পৃথিবীতে কঠোর
কশীর্ষ খর্জ্জুরবৃক্ষ মধুর ভাণ্ডার। আর সুন্দর কৃষ্ণকান্তি ভ্রমর নিত্য
ান ক'রেও অগ্নিময় বিষে পরিপূর্ণ । শুনলুম, দেবগিরি জয়ে আলা-
ধন রত্ন লুণ্ঠন করে এনেছে জানতে পেরে, সে সমস্ত ধন নিজের প্রাপ্য
ন সম্রাট তার কাছে দূত প্রেরণ করেন । আলা কিছু মূল্যবান মণি
টকে উপঢৌকন পাঠিয়ে, লিখে পাঠান যে, তিনি পথের মাঝে শিবিরে
বাতিক পীড়ায় আক্রান্ত । সুতরাং তিনি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে
ম । সম্রাটের যদি সমস্ত ধন গ্রহণ করাই অভিপ্রেত হয়, তা'হলে
ন সত্বর নিজে এসে গ্রহণ করুন । নতুবা তার রোগের সুযোগে সমস্ত
অপহৃত হওয়া সম্ভব । সরল প্রকৃতি সম্রাট তার কথায় বিশ্বাস ক'রে
ক দেখতে অগ্রসর হলেন । উজীর তাঁকে একাজ করতে বারম্বার
ধ করেছিলেন । কিন্তু ধনের লোভে বৃদ্ধ উজীরের কথা রাখতে
ালেন না । সামান্যমাত্র সৈন্য সঙ্গে নিয়ে তিনি আলাউদ্দীনের সঙ্গে

দেখা করতে গিয়েছিলেন। পথের মাঝে তার ভাই কৌশলে সম্রাটকে সৈন্য সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। তার পরেই এই শোচনীয় ঘটনা। আলাউদ্দীনের সৈন্য অকস্মাৎ অতর্কিত ভাবে তাঁকে চারিদিক থেকে আক্রমণ ক'রে তাঁকে একেবারে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছে।

২য় ওম। তা'হলে আমাদের কি কর্ত্তব্য ?

১ম ওম। আমিও তোমাকে জিজ্ঞাসা করি— কি কর্ত্তব্য। আলা-উদ্দীন ত সিংহাসন দখল করবে।

২য় ওম। করবে কি, করেছে। শুধু এসে সিংহাসনে বসতে যা তার বিলম্ব।

১ম ওম। আমাদের সঙ্গে ত তার কখনও সদ্ভাব ছিল না।

২য় ওম। ছিল না, থাকবেও না। আমিত ভাই সে বেইমানের গোলামী করতে পারব না।

১ম ওম। তা'হলে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি! এস, সময় থাকতে থাকতে, আমরা স্ত্রীপুত্র নিয়ে, সাজাদার সঙ্গে সহর পরিত্যাগ করি।

২য় ওম। তা ভিন্ন ত আর উপায় দেখতে পাচ্ছি না।

উভয়ের প্রস্থান।

(উজীর ও চরের প্রবেশ)

উজীর। হত হবেন, এত জানা কথা! বারম্বার সম্রাটকে নিষেধ করলুম যে, জাঁহাপনা! ভ্রাতুষ্পুত্রের এত পিতৃব্যভক্তিতে বিশ্বাস করবেন না। ধন লোভে অন্ধ বাদশা কিছুতেই আমার কথা কানে তুল্‌লেন না। জীবনের হেমন্তকালটা ভোগ করেও তাঁর ভোগের পিপাসা মিটল না, হতভাগ্য আশী বৎসর বয়সে ধনলোভে আত্মহত্যা করলে!

চর। কই হুজুর! কেউ ত এখানে নেই। বোধ হয় ওমরাও সাজাদার সঙ্গে পরামর্শ করতে প্রাসাদে গেছেন। তা'হলে আপনিও চলুন, বিলম্ব করবেন না। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করলে আপনাদের সবারই

প্রাণ হানির সম্ভাবনা। কেউ বাঁচবেন না, আলাউদ্দীন যখন তার স্নেহময় পিতৃব্যকে হত্যা করতে ইতস্ততঃ করেনি, তখন আপনাদের কাউকেও সে প্রাণে রাখবে না। সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ সহরে প্রচার হ'তে না হ'তে সে এখানে এসে পড়বে। আমি আমার কর্ত্তব্য করলুম, আপনি আপনার কর্ত্তব্য করুন, আপনি দিল্লী ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ'ন, আমি অন্যান্য ওমরাওদের খবর দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

উজ্জীর। আর কাউকে হত্যা করুক আর না করুক, আমাকে দেখবামাত্র ত আলাউদ্দীন জল্লাদের হাতে সমর্পণ করবে। কিন্তু শুধু শুধু কাপুরুষের মত দিল্লী ত্যাগ করবো—বেইমানকে দিল্লীপ্রবেশে একটুও বাধা দেব না! সাজাদা কি এতই হীন, প্রাণ কি তার এতই প্রিয় যে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার সামান্যমাত্র চেষ্টাও না ক'রে চোরের মত পালাবে!

(নসীবনের প্রবেশ)

এ কি মা! তুমি এত রাত্রে এখানে এলে কেন?

নসী। আপনাকে ব্যস্ত ও ব্যাকুল দেখে, কোন একটা বিপদের আশঙ্কা ক'রে, আমি আপনার পেছনে পেছনে এসেছি। আপনার অনুমতি নেবার অবকাশ পাইনি!

উজ্জীর। কাজ ভাল করনি। কেন না এখন আর আমি ঘরে ফিরতে পারবো না, কখন যে ফিরবো তাও বলতে পারি না।

নসী। তা বুঝতে পেরেছি।

উজ্জীর। বুঝতে পেরেছ! সে কি!—কি বুঝেছ?

নসী। আমি অনিচ্ছায় অন্তরালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। একি শুনলুম বাবা!

উজ্জীর! নসীবন! মা আমার! যদি শুনে থাক তা'হলে

এই মুহূর্ত্তেই ঘরে ফিরে যাও। দেখতে দেখতে এ সংবাদ সমস্ত সহর ছড়িয়ে পড়বে। এক দণ্ডের ভিতর এ স্থান অরাজক হবে। দেরি করলে পথে বিপদে পড়বার সম্ভাবনা। মা! মর্য্যাদা রক্ষা অগ্রে প্রয়োজন। শীঘ্র ঘরে ফিরে যাও! গিয়ে মূল্যবান রত্নগুলো অগ্রে সংগ্রহ ক'রে রাখ।

নসী। আমার গা কাঁপছে।

উজীর। কথা শুনেই যদি গা কাঁপে, তা'হলে বিপদ সম্মুখীন হ'লে মর্য্যাদা রাখবে কি করে! এ আমার কন্যার যোগ্য প্রকৃতি নয়। বেশ, এই আমার অস্ত্র নাও, নিয়ে শীঘ্রই এস্থান ত্যাগ কর। (অস্ত্রদান)

নসী। আমি যে বড়ই অনিষ্ট করে ফেলেছি।

উজীর। সে কি! কি অনিষ্ট করেছো মা!

নসী। বড়ই অনিষ্ট করেছি। অভাগিনী আমি, না বুঝে আপনার অতুলনীয় সন্তান-বাৎসল্যের অমর্য্যাদা করেছি।

উজীর। কি করেছিস্?

নসী। আপনার ঘরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-রত্ন আগে থাকতে সেই পিতৃব্য-ঘাতীকে দান করেছি।

উজীর। কি দিয়েছিস? পারস্য দেশ থেকে আনীত আমার সেই বহুমূল্য মতিহার?

নসী। কি করলুম—কি করলুম!

উজীর। কি করেছিস্, শীঘ্র বল্ তোর্ হেঁয়ালী বোঝবার আমার সময় নেই। যদি তাই দিয়ে থাকিস্, তাহ'লে আর উপায় কি! অন্য রত্নগুলো সংগ্রহ ক'রে রাখগে যা। আমি অদ্য রাত্রেই তোকে নিয়ে দিল্লী পরিত্যাগ করবো।

নসী। কি করলুম! ভবিষ্যৎ না বুঝে কি করলুম!

। করেছিস্ করেছিস্ তাতে দুঃখ কি! আমার পুত্র-

পরিজন-হীন সংসারে তুইই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-রত্ন। তোকে পিশাচের লোভ থেকে রক্ষা করতে পারলে আমার সব রক্ষা হবে।

নসী। পিতা, আমি তাকেই দান করে ফেলেছি।

উজীর। কি বললি পাপিষ্ঠা! সেই নরপিশাচের কাছে আত্ম-বিক্রয় করেছিস্!

নসী। আমি তাকে ধর্ম্মানুসারে বিবাহ করেছি। তার রূপে ও মিষ্ট বাক্যে মুগ্ধ হ'য়ে, আমি উপযাচিকা হ'য়ে তাকে ধরা দিয়েছি। আপনি চিরদিন তার প্রতি বিরূপ ব'লে, আপনার কাছে এ কথা বলতে সাহস করিনি।

উজীর। তবেত তুই নিজেই নিজের মঙ্গল বুঝিস্! তবে আর কেন—আমার অস্ত্র ফিরিয়ে দে।

নসী। এই নিন্—

উজীর। পাপীয়সি! ঈশ্বরের নাম গ্রহণ কর্। মনের কোনেও স্থান দিসনি যে, সে তোকে সাম্রাজ্য ভোগের অংশভাগিনী করবে। আমার প্রতিকূলাচরণের প্রতিশোধ নিতে, বুদ্ধিলেশহীনা তোকে ছলনায় মুগ্ধ ক'রে, বাঁদীত্বে গ্রহণ করেছে। বাঁদী তুই, বাঁদীর যোগ্য আদর পাবি। যদি তুই কখনও রাজপ্রাসাদে স্থান পাস্, জান্‌বি সে শুধু প্রধানা বেগমের পদসেবার জন্য। কিন্তু আমিও তাকে সে অতুল সুখভোগ করতে অবসর দেব না। তোকে এইখানেই দ্বিখণ্ড ক'রে রেখে যাবো। নে, শেষবারের জন্য ঈশ্বরের নাম গ্রহণ কর্।

নসী। এখন আমি যথার্থই অনুতপ্ত। আমাকে বধ করতে আপনি এতটুকু ইতস্ততঃ করবেন না। এ পাপিষ্ঠা-বধে আপনার কিছু-মাত্র প্রত্যবায় নাই।

(হাঁটুগাড়িয়া অবনতমস্তকে উপবেশন)

(পশ্চাৎ হইতে আল্‌মাস্‌বেগ ও সৈন্যগণের প্রবেশ ও উজীরকে বন্দীকরণ)

উজীর। নসীবন! মা আমার! শীঘ্র পালাও, আত্মরক্ষা কর।

আল্। প্রাণে মেরনা, বৃদ্ধকে সাবধানে বন্দী কর। তারপর সাহানসা বাদশা-নামদারের কাছে নিয়ে যাও। আমি অন্যান্য ওমরাওদের গ্রেপ্তার করতে চল্লুম।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[শিবির]

আলাউদ্দীন ও মোজাফর।

মোজা। জাঁহাপনা গোলামের একটা নিবেদন—

আলা। আর নিবেদন কেন, থামোনা। যদি আমার উজীরী করতে চাও, তাহ'লে এই নিবেদনগুলো ক্ষান্ত দাও। তুমি যা নিবেদন করবে, তা আমার আগে থাক্‌তেই জানা আছে।

মোজা। আজ্ঞে তা থাকবে না কেন। জনাবের মন হচ্ছে মোন, আর গোলামের মন হচ্ছে ছটাক। জনাবের মনের একটু আধটুকু নিয়েই এ গোলামের মন তইরি। আমি যা নিবেদন করব, তা কি আপনার অবিদিত থাকতে পারে।

আলা। তুমিত বলবে, যখন বিনা আয়াসে সিংহাসন লাভ হ'ল, তখন আর দিল্লী সহর নরশোণিতে প্লাবিত করবেন না।

মোজা। আজ্ঞে গোলামের এইই অভিপ্রায় জাঁহাপনা।

আলা। সে যে কি করব না করবো, আমি এখানথেকে বলতে বো না। দিল্লীতে পৌছে, দিল্লীর অবস্থা বুঝে, তবে তোমার

এ কথার জবাব দেবো। তবে একথা তোমায় বলে রাখি, দিল্লীতে আমার কে শত্রু, কে মিত্র এ আমার পূর্ব্ব থেকেই জানা আছে। কাকে রাখা কর্ত্তব্য, আর না রাখা কর্ত্তব্য আমি আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছি।

মোজা। গোলামের অভিপ্রায়, যেটা কণ্টকস্বরূপ হয়ে, সিংহাসন আরোহণের পথে বাধা দেবে, শুধু সেইটেকেই পথ থেকে সরিয়ে দেবেন।

আলা। দেখ মোজাফর! রক্ত দেখতে যদি কাতর হও ত সিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়িয়ো না। সিংহাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হ'লে, অগ্রে রক্তদিয়ে তলদেশের মৃত্তিকা সিক্ত করতে হয়। যেদিন দেবগিরি জয় ক'রে, অজস্র মণিমাণিক্যের অধিকারী হই, সেই দিনই আমি জেনেছিলুম যে, দিল্লীর সিংহাসন আমার করায়ত্ত। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর আমিই যে বাদসা নামদার হ'ব, এটা দিল্লীর সমস্ত রাজনীতিজ্ঞেরা বুঝতে পেরেছিল। সম্রাটও যে তা বুঝতে পারেনি, এরূপ মনে ক'রনা। তার ওপর, আমার ক্ষমতা নিয়েই বৃদ্ধের ক্ষমতা। আমি ইচ্ছা করলে, জীবন্তেই তাকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারতুম। তার জন্য আমাকে বেশী আয়াস স্বীকার করতে হ'ত না।

মোজা। গোলামের গোস্তাকি মাফ হয়, তবে এমন কাজ করলেন কেন জাঁহাপনা। কেন, এরূপ পরমধার্ম্মিক পিতৃব্যবধে দুরপনেয় কলঙ্ক কিনলেন?

আলা। কলঙ্ক! রাজার আবার কলঙ্ক কি! চন্দ্রের ন্যায় রাজার কলঙ্ক কেবল তার শোভা বিস্তারের জন্য। যেখানে বকধার্ম্মিকের হাতে রাজদণ্ড সেইখানেই কোন কলঙ্কের কথা শুনতে পাবেনা। পরমধার্ম্মিক গর্দ্দভের অত্যাচার শুধু নিরীহ চিরপদদলিত তৃণের উপর। কে তার খোঁজ ক'রে, কে তার স্মরণ রাখে। সিংহ যে বনে অধিষ্ঠিত, তারই চারিদিকে অভ্রভেদী তরুর গায় মর্ম্মভেদী নখচিহ্ন। আজ আমি

পিতৃব্যকে নিহত ক'রে সিংহাসন দখল করতে চলেছি, আমার নাম একদিনের ভেতরেই হিন্দুস্থানের প্রান্তে প্রান্তে ছুটে গেছে। বকধার্ম্মিক হ'য়ে গোপনে নিরীহ প্রজার সর্ব্বনাশ করলে কি আর তা হ'ত! আমার 'ভালমানুষ' অভিধানটী দিল্লীর গণ্ডীর বাইরে কখন এক অঙ্গুলি স্থানও অগ্রসর হ'ত না। আমি মরবার পরদণ্ডেই সে সুনাম দিল্লীর পথের ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে যেত। যাও, আর নিবেদন আরজি নিয়ে আমার কাছে এস না। শুধু দেখ—আমি রাজ্য সুশাসনের জন্য, একটা বিশ্ব-ব্যাপী নামের জন্য কি কি করি তা দেখ। গোল ক'র না—'জাঁহাপনা', 'হুজুর', 'জনাব' ইত্যাদি কতকগুলি গালভরা শ্রবণভেদী শব্দে আমার মাথা গুলিয়ে দিয়ো না।

মোজা। যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা। বুড়োমানুষ যদি একটা আধটা বেফাঁস কথা হয়, ধরবেন না।

আলা। তোমার বাক্য চাই না, বুদ্ধি চাই না—তোমার দ্বারা কোনও কাজ চাই না। শুধু আমার কথা শোনবার জন্য মাঝে মাঝে তোমার কান চাই, আর আমার যশঃ সৌরভ আঘ্রাণের জন্যে মাঝে মাঝে তোমার নাক চাই।

মোজা। যো হুকুম! এখন থেকে এই দুটোকেই আমি সর্ব্বদা ঘ'সে মেজে রাখবো।

আলা। যদি তুমি শুধু কর্ণনাসিকাযুক্ত একটী অবয়বহীন মাংস-পিণ্ড হ'তে, তাহ'লে তুমি আমার যোগ্যতর উজীর হ'তে। যাও এখন একটু নিদ্রা দাওগে, তাতে আমার রাজকার্য্যের অনেক সাহায্য হবে।

[উজীরের প্রস্থান।

পিতৃব্যকে হত্যা করলুম,—তাহ'তে আমার অনিষ্ট হবার কোনও সম্ভাবনা নেই জেনেও হত্যা করলুম! কেন? এ একটা কৌশল! সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার একটা নূতন নীতি। আমায় যদি লোকে চিনতেই

পারলে, তাহলে, রাজা হয়ে মজা কি? অন্যে যে পথটা সহজ বলে চলবে, আমি প্রাণান্তেও সে পথ মাড়াব না। অন্যে যে পথে চলতে ভয় পাবে আমি সেই পথে পা দেব। লোকে সাধারণতঃ যে কার্য্য এতকাল ক'রে আসছে, আমি তার উল্‌টো করব। তাতে দুনিয়ায় দু'দিনের বেশী যদি না থাকতে হয়, তাও স্বীকার। ধর্ম্ম কি, অধর্ম্ম কি কিছুই বুঝিনা! যেটা আমি ধর্ম্ম বলি, অন্যে সেটাকে অধর্ম্ম বলে। কই এ জগতে দু'জন লোকেরও ধর্ম্মগত মিল দেখলুম না! বাঘ হরিণ সুপ্রাপ্য করবার জন্য ভগবানকে ডাকে, হরিণ বাঘের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য ভগবানকে ডাকে। ভগবান কখন বাঘের কথা রাখছেন, কখন বা হরিণের কথা রাখছেন। এই দিল্লীর সিংহাসন এক সময় হিন্দুর ছিল, এখন মুসলমানের। মুসলমান বলে—কাফেরের হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়ে ধর্ম্ম করেছি, হিন্দু বলে, বিধর্ম্মীরা এসে আমাদের ধর্ম্মরাজ্য অপহরণ করেছে। ও ধর্ম্মাধর্ম্ম হিসেব নিকেশে মিলিয়ে পেলুম না। কাজেই আমাকে একটা কিছু নূতন পথ অবলম্বন করতে হ'য়েছে। পিতৃব্য যদি আমার কাছে, দেবগিরির লুণ্ঠন সামগ্রী না চাইতেন, তাহ'লে আমি তাকে সব দিতুম। চাইলেন ব'লে ছলনা করলুম। আমি তাঁকে আমার শিবিরে আসতে লিখলুম। যদি সম্রাট আমাকে অবিশ্বাস করতেন, তাহলেও সমস্ত মণিরত্ন তাঁর পায়ে উপঢৌকন দিতুম; আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে আমার কাছে এলেন ব'লে প্রাণে মারলুম! নূতন—নূতন—দুনিয়ায় যতদিন থাকবো, ততদিন এক একটা নূতন কিছু ক'রে আসর সরগরম রাখতে হবে।

(আল্‌মাস্‌বেগ ও বন্দী ওমরাওগণের প্রবেশ)

আল্। জনাব! দিল্লীতে গিয়ে সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক ক'রে এসেছি। প্রায় সমস্ত ওমরাও বন্দী। কেবল সাজাদাকে ধরতে পারলুম না। আমাদের দিল্লীপ্রবেশের পূর্ব্বেই সে অন্যপথে পলায়ন করেছে।

আলা। বেশ করেছে। তাকে আমার কোনও ভয় নেই, সুতরাং তার পলায়নে আমার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। এদের যে ধ'রে আনতে পেরেছ, এইতেই আমার যথেষ্ট লাভ। তোমরা আমার কাছে কি প্রত্যাশা কর ?

১ম ওম। যে নির্দ্দয় নিরীহ সরল বিশ্বাসী স্নেহময় বৃদ্ধ পিতৃব্যকে নিমন্ত্রণ ক'রে হত্যা করতে পারে, তার কাছে, আমরা মৃত্যু ভিন্ন আর কি প্রত্যাশা করতে পারি !

আলা। তাহ'লে সকলে ভীষণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

১ম ওম। প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

আলা। আল্মাস্ ! এই এক একজন বিজ্ঞ ওমরাওকে এক এক লক্ষ মোহর খেলাত দিতে খাজাঞ্চীর প্রতি আদেশ কর।

[আল্মাস্ ও আলাউদ্দীনের প্রস্থান।

১ম ওম। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! এরকাছে এরূপ আচরণ ত আমরা কখনও প্রত্যাশা করিনি !

২য় ওম। তাইত একি !

৩য় ওম। আমরা যে ওর চিরশত্রু ! এ কি স্বপ্ন !

১ম ওম। এই কি পিতৃব্যঘাতী নির্ম্মম আলাউদ্দীন !

২য় ওম। এখন দেখছি সম্রাটেরই দোষ।

১ম ওম। নিশ্চয় বুড়ো ভিমরতি নিজের দোষে প্রাণ হারিয়েছে।

২য় ওম। আমিত তোমায় আগেই বলেছিলুম যে, আলাউদ্দীন নীচ, একথা বিশ্বাস কোরো না।

১ম ওম। আমিও কি বিশ্বাস করেছিলুম ! বুড়োর ভেতরেই যত কুটীলতা ছিল।

সকলে। মরেছে বেশ হয়েছে। চল, চল--শিগ্গির চল। সুন্দর রাজা, সুন্দর সম্রাট !

(আল্মাসের প্রবেশ)

আল্। আসুন ওমরাওগণ! সম্রাটের খেলাত নেবেন আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

(মোজাফর ও আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

মোজা। কি করলেন জনাব! এই বাঘ গুলোকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলেন!

আলা। হরিণগুলোকে এবার থেকে পিঁজরেয় পূরবো; আর বাঘ-গুলোকে ছেড়ে দেবো।

মোজা। বেশ করবেন। এইত বুদ্ধির কাজ! হরিণগুলো গুঁতোয়, সুবিধে পেলেই পেটচিরে দেয়—আর বাঘগুলো কেমন হল্‌দে হল্‌দে ল্যাজ নাড়ে!

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। জনাব! সেলাম।

আলা। কে, নসীবন? তুমি যে এখানে?

নসী। আমার সম্রাট স্বামীকে দেখতে এলুম।

আলা। বেশ, দেখা হল—এইবারে চলে যাও।

নসী। চলে যাব কোথায়! আপনার সৈন্য আমার ঘরদোর সব চূর্ণ করেছে, আমার পিতাকে বন্দী করেছে।

আলা। ভালই করেছে। তোমার পিতার প্রাণদণ্ড হবে। তুমি কন্যা, কেন তার মৃত্যু চক্ষে দেখে মর্ম্মপীড়িত হবে। এই বেলা এ স্থান ত্যাগ কর।

নসী। স্বামীর কাছে, আর কোনও অনুগ্রহ প্রত্যাশার অধিকারিণী না হই, পিতার জীবনও কি ভিক্ষা করতে পারবো না?

আলা। এসব রাজনীতির কথা। তোমার পিতা আমার পরম শত্রু।

আমাকে নির্ব্বিবাদে রাজ্যভোগ করতে হ'লে, তার প্রাণ লওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

নসী। (পদধারণ) সম্রাট! একদিন ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে, আমাকে সর্ব্বস্ব দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে বিবাহ করেছেন। পত্নীর একটা প্রার্থনা পূরণ করুন।

আলা। তোমার প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে, আমি তোমাকে বিবাহ করিনি। বিবাহ করেছি, তোমার দাম্ভিক পিতাকে আমার প্রতি আক্রোশের প্রতিশোধ দিতে। নইলে তুমি গোলাম-কন্যা, কখন বাদশার হারেমে স্থান পাবার যোগ্য নও।

নসী। সম্রাট! তোমার যদি মানুষের চক্ষু থাকতো তাহলে দেখতে পেতে যে, আমি তোমাকে বিবাহ ক'রে, তোমার নীচ খিলিজী বংশের মর্য্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছি। সম্রাট! আমি সৈয়দ কন্যা, গোলাম তুমি।

আলা। কি বললি কমবকৃতি! (পদাঘাত)

(প্রহরীর সহিত বন্দী উজীরের প্রবেশ)

উজীর। কি করলি নরাধম! সরলা বালিকাকে ছলনায় মুগ্ধ ক'রে তার বংশমর্য্যাদা নষ্ট করেছিস্, এখন তাকে অসহায়া পেয়ে তার ওপর অত্যাচার করলি! কি বলব আমি বন্দী, নইলে প্রতি-পদাঘাতে আমি এই বালিকার অপমানের প্রতিশোধ নিতুম। বেইমান! ময়ূরের পালকে সজ্জিত হ'লে কাক কখন ময়ূর হয় না!

আলা। এই কমবকৃতকে নিয়ে গিয়ে কোতল কর।

[প্রহরী কর্ত্তৃক উজীরকে লইয়া প্রস্থান।

নসী। বেইমান! সেইসঙ্গে আমাকেও কোতল করতে হুকুম দাও।

আলা। তোমাকে কোতল করতে আমার দায় পড়ে গেছে।

নসী। জানো আমি প্রতিশোধ নিতে পারি?

কৃষ্ণাঙ্গী। তোমাতে আঘাত লাগলে জানবে, উন্মাদিনী নিজদেহে অস্ত্রাঘাত করেছেন, তা কখন সম্ভব নয়। যদি পূজার কোনও সামগ্রী অভাব আছে মনে কর, নিয়ে এস। ভাল কথা—তোমার স্বহস্ত-চয়িত কিছু পুষ্প মাকে নিবেদন করতে হবে। আর বক্ষের কিঞ্চিৎ রক্তদানে মাকে আবাহন করতে হবে।

পদ্মিনী। যথা আজ্ঞা।

পুরো। তুমি ফিরে এলে তবে আমি পূজায় নিযুক্ত হব। তুমি উপস্থিত না থাকলে, মায়ের সংকল্পই হবে না।

পদ্মিনী। আমরা যত শীঘ্র পারি ফিরে আসব।

পুরো। আর দেখ মহারাণী, তুমি পুরবাসিনীদের এই সময়েই প্রস্তুত হয়ে থাকতে বল।

মীরা। যথা আজ্ঞা।

(লক্ষ্মণ সিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। খুড়ীমা! রাজা সাহেব কোথায়?

পদ্মিনী। তিনি বোধ হয় আরামবাগের নবরচিত পুষ্পোদ্যানে কারুকরদের কার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন। যদি প্রয়োজন থাকে ত বল; আমি সেইখানেই যাব, মায়ের জন্য আরো কিছু পুষ্পচয়ন করবো। প্রয়োজন থাকে, আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

লক্ষ্মণ। তবে তাই দিন। তাঁর সঙ্গে আমার একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। (পদ্মিনী ও সখীগণের প্রস্থান) এই যে, গুরুদেব আছেন?

পুরো। আছি রাণা—মায়ের পূজার সময়-অপেক্ষায় বসে আছি।

লক্ষ্মণ। পূজার বিলম্ব কত?

পুরো। এখনও বিলম্ব আছে। মায়ের চিরকালই নিশীথ পূজার ব্যবস্থা। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে যখন সংসার নিদ্রিত হয়, তখনই

মা বরাভয় কর উত্তোলন ক'রে, জগৎ রক্ষার প্রহরিণী স্বরূপ, উদ্যত কৃপাণে স্বরচিত মায়াকে ছিন্ন করেন।

লক্ষ্মণ। এখন ত সন্ধ্যা। নিশীথের ত এখনও অনেক বিলম্ব, কিয়ৎক্ষণের জন্য আপনি কি একবার বাইরে আসতে পারবেন না?

পুরো। কেন, বলবার কি কিছু আছে?

লক্ষ্মণ। আছে। দিল্লীর সংবাদ কিছু জানেন কি?

পুরো। জানি। আমি তীর্থদর্শনার্থে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ঘুরে এসেছি।

লক্ষণ। কি খবর জেনে এলেন?

পুরো। আলাউদ্দীন খিলিজী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেছে।

লক্ষ্মণ। কি ক'রে করলে?

পুরো। তার পিতৃব্যকে হত্যা ক'রে।

লক্ষ্মণ। খুড়ো-রাজাও কি এ সংবাদ রেখেছেন?

পুরো। তিনি চার-চক্ষু—তিনি আর এ সংবাদ রাখেন নি?

লক্ষ্মণ। আমি সেই কথা জানাবার জন্যই তাঁর সন্ধান করছিলুম।

পুরো। অভিপ্রায়টা জানতে পারি কি?

লক্ষ্মণ। হাঁ গুরুদেব! দিল্লীর অধিপতি পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে জয়ী হয়েও রাজ্য হারালে কি করে?

পুরো। মহম্মদ ঘোরীর কূট-নীতিতে। প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয়ে, ঘোরী কোনও প্রকারে প্রাণ নিয়ে দেশে পালিয়ে যায়। তার পরবৎসর অগণ্য সেনা সংগ্রহ ক'রে পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ নিতে, মহম্মদ ঘোরী আবার পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করে। পৃথ্বীরাজও অসংখ্য বীরসেনা সঙ্গে নিয়ে, কাগার তীরে, শত্রুর গতিরোধার্থ উপস্থিত হন। দুই দলে ভীষণ সংগ্রাম, প্রাতঃকাল থেকে যুদ্ধ, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মীমাংসা হ'ল না। উভয় পক্ষেরই বহু সৈন্য হতাহত হ'ল।

ঘোরী তখন বুঝলে, ধর্ম্মযুদ্ধে ক্ষত্রিয় পরাজয় অসম্ভব। তখন সে রণে ক্ষান্ত দিয়ে, পৃথ্বীরাজের কাছে সে-রাত্রির মত বিশ্রাম প্রার্থনা করেছিল। ধর্ম্মযুদ্ধের চিরন্তনী-নীতি, পৃথ্বীরাজ শত্রুর এ প্রার্থনায় 'না' বলতে পারলেন না। যুদ্ধ স্থগিত হ'ল। ক্ষত্রিয় রণক্ষেত্রে ও বিলাসভবনে কোনও পার্থক্য দেখে না। অস্ত্র ঝনঝনা ও নৃত্যগীতের মধুরস্বর তার কর্ণে একরূপ ঝঙ্কারই উৎপাদন করে। ভারতীয় যুদ্ধে তখনও কূট-নীতি প্রবেশ করেনি। বীর্য্যবান্ মামুদ, আর্য্য সন্তানের উদ্দাম বিলাসিতার শাস্তিস্বরূপ যে কয়বার ভারত আক্রমণ করেছিল, তার একটী বারেও সে যুদ্ধে রণনীতি পরিত্যাগ করেনি। শুধু বীর্য্যে, শুধু বাহুবলে সে ভারতীয় রাজাদের পরাস্ত করেছিল। পৃথ্বীরাজের সম্মুখে তখন সেই ইতিহাসের জাজ্বল্যমান অক্ষর—তিনি মনের কোণেও স্থান দিতে পারেন নি যে, বীর মহম্মদ ঘোরী যুদ্ধে নীতি বিসর্জ্জন করবে। সুতরাং রণক্ষেত্রে তাঁর সমস্ত সৈন্য, রণসাজ ত্যাগ ক'রে, আমোদ প্রমোদে মত্ত ছিল; এমন সময়ে ঘোরী রাত্রির অন্ধকারের সহায়তায় কাগার নদী পার হয়ে, ভীমবেগে পৃথ্বীরাজের ছাউনী আক্রমণ করে। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে না হ'তে তার সমস্ত সৈন্য বিধ্বস্ত হয়, পৃথ্বীরাজও রণক্ষেত্রে বন্দী হন।

লক্ষ্মণ। এখন ত আমরা দেখে শিখেছি, কার্য্যে বুঝেছি—আমাদেরও সে নীতি অবলম্বনে দোষ কি?

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম। রাণা! এ ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ, অগ্নিকুলের মুখপাত্র চিতোর-পতির যোগ্য কথা নয়।

লক্ষ্মণ। কেন খুল্লতাত! মাতৃভূমি রক্ষাই প্রত্যেক সন্তানের একমাত্র উদ্দেশ্য, আর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে যখন শাস্ত্রবিহিত অক্ষয় স্বর্গ পুরস্কার, তখন এরূপ মহৎকার্য্যের জন্য কূট-নীতি অবলম্বনে দোষ কি?

পুরো। ক্ষত্রিয় নীতিরক্ষার্থ স্বর্গের প্রলোভনও তুচ্ছ জ্ঞান করে। আর স্বর্গসুখ—কত দিনের জন্য? 'অক্ষয়' স্বর্গও কালের সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু নীতি-রক্ষায় যে ধর্ম্ম, তাহা কল্পান্তস্থায়ী। রাণা! তার আর বিনাশ নাই।

ভীম। রাণা! যদি আমরা নীতি-পথ পরিত্যাগ ক'রেও দেশের উদ্ধার না করতে পারি, তাহ'লে দেশও গেল, ধর্ম্মও গেল। নীতিমার্গে চলতে পারলে, একদিন না একদিন আশা আছে—দু' বৎসরে হ'ক, দু'দশ জীবনে হ'ক, একদিন না একদিন মাকে আমরা আবার নিজের ব'লে ফিরে পাব। ভারতসন্তান নীতি-বর্জ্জিত হ'লে, স্থির জানবে আর কখনও সে মাথা তুলতে পারবে না।

লক্ষ্মণ। কেন?

ভীম। বাপ্! এ সব জন্মজন্মান্তরের সাধনা। মানবের ক্রমোন্নতিতে আমরা ঋষিধর্ম্মের আশ্রয় পেয়েছি। এখন তাঁদের প্রবর্ত্তিত উদারনীতি পরিত্যাগ ক'রে, অন্য নীতি অবলম্বন করতে গেলে, শত্রুর সঙ্গে পারবোও না, লাভের মধ্যে পিতৃপুরুষাগত যে ধর্ম্মগৌরব তাও রক্ষা করতে অপারগ হব। শত্রু জন্মজন্মান্তরের শিক্ষায় কূট-নীতিতে পণ্ডিত, আমরা এক জীবনের শিক্ষায় কেমন ক'রে তাদের সমকক্ষ হব? বাপ্! ও দুর্ব্বাসনা পরিত্যাগ কর।

লক্ষ্মণ। আলাউদ্দীন দেবগিরি জয় করেছে, শুনেছেন?

ভীম। শুনেছি। আর দেবগিরি জয় করেই সে উদ্ধত যুবা রাজ্য লোভে তার পিতৃব্যকে হত্যা করেছে।

লক্ষ্মণ। শুধু তাই করেই কি সে ক্ষান্ত থাকবে মনে করেন?

ভীম। তা কেমন ক'রে বলবো? বোধ হয় না থাকবারই সম্ভাবনা। কেন না আলাউদ্দীন একজন সুদক্ষ সেনাপতি।

। সম্রাট না হয়েই যখন সে দেবগিরি জয় করেছে, তখন

সম্রাট হয়ে সে কি আর কোন হিন্দু রাজাকে সুশৃঙ্খলে রাজ্যসুখ ভোগ করতে দেবে ?

ভীম। যদি না দেয় তার উপায় কি ?

পুরো। রাণা! হিন্দু রাজাদের অভ্যন্তরীন অবস্থা জেনেও যদি আলাউদ্দীন তাদের নিরাপদে নিদ্রা যাবার অবকাশ দেয়, তাহ'লে বুঝবো সে কেবল নরঘাতী, সিংহাসনে বসবার যোগ্য নয়। এক চিতোর ভিন্ন ভারতের সর্ব্বস্থান, আলাউদ্দীন ইচ্ছা করলে, অতি অল্পায়াসেই করায়ত্ত করতে পারে। আমি কূট-নীতির কথাও বলতে চাই না, ধর্ম্ম-নীতির কথাও বলতে চাই না। যে কোন নীতি প্রয়োগে ভারতের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যে মনুষ্যত্বের প্রয়োজন, ভারতে এখন সে মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ অভাব।

ভীম। আর ভারত ভারতই যে বলি, সে ভারত কোথা ? ভারত এখন, সিন্ধু, গুজরাট, অযোধ্যা, পঞ্জাব, বাঙ্গালা, বিহার ইত্যাদি কতক-গুলো ক্ষত-বিক্ষত দেহ, অথচ অভিমানে স্বস্ব-প্রধান, সেই পূর্ব্ব যুগের বিশাল একতাময় প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্ন স্তম্ভের সমষ্টি,—ভারত নাম সেই আর্য্য-ঋষি-পূজিতা মাতৃমূর্ত্তির শতগ্রন্থিযুক্ত ছিন্ন বাসের আবরণ। বুঝতে পারছ না রাণা! মুষ্টিমেয় জাগ্রত পাঠানের ক্ষীণ আদেশ, নিদ্রিত বিশকোটীর সুদৃঢ় সবল পর্ব্বতবক্ষ বিদারণক্ষম হস্তপদ সঞ্চালিত করছে।

লক্ষ্মণ। এর কি প্রতিকারের উপায় নেই—সকলের প্রাণে আবার সে জাতীয়ভাব উদ্দীপনের চেষ্টা করলে কি কার্য্য হয় না !

ভীম। তুমি যখন জন্মগ্রহণ করনি তখন করেছি, তুমি যখন শিশু তখন করেছি। তোমার হাতে রাজ্যভার দিয়েও আমি নিশ্চিন্ত থাকিনি। আমি প্রাণপণে ভারতে একতা সম্পাদনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু যে চেষ্টা করে, অন্যে মনে করে সে যেন মাতৃপিতৃ-দায়গ্রস্ত। তার ওপর সবারই কর্ত্তৃত্বাভিমান। কেউ কাউকে কর্ত্তা স্বীকার করতে চায় না। এ হ'য়েছে

কি জান রাণা ! অন্যান্য দেশে বিধাতা দু'এক জন লোককে ষোল আনা বুদ্ধি দিয়ে পাঠান, অবশিষ্টের ভেতরে সকলেই প্রায় দু'দশ আনার অংশীদার। কাজেই সমগ্র দেশবাসীর ভেতর একজন কি দু'জন নেতা হয়, অবশিষ্ট সকলে তার অনুসরণ করে। আর এ পোড়া ভারতের ভাগ্যে এত ষোল আনার বুদ্ধি একত্র হয়েছে যে, সমধর্ম্মী তড়িতের পরস্পর বিরোধী শক্তির ন্যায় এরা কেউ কারও কাছে অবস্থিতি করতে পারে না। ভাল বৎস ! পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত প্রাণ নিয়ে, মহাত্মা বাপ্পারাওয়ের তেজস্বিতার স্বত্বাধিকারী, তোমার হৃদয় যদি দেশের দুঃখে এতই বিগলিত, তাহ'লে এস দু'জনে নিভৃতে বসে কিয়ৎক্ষণের জন্য একটা ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য স্থির করি। ঠাকুর ! আপনার মাতৃ-অর্চ্চনার জন্য একাগ্রচিন্তার ব্যাঘাত করলুম—ক্ষমা করুন। [ভীমসিংহ ও লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

[চিতোর—উদ্যান]

গোরা।

গোরা। মেবারের লোকগুলোর একটা মজা দেখি, এরা বেশ স্ফূর্ত্তি করতে জানে ! দু'টো মিষ্টি কথা কও, তাতেও স্ফূর্ত্তি, দু'টো কড়া কথা কও, তাতেও স্ফূর্ত্তি। সুখের সময়েও স্ফূর্ত্তি, দুঃখের সময়ও স্ফূর্ত্তি। বাড়ীতে চুপ্‌টী করে বসে থাকা, যেন কারও কোষ্ঠীতে লেখিনি—বাড়ীতে রইল ত 'এ রামা—এ রামা—থচমচ থচমচ' চব্বিশ ঘণ্টাই গান জুড়ে দিয়েছে। আর যুদ্ধক্ষেত্রে গেল ত, 'হর হর শঙ্কর'—দামামা, ডুগডুগি, ভেরী, তুরী যেন বেটারা চিত্রগুপ্তের বাপের শ্রাদ্ধ খেতে চলেছে, কি যমরাজের পিসের বিয়ের বরযাত্রী হ'য়েছে। এরা বেশ আছে। আমি কিন্তু বেশ থাকতে পাচ্ছি না। বেশ থাকবার এত চেষ্টা করছি, মনে

মনে এত স্ফূর্ত্তি জমিয়ে তুলছি,কিন্তু কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। একটা হাই তুললুম ত, সব জমান স্ফূর্ত্তি হুস করে বেরিয়ে গেল ; কোন্ বাতাসে মিশে,কোন্ আকাশে যে মিলিয়ে গেল,আর তার সন্ধান করতে পারলুম না। কেন,—আমারই বা স্ফূর্ত্তির অভাব কেন ? এ আনন্দময়-দের দেশে এসে, আমিই বা মিছি মিছি আনন্দে বঞ্চিত থাকি কেন ? জন্মভূমি সিংহল ত্যাগ ক'রে এসেছি বলে ? না, হিন্দুর সন্তান, যখন হিন্দুস্থানে—রাজপুত যখন রাজপুতানায়—তখন সেত মায়ের কোল ছাড়া নয় ! হিন্দুর সিংহলে আর হিন্দুস্থানে প্রভেদ কি—মাঝে খানিকটে লবণাক্ত জল ? আর রাম রাম ! তাতে কি ! এই দু'য়ের মধ্যে এই লবণাম্বুনিধিতে এমন একটা প্রীতির প্রান্তর ভেসে আছে যে, তার ওপর দিয়ে চলে এলে, একবিন্দু জলেও চরণ সিক্ত হয় না—শতযোজন দূর হ'লেও হ'ত না। তবে মনে সুখ পাই না কেন ? এবারে চেষ্টা ক'রে আমাকে সুখটো পেতেই হবে।

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। ভাবতে গেলেত কুল কিনারা থাকে না দেখতে পাচ্ছি। তাহ'লে কি এমনি ক'রে, সেই বেইমানের চিন্তা নিয়ে সমস্ত হিন্দুস্থান দেওয়ানা হয়ে ঘুরে বেড়াব ?

গীত

বিধি যদি বাদী কেন তারে সাধি
কেন বা কি চাহি কাহারও কাছে।
চাহিবার যাহা ফুরায়েছে তাহা
তবু কেন চলি আশার কাছে ॥
আমি যত চলি পথ চলে যায়,
কাছে যেতে পড়ি দূরে,
সুদূরের তারা থাকুক সুদূরে,

আর না মরিব ঘুরে।
হেথা চলা শেষ হেথা মোর দেশ
এসেছি আমার ঘরের কাছে ॥
সে সুখের ঘরে দেখিব কি ক'রে,
আমার নিরাশ বঁধু লুকিয়ে আছে ॥

গোরা। বা! বা! সুখান্বেষণের প্রারম্ভেই—এ নির্জ্জন দেশে একটা শুভলক্ষণ দেখা যাচ্ছে না?

নসী। দেওয়ানা হয়ে লাভ কি? কিছুক্ষণের জন্য স্বপ্নের একটা লোভনীয় দৃশ্যে আকৃষ্ট হয়েছিলুম—একটা স্বপ্নঘেরা সুখের আস্বাদ দু'দিন কি দু'দণ্ড অনুভব করেছিলুম, এ জাগ্রদবস্থায় তা আর অনুমান করতে পারি না—অস্তগত সূর্য্যের কিরণ রেখার ন্যায়, তার যেন দুই একটা ক্ষীণ স্মৃতি আমার দিগন্ত প্রসারিত দুরদৃষ্ট-গগণের এক প্রান্তে পড়ে আছে।

গোরা। হয়েছে—ঠিক হয়েছে। এও দেখছি আমার মত সুখের অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথাটা যে রকম এপাশ ওপাশ করছে, তাতে বিলক্ষণ বোধ হচ্ছে, লোকটার মাথার মগজে মগজে এত ঘনিষ্ঠভাবে রাশি রাশি সুখ নিবিষ্ট হয়েছে যে, তার খানিকটে ঝেড়ে ফেলে দিতে না পারলে বাছাধন যেন সুস্থ হচ্ছে না। তাহ'লে লোকটার কাছ থেকে খানিকটে ফাউ সুদ গ্রহণ করলে, বোধ হয় কারও কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না।

নসী। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে অবস্থাহীন পিতার সঙ্গে, সেই দূর বঙ্গদেশ থেকে সারাটা পথ হেঁটে দিল্লীতে এসেছিলুম। এসে পিতার অদৃষ্টের সঙ্গে, কিসমতের তোয়াজে তোয়াজে উঠে, একেবারে উজীর কন্যার সৌভাগ্য পেয়েছিলুম। সেই অবস্থাতেই দিল্লীর সিংহাসনের এক-প্রান্তে অতি মূল্যবান ভূমির মালেকান স্বত্ব ক্রয় করেছিলুম। নসীবের

২৯১৬ ৫-৯ /৫৩ ১.৬/১/৮৯২.

দোষে সে জমীন আর আমার দখলে এলো না। জাভের মধ্যে পিতার চির আতিথেয়, উদার আশ্রয় থেকে জন্মের মত বঞ্চিত হলুম! যে দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হ'য়ে পিতা একদিন, আমরও পর্য্যন্ত মৃত্যুকামনা ক'রেছিলেন, এখন আমি তাহ'তেও অধিকতর দরিদ্র! আশার রাজ্যের সীমান্ত হ'তে বহুদূরে অবস্থিত। এস্থান আলো-আঁধারের সন্ধিস্থল। ইচ্ছা করলে, এই দণ্ডেই নিরাশার আলোকে আপনাকে সুস্নাত করতে পারি, অথবা চিরদিনের মতন সূচীভেদ্য অন্ধকারে আপনাকে ডুবিয়ে ফেলতে পারি।

গোরা। লোকটা দেখছি বেজায় কুৎসিত। না না কুৎসিত ত নয়—বেজায় সুন্দর! ছোঁড়া যেন কোন রাজপুত্তুর—না না ছোঁড়া কেন—এ যে ছুঁড়ী। ওবাবা! যেটা ধরছি, সেইটেই উল্‌টে যাচ্ছে।—তাহ'লে ত লক্ষণ শুভ নয়—আমি আজন্ম অবিবাহিত পুরুষ—আর সম্মুখে একটা অখণ্ডন অপরিচিতা স্ত্রী! আকাশের তারা, বাগানের ফুল, আর মাঝখানে আমার অর্দ্ধ কম্পিত, না, না—অর্দ্ধ কেন—বিশেষ কম্পিত—প্রাণটা! ওবাবা! ছুঁড়ী যতই এগিয়ে আসছে, ততই যে প্রাণ থরথরিত—হ'ল না—সুখান্বেষণে ক্ষান্ত দিয়ে আমাকে কিয়ৎক্ষণের জন্য মাথা গুঁজে বসতে হ'ল। [উপবেশন।]

নসী। সুখ দুঃখ ভোগ আমার নিজের হাতে। এখন যেটাকে ইচ্ছা ফেলে দিতে পারি, যেটাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারি। দুনিয়ায় আমার কেউ নেই, আমি কিন্তু দুনিয়ার সবার, এটা মনে করলেই ত সব লেটা চুকে যায়।

গোরা। আসছে—আসছে।

নসী। কিন্তু কই! তা মনে করতে পারছি কই—অপমানিত, লাঞ্ছিত, পদাঘাতে তাড়িত হয়েছি। নিরীহ ধার্ম্মিক পিতাকে নির্ম্মম ঘাতকে টেনে নিয়ে গেল, তাও দেখেছি—এ দেখে, এ মর্ম্মবেদনা

স্মরণ করলে, আমি কি আর তার হ'তে পারি! প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি সে অবস্থা স্মরণ মাত্রে—বিনা ফুৎকারে জ্বলে ওঠে। সুখ—কই? কোথায় এলো? দুঃখ—কই—ইচ্ছা করলে কই ফেলতে পারি? আলাউদ্দীন বহুসৈন্য নিয়ে গুজরাট্ জয় করতে চলেছে। কেন? সেখানে এক নববৈধব্যনিপীড়িতা রমণীর হাতে রাজ্যভার। আলাউদ্দীন এ সুযোগ ছাড়তে পারলে না! তাই সেই অসহায়ার সর্ব্বনাশ করতে সে আজ বহুসৈন্য নিয়ে গুজরাটে ছুটেছে; অভাগিনীকে দুদিন মনখুলে কাঁদতেও অবকাশ দেবে না। আমি ছদ্মবেশে বরাবর বাদশার সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে এসেছি। কিন্তু রমণী আমি তাদের সঙ্গে সঙ্গে কতদূর চলবো! বড়ই ক্লান্ত, আর পারলুম না। দূর থেকে এই দেশটায় একটা বিচিত্র শোভায় আকৃষ্ট হয়ে, এস্থান দেখ্‌বার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না!

গোরা। এলো এলো—ঘেঁসে এলো।

নসী। এই পার্ব্বত্য অধিত্যকায়—এমন চারুশিল্পের আশ্রয়—শিলায় খোদিত চিত্রের ন্যায়, একি শোভাময় উদ্যান!

গোরা। উঃ! এবারে আকাশ পানে চেয়ে আসছে। তা'হলে বুঝতে পারছি ঘাড়ে পড়লো—পড়লো। গোরাচাঁদ! সুখ সুখ করে পাগল হয়েছিলে—এই দেখ সুখ একেবারে একটা দেড়মুনি তুলোর বস্তা হ'য়ে তোমার ঘাড়ে পড়তে আস্‌ছে। যাক্, আর মাথা তোলা উচিত নয়। গোলমাল হ'য়ে যাবে।

নসী। তাইত! কে একজন বসে রয়েছে না! একি, অমন করে বসে কেন? আমাকে দেখেছে নাকি? দেখে কোন দুরভিসন্ধি পোষণ করেছে নাকি? কাজ নেই—আমি একা রমণী—তায় বিদেশিনী—এই নির্জ্জন দেশ—সাহায্যের প্রয়োজন হ'লে, সাহায্য পাব কিনা তার ঠিক নেই। তাহ'লে এস্থান থেকে সরে যাওয়াই কর্ত্তব্য। [প্রস্থান।

গোরা। মাথা গুঁজে বসে আছি, হাত পা গুলো পেটের ভেতর

ঢুকিয়ে রেখেছি। ও ঠিক ঠাউরেছে, পথের মাঝে একটা বিলাতী কুমড়ো পড়ে আছে। লোভে লোভে যেমন ও হাত বাড়াবে, আমিও অমনি কঁ্যাক ক'রে হাতটা গ্রেপ্তার করে ফেলবো।

(হরসিংএর প্রবেশ)

হর। তাইত, হুজুর গেল কোথা! এই বাগানে আসতে আমায় হুকুম করে এলো—কিন্তু কোথাও ত তাকে দেখতে পাচ্ছি না! এই যে—এই যে—হুজুর কি বসে বসে ঘুমুচ্ছে? আফিং খানিকটে বেশী করে চড়িয়েছে, বোধ হয় খেজায় ঝিম এসেছে।

গোরা। সুন্দরীর নিশ্বাসের ঢেউ এসে গায়ে লাগছে, ধরলে আর কি, কুমড়োটা চুরী করলে আর কি!

হর। বসে বসে কি হচ্ছে হুজুর?

গোরা। [হরসিংহের হস্তধারণ] কুমড়ো চোরকে পাকড়ান হচ্ছে হুজুর! কি সুন্দরী! চাঁদ-মুখখানি শুকিয়ে গেল যে! আমি বাবা মেবার রাজ্যের সহরকোটাল—একটা হাই তুললে চোরাই চোরাই গন্ধ পাই—আমার কাছে চালাকী!

হর। সেকি হুজুর! সুন্দরী পেলে কোথা?

গোরা। এই হাতের মুঠোর ভেতর পেয়েছি বাবা! আমি কি বোকা, না গজচোখো, দূরের সামগ্রী দেখতে পাই না। আসতে আসতে পথের মাঝে, সম্মার্জনী তুল্য গোঁফ জোড়াটী কোথা পেলে ধন! গোঁফ ফেল্—বেটী বদমাইস—দাগী চোর!

হর। টেনোনা—গোঁফ টেনোনা হুজুর! আমি মরে গেলে, তোমার পরিচর্য্যা করবে কে?

গোরা। সত্যই তুমি তাহ'লে বাপ হরধন? [হস্ত পরিত্যাগ]

র। কেন, হুজুর কি গোলামকে চিনতে পারছেন না?

গোরা। ক্রমে ক্রমে পারতে হচ্ছে বই কি! এ কি রকমটা হ'ল!

হর। কি হ'ল হুজুর ?

গোরা। এই দেখলুম একটী কুৎসিত কদাকার মিন্‌সে—তার পরেই দেখলুম, সুন্দর মনোহর একটী চন্দ্রমল্লিকের ঝাড়ের মত ছোকরা—আর একটু এগুতেই ছুক্‌রী—আর যেমন হাতখানি ধরেছি অমন হরা হয়ে গেলে ধন !

হর। দেখুন হুজুর, অত কড়া আফিং খাবেন না—ওতে মাথা খারাপ হয়ে যায়।

গোরা। মাথা খারাপ হবে কিরে বেটা ! আমি যে মাথা থেকে আরম্ভ ক'রে, হস্ত পদাদি যেখানে যা ছিল সব গুটিয়ে একটী কুমড়ো হয়েছিলুম।

হর। তাহ'লেই ঠিক হয়েছে, ওই কুমড়োর বোঁটাটা আপনার চোখে ঢুকে গিয়েছিল।

গোরা। তাইত! সত্যি সত্যি কি চোখদুটো আমার এত খারাপ হ'ল যে, তোমার মতন একটা বর্ব্বর, কর্কশ, এরণ্ড-বৃক্ষ তুল্য জন্তুতে আমার রমণীভ্রম হ'য়ে গেল !

হর। তা হবার আর আশ্চর্য্য কি ! এই যে বললুম হুজুর ! চব্বিশ ঘণ্টাই নেশায় বোঁদ হয়ে থাকলে চোখের কি আর জ্ঞত থাকে !

গোরা। না, তুই মিথ্যে কথা বলছিস্—আমাকে হয় ত খুঁজ এসেছিল। হয় ত কোন রমণী আমার গুণগরিমায় মুগ্ধ হয়ে আমার অন্বেষণ করছিল। তোকে দেখে সে লজ্জিতা ভয়চকিতা হয়ে সরে পড়েছে।

হর। এ চিতোরে আপনাকে দেখে মুগ্ধ হবার মধ্যে এক আছি আমি। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। তা স্ত্রীলোকের মধ্যেই কি, আর পুরুষের মধ্যেই কি ?

গোরা। বটে !

হর। সত্যি কথা বলতে কি হুজুর ! চিতোরবাসী সকলেই

আপনাকে মনে মনে ঘৃণা করে। তবে রাণীর মামা ব'লে, মুখে আপনাকে কেউ কিছু বলতে পারে না।

গোরা। তা আমি জানি।

হর। তারা জানে আপনি নেশাখোর, অকর্ম্মণ্য, ভীরু; অথচ আপনাতে সিংহলীর অভিমান। আপনি তাদের সঙ্গে কোন আমোদে যোগ দেন না—মৃগয়ায় যান না, অস্ত্র-খেলা খেলতে চান না—পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের মধ্যে কারো সঙ্গে যুদ্ধ করবার প্রয়োজন হ'লে, সবাই আনন্দে রাণার মর্য্যাদা রাখতে অগ্রসর হয়, কিন্তু আপনি মরণের ভয়ে আত্ম-গোপন করেন। সে দিন গুজরাটের রাজার সঙ্গে অতবড় যুদ্ধ হ'ল—চিতোরের বালক পর্য্যন্ত সে যুদ্ধে যোগ দিতে ছুটলো, আপনি চুপ ক'রে কোন্ লোকঅগোচরে ব'সে রইলেন। রাণী পর্য্যন্ত আপনার আচরণে মর্ম্মাহত হ'য়ে গেলেন।

গোরা। তা মাঝখান থেকে তোমার নেক-নজরটা আমার ওপর পড়ে গেল কেন?

হর। কেন, তা বলতে পারি না হুজুর! কতবার মনকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছি—উত্তর পাইনি। এর জন্য আত্মীয় বন্ধুর তিরস্কার পেয়েছি, তবু তোমার সঙ্গ ছাড়তে পারিনি। আমাকে কে যেন বলে, আপনাতে একটা পদার্থ আছে।

গোরা। হাঁ—বেশ—এক ছিলিম গাঁজা সাজ।

হর। হুজুর! আর নেশা কর্‌বেন না।

গোরা। নেশা কিরে বেটা—নেশা কি! ত্বরিতানন্দ কি নেশা? নেশা তোদের চিতোরের চোদ্দপুরুষের। নেশা কি খেয়ে হয়? সে শুধু একটু আধটু মাথা ঘোরে, একটু আধটু চোখ পিটপিট করে, একটু আধটু ঘুম পায়—জেগে উঠলেই সব ফরসা। নেশা অজ্ঞানে, নেশা অভিমানে—মানুষ যখন তাতে ডুবে থাকে, তখন ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন

হয়েও সে মনে করে, আমি জেগে আছি। এইটুকু যা প্রভেদ। তবে যখন বললি হরু, তখন সরলভাবেই বলি—নেশা দুইই—দুইই মনুষ্যত্বের বিনাশ করে, শক্তির প্রতিরোধ করে, মানুষকে হিতাহিত-জ্ঞানহীন পশুর তুল্য করে। তবে এই দুই নেশাখোরের মধ্যে এক জন নিজেকে নষ্ট করে, আর একজন আপনার মৃত্যু-পথে আর পাঁচ জনকে সঙ্গে নেয়। বুঝলি হরু—যখন মানুষ মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু, তখন বন্যপশু বধের বীরত্ব দেখিয়ে লাভ কি? বল দেখি, একটা বিকট অভিমানবশে মানুষ যত মানুষের অনিষ্ট করে, বন্যজন্তু হতে কি তার শতাংশও অনিষ্ট হয়!

হর। কথাটা যা বলছ তা বড় মিথ্যে নয়।

গোরা। কার ওপর অস্ত্র ধরব? তোরা বড় ভারতের বড় বীর—বীরত্বের অভিমান বজায় রাখতে, যুদ্ধ করবার লোক না পেলে আপনা আপনির ভেতর মারামারি করিস্। আমরা ছোট সিংহলের ছোট বীর, এ রকম লড়ায়ে আপনা আপনিকে মারতে দেখলে কাঁদি। আমরাও এক দিন আপনা আপনির ভেতর বলের পরিচয় দিয়েছি। মুগুর দিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের বক্ষ-কাঠিন্য পরীক্ষা করেছি। গ্রামে কখন ব্যাঘ্র, হস্তীর উৎপাত হ'লে, সেই সব জন্তু বধ ক'রে অস্ত্র বলের পরীক্ষা দিয়েছি—আর শত্রুর আক্রমণে সকলে এক সঙ্গে মিলে, তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেশের শক্তি প্রতিষ্ঠা করেছি। চিতোর এখন আপনার বীরত্ব-গর্ব্বে আপনি উন্মত্ত। অহঙ্কারী আনহালওয়ারা-রাজ তোমাদের কাছে পরাভূত হয়েছে। সেই পুরাতন ধাররাজ্য, অবন্তি, মন্দোর, দেবগিরি, সেই সোলাঙ্কি, প্রমার, পরিহাস সমস্ত অগ্নিকুলের অধিষ্ঠান ভূমি চিতোরের কাছে মস্তক অবনত করেছে। তোরা তাদের গর্ব্ব অধিকার করেছিস্, প্রাণ অধিকার করতে পেরেছিস্ কি? তারা শুধু নির্জ্জনে, দন্ত নিষ্পেষণে মুখ বিকৃত ক'রে, প্রতিহিংসার অবকাশ খুঁজছে। আমরা

হ'লে মাতৃদায়গ্রস্ত ভাগ্যহীনের মত তাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে গলায় বস্ত্র দিয়ে প্রীতির ভিক্ষা করতুম। আর সকলে মিলে এক জনকে কর্ত্তা ক'রে, তার আদেশে অস্ত্র ধ'রে—পৃথ্বীরাজের হত্যার, সোমনাথ বিগ্রহ নাশের, নগরকোট ধ্বংসের প্রতিশোধ নিতুম। বিধর্ম্মীরে মিশতে চাইলে, তাদের ভাইয়ের স্থান দিয়ে আপনার করে নিতুম, নইলে এক একটীকে ধ'রে, সলেমান পাহাড়ের ওপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিতুম।

হর। তাইত হুজুর! আপনি যা বলছেন, এত বড় চমৎকার কথা।

গোরা। এর মধ্যে একটা প্রধান রাজ্য দেবগিরি—সেটার কি দুর্দ্দশা হয়েছে জানিস্? আলাউদ্দীনের বিষম অস্ত্রাঘাতে তার রাজধানী রক্ত-প্রবাহে পূর্ণ, দেবমন্দির চূর্ণ, আর মণিমাণিক্যপূর্ণ রাজকোষ কপর্দ্দক শূন্য। ঈশ্বর না করুন, তোমার চিতোরেরও একদিন এই পরিণাম হবার সম্ভাবনা। কেন না সে দুর্দ্দিন এলে, কেউ চিতোরকে রক্ষা করতে আঙ্গুলটী পর্য্যন্ত বাড়াবে না। অবশ্য তাদেরও সেই এক পরিণাম। তবে এ হয়েছে কি জান, যখন ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা হয়, তখন উকীল মোক্তারে বিষয় থাক্ তাও স্বীকার, নিলেমে বিষয় বিকিয়ে যাক্ তাও স্বীকার, তখন এক ভাই আর এক ভাইয়ের চেয়ে একটু বেশি ভোগ করবে, এ প্রাণে সহ্য হয় না। গুজরাটের রাজা আছে না মরেছে?

হর। যুদ্ধে বিষম আহত হয়েছিলেন। শুনলুম মাসখানেক আগে তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

গোরা। আর মাসখানেক পরেই শুনবে, আলাউদ্দীন তার রাজ্য আক্রমণ ক'রেছে।

(নসীবনের পুনঃ প্রবেশ)

নসী। অত বিলম্ব সয়নি—আজই আলাউদ্দীন সৈন্য নিয়ে গুজরাট অভিমুখে চলেছে।

গোরা। তবেরে বেটা হরা! আমার নাকি চোক খারাপ হয়েছে!

তুমি আমাকে একঝুড়ী খেংরাগোঁফ দেখিয়ে ভুলিয়ে দিতে চাও? বেটা! পাজী বেটা। [প্রহার।]

হর। দোহাই হুজুর! আমি দেখিনি।

গোরা। তুই দেখবি কিরে বেটা, এ সামগ্রী তুই দেখবি কি? এ সব জিনিষ সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষরক্ষ, কিন্নর,---এরা দেখবে—তোর এ বেরালের চোক্ষ তুই কেবল ইঁদুর বাচ্ছা দেখবি!

হর। তাইত হুজুর! এত বড় সুন্দর স্ত্রীলোক—কিন্তু আমাদের দেশের মতন নয়!

নসী। আপনাকে প্রথমে দেখে আমি লুকিয়েছিলুম। লুকিয়ে লুকিয়ে আপনার সমস্ত কথা শুনে আপনার ওপর আমার ভক্তি হয়েছে।

গোরা। হে-হে-হে ভক্তি হয়েছে?

নসী। বিশেষ ভক্তি হয়েছে।

গোরা। হে-হে-হে, হরু! তাহলে আর বিলম্ব করছ কেন, ভক্তিরসে একটু রসান দাও! এই নাও টিপতে সুরু কর।

হর। স্ত্রীলোকটী কি বলছে, আগে শোনইনা হুজুর!

গোরা। ও শোনাও হবে, টানাও হবে—একসঙ্গে—লাগিয়ে দাও—লাগিয়ে দাও।

নসী। চিতোরে আপনাকে কেউ ভালবাসে না—তাইতে আপনার দুঃখ। আমি আপনাকে ভালবাসলুম—

গোরা। হে-হে-হে—হরু হরু—একটীপ বাড়িয়ে নাও।

নসী। কিন্তু আমার স্বামী আছে।

গোরা। হরু-হরু—টিপ কমিয়ে দাও—টিপ করিয়ে দাও। যাক্—এ রহস্যের কথা রেখে, গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করি,—"সুন্দরী! তুমি কে?"

নসী । আগে আমার ভালবাসার প্রতিদান দিতে স্বীকৃত হ'ন ।

গোরা । এযে বড়ই গোলমেলে কথা হ'ল সুন্দরী !

হর । হুজুরের কথা শুনলে—শুনে হুজুরের প্রকৃতি বুঝতে পারলে না ?

নসী । পেরেছি—আর পেরেছি বলেই, তোমার হুজুরের ভালবাসা চাচ্ছি ।

হর । যদি বুঝতেই পেরেছ, তা হ'লে একজনের স্ত্রী হয়ে, কেমন ক'রে পরপুরুষের ভালবাসা চাচ্ছ ।

নসী । কেন, স্ত্রীলোক বিবাহিত হ'লে কি সহোদর-প্রেমেও বঞ্চিত হয় ?

গোরা । না, তা হয় না, আমি সহোদর, তুমি ভগিনি ! কিন্তু ভগিনি ! আমি যে আজীবন সংসারে বীতস্পৃহ । ভালবাসার মধুময় স্পর্শ এ হৃদয় কখন অনুভব করবার অবকাশ পায়নি । এ কঠোর নির্ম্মম সংসারে বান্ধবশূন্য ভ্রাতার নীরস হৃদয় তোমার এ অগাধ রমণী-স্নেহের কি প্রতিদান দিতে পারবে ?

নসী । আপনার কাছে যতটুকু পাই—যদি পাই, তাই এ সংসারে পতিপরিত্যক্তা বান্ধবহীনার পক্ষে যথেষ্ট । আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না । আমি মুসলমানী, মোসলনগরে আমার ঘর ।

হর । মুসলমানী !

গোরা । মুসলমানী ! বেশ বেশ—তাহ'লে আমি তোমার হিন্দুস্থানী ভাই ; আর তুমি আমার মুসলমানী ভগিনী । সেই প্রথম মানবদম্পতী থেকে তোমারও উদ্ভব—আমারও উদ্ভব । শুধু নিজে নিজে আমাদের উপাধি ভেদ ক'রে, চক্ষে নানা বর্ণের আবরণ দিয়ে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখে, আমরা যে যাকে পৃথক করে ফেলেছি । বেশ হ'য়েছে—আজ নিতান্ত কাতর হয়ে ভগবানের কাছে স্ফূর্ত্তি চেয়েছিলুম—সে স্ফূর্ত্তি পেয়েছি । এস ভগিনি ! তুমি মোসলী, আমি সিংহলী—এস ভগিনি ! তোমাকে

সাদরে আমার স্নেহ-পুষ্পাধারে স্থানদান করি। দে হরা গাঁজা ফেলে দে। এ এক নতুন রকমের নেশা। আমি বোঁদ হয়ে গেছি।

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। পিতামহ!

গোরা। কেও ভাই বাদল!—কি দাদা?

বাদল। তুমি এখানে?

গোরা। নিশ্চয়—একথা কেউ না বল্‌তে পারে না।

বাদল। কিন্তু আমি পারি। তুমি এখানে থাক্‌লে, দু-তিন জন অচেনা লোক, তোমার চোখের সামনে দিয়ে আরামবাগে প্রবেশ করে!

গোরা। সেকি!

বাদল। এই এমন এমন চোক্—গায়ে কাব্বা, পায়ে পায়জামা—লম্বা দাড়ী, গোঁফ নেই—নেড়া মাথা—লম্বা লম্বা টুপী, অন্ধকারে মাথা গুঁজে—পা-টিপে ঢুকেছে।

নসী। তা হলে নিশ্চয় সম্রাট-প্রেরিত গুপ্তচর—চিতোরে প্রবেশ করেছে।

গোরা। কোন দিকে গেল—কোন দিকে গেল?

বাদল। দেখবে এস—

গোরা। বাগানে কেউ আছে?

নসী। আমি দূর থেকে দেখেছি—দু'জন স্ত্রীলোক বাগানে ফুলচয়ন করছেন।

হর। আমি জানি খুড়ীরাণী।

গোরা। চল্-চল্—শিগ্‌গির চল্—এস ভগিনি! সঙ্গে এস।

পঞ্চম দৃশ্য।

[চিতোর—উদ্যানের অপর পার্শ্ব]

সখীগণের গীত।

জাগ ফুলরাণী তোল মুখখানি নয়ন মেলিয়া চাও।
আঁধারে কানন যেতেছে ডুবিয়া, আলোকের ঢেউ তুলিয়া দাও।
আবেশে দেশেহারা, ছুটিয়া এসেছে তারা,
ঢালিছে রজত ধারা—স্নান করে নাও। (ওগো রাণী)
আকুল মধুকরে কতবার গেছে ফিরে,
তুলে নাও হৃদি 'পরে আদরে -
প্রেমের পরাগ মাখাও (ওগো রাণী)
প্রেমের পরাগ মাখাও (ওগো রাণী)
প্রেমের পরাগ মাখাও। [প্রস্থান।

পদ্মিনী ও মীরা

পদ্মিনী। আর নয়, অন্ধকার হয়ে এলো। যা ফুল তোলা হয়েছে, এই যথেষ্ট! এস মা মন্দিরে যাই।

মীরা। চতুর্দ্দিকে প্রহরী, চিতোরের দুর্গমধ্যে বাগান এখানে আমাদের ভয় করবার কি আছে খুড়ীমা!

পদ্মিনী। ভয়, অন্য কাউকে নয়, ভয় আমাকে। আজকের রাত্রে ভবানী-মন্দিরে এই যে সমারোহের সঙ্গে স্বস্ত্যয়নের আয়োজন হচ্ছে, তার কারণ কি জান?

মীরা। অমাবস্যার নিশীথে চিরকাল যেমন ভবানী-পূজার ব্যবস্থা আছে, আমি জানি তারই আয়োজন হচ্চে; অন্য কারণ ত জানি না।

পদ্মিনী। সে নৈমিত্তিক পূজার এত আয়োজন হয় না—তার পুষ্পচয়ন আমাকে করতে হয় না। মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে, মেবারের সমস্ত সরদার আজ চিতোরে সমবেত হয়েছে।

মীরা। কারণ কি খুড়ীমা ?

পদ্মিনী। কারণ আমি নিজে—অথবা আমি কেন, আমার দুর্ভাগ্য।

মীরা। আপনি চিতোরের সর্ব্বপূজ্য রাজা ভীমসিংহের মহিষী—আপনার দুর্ভাগ্য—এ আপনি কি বলছেন রাণী! রূপে আপনি বিধিকল্পনার ভাণ্ডার শূন্য করে মর্ত্তে এসেছেন। স্ত্রীলোকের এর চেয়ে ভাগ্য আর কি হ'তে পারে ?

পদ্মিনী। রূপ হয়ত পেয়েছি—নিজে কখন রূপের দিকে লক্ষ্য করিনি। হয়ত পেয়েছি। কিন্তু ভাগ্য পেয়েছি কিনা এখনও বলতে পারিনি। বলব আজ স্বস্ত্যয়নের পর—ভবানীর মুখ দেখে। ভাগ্য স্বতন্ত্র। রূপ তাকে সর্ব্বদা আকৃষ্ট করে রাখ্‌তে পারে না। বরং অধিকাংশ সময় রূপ ভাগ্যের আসবার পথে প্রতিরোধক হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় দেখবে, যার যত রূপ, তার ততই দুর্ভাগ্য।

মীরা। কথা শুনে কিছুই বুঝতে পারলুম না—কিন্তু ভীত হলুম রাণী।

পদ্মিনী। বেশ বুঝিয়েই বলছি—কেন না মনটা আমার বড়ই উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তোমায় বললেও বুঝি মনের যাতনার কতকটা লাঘব হয়। আমি সিংহলরাজ হাম্বিরশঙ্কের একমাত্র কন্যা। পিতা আমার ঐশ্বর্য্যবান্। তার ওপর তুমি নিজেই বললে আমি রূপসী। কাজেই হিন্দুস্থানের বহুদেশ থেকে বহু রাজা আমার পাণিগ্রহণাভিলাষী হ'য়ে পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হন কিন্তু আমার কোষ্ঠীতে লেখা আছে যে, আমি যে সংসারে প্রবেশ করব, সে সংসারই বিপন্ন হবে—যদি কোন গৃহস্থ আমাকে গ্রহণ করে, তাহ'লে গৃহ ছারখার হবে, যদি কোন রাজা আমাকে গ্রহণ করে, ত তার রাজ্য ধ্বংস হবে। পিতা আমার সত্যনিষ্ঠ—কোষ্ঠীর ফল গোপন ক'রে আমার বিবাহ দিতে তাঁর প্রবৃত্তি হ'ল না। তাই তিনি নিমন্ত্রিত রাজাদের একদিন সভায় আহ্বান

ক'রে, তাদের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করেন। একথা শুনে কেহই আমাকে বিবাহ করিতে সাহসী হ'ল না। রাজা ভীমসিংহও নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন। কিন্তু তিনি সে সময় অসুস্থ ব'লে তোমার স্বামীকে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। রাণা তখন বারো বৎসরের বালক। সভামধ্যে কোন রাজাই আমাকে গ্রহণ করতে সাহসী হ'লনা ব'লে, সেই বালক দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল, "বিপদই যদি এ কন্যা গ্রহণের পণ, তাহ'লে আমার পিতৃব্য বীর ভীমসিংহের নামে এ কন্যা গ্রহণ করিতে আমি প্রস্তুত আছি।" পিতা চিতোর-রাণার গর্ব্ববাক্য নিরর্থক বোধ করলেন না। তিনি বালক রাণার সঙ্গে আমাকে চিতোরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রাজা ভীম সমস্ত ঘটনা শুনে প্রথমে আমাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হননি। শেষে আমার সপত্নীর অনুরোধে, রাণার মর্য্যাদা রাখতে অনিচ্ছায় আমাকে গ্রহণ করেছিলেন।

মীরা। কই এরূপ কথাত কোনোদিন কারো কাছে শুনিনি!

পদ্মিনী। জানে রাণা, জানেন আমার স্বামী, জানতেন আমার সপত্নী—শুনেছেন শুধু পুরোহিত, আর শুনবে কে? মনে কেমন একটা আতঙ্ক হচ্ছে ব'লে এতকাল পরে আজ আমি তোমাকে বললুম।

মীরা। কিসের আতঙ্ক! আমরা রাজপুত্নী। মর্য্যাদার গর্ব্বই আমাদের ঐশ্বর্য্য। মর্য্যাদাহানিই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ। ধন-সম্পত্তি আমাদের ঐশ্বর্য্য নয়, রাজ্যনাশ আমাদের বিপদ নয়।

(মুসলমান সৈনিকত্রয়ের প্রবেশ)

১ম। সকলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে,—কি একটা হল্লা কচ্ছে।

২য়। একটা কি কাল কুচকুচে পুতুল পূজোয় মেতেছে।

৩য়। এই এতখানি লাল টকটকে জিব—গলায় কতকগুলো মুণ্ড—এই সময় জাঁহাপনা গুজরাটে না গিয়ে যদি এখানে হানা দিতেন,

তাহ'লে বোধ হয়, একদিনেই কাজ হাসিল হয়ে যেতো। তা জাঁহাপনা ত কারুর পরামর্শ নেবেন না। নিজে যা খুসী তাই করবেন।

১ম। আহা কি বাগান !

২য়। ওরে একিরে !

১ম। তাইত একি ! এ কোন্ জহন্নতের পরী !

২য়। ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে—একে যদি কোনওক্রমে বাদশা-নামদারের কাছে নিয়ে যেতে পারি, তাহ'লে এক একজনের এক একটা জায়গীর, এ আর কেউ রদ করতে পারে না।

৩য়। পারি কি, যেমন ক'রে হ'ক পারতেই হবে !

১ম। আস্তে, আস্তে।

মীরা। তাহ'লে আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নেই। ওদিকে কি দেখছেন রাণী ?

২য়। কি বলছে--চুপ চুপ।

পদ্মিনী। বাগানে অন্ধকার—কোথাও আর সন্ধ্যার ছায়া পর্য্যন্ত নেই, কিন্তু ওই দূরের শৈলশিখর এখনও পর্য্যন্ত যেন কত আগ্রহে বিদায়প্রার্থী প্রণয়ীর মত সন্ধ্যা প্রকৃতিকে ধরে রেখেছে। কম্পিত অধরের কত চুম্বনতরঙ্গ যেন এ ওর গায়ে ঢলে পড়েছে। সন্ধ্যা যেন কত ক্ষুণ্ণ মনে শৈলের আলিঙ্গন থেকে ধীরে ধীরে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

মীরা। খুড়ীমা ! যে রাজ্যের রাণী এত ভাবময়ী, সে রাজ্যের কি কখন অকল্যাণ হয়।

১ম। তাহ'লে আর বিলম্ব কেন ?

২য়। কি ক'রে বাইরে নিয়ে যাব ?

৩য়। এই সুমুখে পাহাড়, ভাবছিস কি ? এই বাগানের উত্তর প্রান্ত একেবারে পাহাড়ের তলায় গিয়ে ঠেকেছে। ওদিকে এখনও পাঁচিল সব গাঁথা হয়ে ওঠেনি—এখনও অনেক ফাঁক। তার ওপর

সকলে উৎসবে মত্ত। একবার কোনরকমে ঘোড়ার উপর তুলতে পারলে হয়! ওরে, যাবার উদ্যোগ করছে।

পদ্মিনী। এস মা!—প্রণয়ী প্রণয়িণীর বিচ্ছেদ, দাঁড়িয়ে দেখতে নেই, চল যাই।

১ম। তাইত—মানুষের কাঁধে উঠে দেখতে হয়।

পদ্মিনী। কে তোমরা?

মীরা। এখানে কে তোরা?

২য়। আজ্ঞে বিবি! আমরা সব কাঁধ!

(গোরা, বাদল, হর, নসীবনের প্রবেশ)

গোরা। ও কাঁধে কি আর বিবি ওঠেন—ও কাঁধে বাবা চাপেন।

সকলে। ওরে ভাই পালা পালা—

[মুসলমান সৈনিকত্রয়ের পলায়ন।

নসী। মারো—মারো—সৈনিক হ'য়ে যে শিয়াল কুকুরের মত চুরি করতে আসে, তাকে হত্যা করো।

গোরা। সে তোমায় বলতে হবে না দিদি! হরু!

হর। ঠিক আছি হুজুর!—

গোরা। একটা বুঝি পালালো।

বাদল। সে আমি দেখছি দাদা! পালাবে কোথা?

নসী। তুমি শিশু কোথাও যাও?

বাদল। এসে বলব বিবি সাহেব!

নসী। ওরা সব তাতারী সেপাই (গোরা হর ও বাদলের প্রস্থান) কি কর বালক ফেরো ফেরো।

নেপথ্যে। সাবধান! যেন কেউ না ফিরে খবর দিতে পারে।

পদ্মিনী। এসব কি ব্যাপার?

নসী। আর ব্যাপার বোঝবার সময় নেই রাণী! এখানে আর একদণ্ড বিলম্ব করবেন না। (পদ্মিনী ও মীরার প্রস্থান) এতরূপ! রাণী! এত নিখুঁত রূপ নিয়ে দুনিয়ায় আসা আপনার ভাল হয়নি।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[চিতোর সীমান্ত—শিবির]

আলাউদ্দীন ও আল্‌মাস।

আল্। (স্বগতঃ) বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে একা বেড়াচ্ছ—কেন না তুমি জান যে আমি তোমার শরীররক্ষী। আজ গভীর নিশীথে যখন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাবে তখন তোমাকে শরীররক্ষী কাজের হিসেব নিকেশ কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দেবো।

আলা। কেও—আল্‌মাস?

আল্। জাঁহাপনা! এ রাত্রে কি ফৌজকে আর অগ্রসর হ'তে বল্‌ব?

আলা। না, আজ রাত্রের মতন বিশ্রাম। গুজরাট যাব আর করতলগত করব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। এইমাত্র সংবাদ পেলুম, গুজরাটের রাজা মরেছে। এখন তার বিধবার হাতে রাজ্য। বিধবার রাজ্য দিনদুপুরে কেড়ে নেওয়াই কি ভাল নয়?

আল্। তা হ'লে গোলামের প্রতি জাঁহাপনার কি হুকুম?

আলা। তুমিও রাত্রের মত বিশ্রাম কর।

আল্। কিন্তু আমরা চিতোর থেকে অতি অল্পদূরে।

আলা। আলমাস্! আমি দেশজয় করতে চলেছি। আজ গুজরাটের পরিবর্ত্তে যদি চিতোর জয় করতে আসতুম, তাহ'লে বোধ হয়, এতক্ষণ চিতোরের আরও সন্নিকটে উপস্থিত হতুম—হয়ত এতক্ষণ আমাদের চিতোরের অঙ্গে মাথা রেখে নিদ্রা যেতে হ'ত। তখন বোধ হয়, চিতোরের সান্নিধ্যে অবস্থানে তোমার কোনও আপত্তি থাকত না?

আল্। তা এই কাজটাই আগে করুন না কেন জাঁহাপনা? কেননা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নীতি—

আলা। নীতি আমাকে শেখাতে হবে না। তুমি বলবে যে, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে, আগে নিকটবর্ত্তী রাজ্যকে বশীভূত ক'রে, তবে দূরস্থ রাজ্য সব বশে আনতে হয়।

আল্। আজ্ঞে, এই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম জাঁহাপনা!

আলা। বেশত একটু বিপরীত ক'রে দেখা যাক্ না।

আল্। আমি সংবাদ নিয়েছি, গুজরাট জয় ক'রে চিতোর উৎসবে মত্ত হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল, এই সুযোগে চিতোর আক্রমণ করি।

আলা। আমার মতন দিগ্বিজয়ী সুযোগে দেশ আক্রমণ করতে পছন্দ করে না। দুনিয়ায় অনেকে দেশ জয় করেছে, কিন্তু গ্রীক সম্রাট্ সেকেন্দরের মতন কে নাম কিনতে পেরেছে! তুমিও তাই জেনে রেখো। আমিও সেকেন্দর সানি। আমি দুর্য্যোগে চিতোর আক্রমণ করবো!

আল্। যো হুকুম। কিন্তু আপনি এ বনের ধারে একা বিচরণ করবেন না। এ শত্রুর দেশ!

আলা। কিছু ভয় নেই—দিবারাত্রি শত্রুর দেশে একা বাস করে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে!

আল্। কই জনাব! কবে আপনি শত্রু মধ্যে একা বাস করেছেন?

আলা। বাস করেছি কি, করছি—রোজ—দিবা ও রাত্রি।

আল্। (স্বগতঃ) কি সর্ব্বনাশ! একি মনের কথা জানতে পারে নাকি? এখানে কে আপনার শত্রু জাঁহাপনা?

আলা। কেন ভাই সে প্রশ্ন করছো? আমি ত কাউকেও প্রীতির চক্ষে দেখতে বিরত নই। সম্রাটের শত্রুর অভাব কি? জালালউদ্দীনের সর্ব্বপ্রধান শত্রু কে ছিল?—তার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন। সম্রাটের ঐশ্বর্য্য শত্রু, তার দেহ শত্রু—সবার চেয়ে তার মন শত্রু। তুমি যাও, কাল অনেক কাজ, আজ বিশ্রাম করগে।

[আল্‌মাসের প্রস্থান।

খোদা যে দেশকে মেরেছে, সে দেশ জয় করতে সুযোগ খুঁজতে হয় না। এমন কি অস্ত্রেরও প্রয়োগ করতে হয় না। এর এক প্রদেশকে মারতে, আর এক প্রদেশই অস্ত্র। যেখানে এক ভাইকে দিয়ে আর এক ভাইয়ের সর্ব্বনাশ করা অল্লায়াস-সাধ্য, সেখানে যুদ্ধের আয়োজন একটা বাহ্যাড়ম্বর মাত্র।

(মোজাফরের প্রবেশ)

মোজা। জনাব!

আলা। বল দেখি কুমারী বিয়ে করা ভাল, না বিধবা বিয়ে করা ভাল?

মোজা। সর্ব্বনাশ করলে! কি উত্তর করবো, ঠিক হবে কিনা—একটা বিপদ বাধিয়ে বসব।

আলা। শিগ্‌গির বল।

মোজা। আজ্ঞে—বিয়ে হ'লে ত আর কুমারী থাকে না—কিন্তু জনাব! বিয়ে হ'লে স্ত্রীলোকে সধবাও হয়, বিধবাও হয়।

আলা। লোকে সাধারণতঃ কি করে?

মোজা। আজ্ঞে লোকে মূর্খ—তারা সধবাই বিবাহ করে।

আলা। সুতরাং আমার বিধবা বিবাহ করা উচিত।

মোজা। আজ্ঞে জনাব! সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

আলা। বেশ, নাসিকায় তৈল প্রয়োগে, আজকের মতন নিদ্রা যাও।

[মোজাফরের প্রস্থান।

তিনটে লোককে আমি চিতোরে চর প্রেরণ করলুম, কই তারা এখনও ত ফিরল না! ধরা পড়ল নাকি ?

(২য় সৈনিকের প্রবেশ)

২য় সৈ। জনাব!

আলা। কি খবর ?

২য় সৈ। তিন জনের ভেতর একজন ফিরেছি—এক অপূর্ব্ব শুভ সংবাদ—দু'জনের অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে এই অমূল্য সংবাদ—

আলা। শিগ্‌গির বল।

২য় সৈ। ছদ্মবেশে চিতোরে প্রবেশ ক'রে, আমরা সেখানে এক বাগানে উপস্থিত হই।

আলা। তার পর ?

২য় সৈ। সেই বাগানের মধ্যে (পশ্চাৎ হইতে বাদলের প্রবেশ ও অস্ত্রাঘাত) বা—বা—বা (মৃত্যু)

(আল্‌মাসের পুনঃপ্রবেশ)

আল্। জনাব হুঁসিয়ার—সরে যান, সরে যান। (বাদলকে আক্রমণ ও উভয়ের পতন) জাঁহাপনা! বালক নয়—বিচ্ছু—আমি আহত হয়েছি। শুধু আহত নয়, আঘাত হৃদয়ে।

আলা। কি করলে ভাই! যে বালক শত্রুর গৃহে প্রবেশ ক'রে শত্রু হত্যা করতে সাহস করে, তার সঙ্গে এত অগ্রাহ্য করে লড়াই করে!

আল্। তা নয়, এ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমি সঙ্কল্প করেছিলুম, আজ রাত্রে আপনাকে হত্যা করবো। এখন বুঝলুম, খোদা যাকে রক্ষা করেন সেই বেঁচে থাকে, তিনি যাকে মারেন সেই মরে।

জাঁহাপনা, আমায় ক্ষমা করুন। এই ক্ষুদ্র বালক আমার মৃত্যু মূর্ত্তিতে এসে, আপনার দেহরক্ষীর কার্য্য করেছে। বালককে রক্ষা করুন। (মৃত্যু)

আলা। কে তুমি বালক?

বাদল। বলব না।

আলা। কোথায় তোমার ঘর?

বাদল। বলব না।

আলা। আমি তোমায় কাঁধে ক'রে রেখে আসব। বল—বল্‌লে না—বেশ, কোথায় আঘাত লেগেছে বল।

বাদল। বলব না।

আলা। কেন, তা বলতে দোষ কি? আমি নিজ হাতে তোমার শুশ্রূষা করি।

বাদল। ক'রে লাভ?

আলা। তুমি সুস্থ হবে।

বাদল। তারপর যখন জিজ্ঞাসা করবে—"কে তুমি?" তখন যে আমায় বলতে হবে!

আলা। নাই বা বল্‌লে।

বাদল। তা কি হয়—তোমার কাছে যে আমি ধর্ম্মে বাঁধা পড়বো।

আলা। আমি বুঝেছি, তুমি চিতোরী।

বাদল। না।

আলা। তাহ'লে বুঝলুম, তুমি আমাকে সব রকমে পরাস্ত করলে। সুনিপুণ চর নিযুক্ত ক'রেও আমি কিছু বুঝতে পারলুম না।

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। বালক!

আলা। কেও—নসীবন! তুমি এ বালককে চেন?

নসী। চিনি।

আলা । কে এ ?—উঠোনা বালক, উঠোনা ।

নসী । ভয় নেই ভাই ! আমাকে তোমার ভগিনী বলেই জান—যে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে, তুমি মন্ত্র গোপন করেছো, আমি কি বিশ্বাসঘাতিনী হয়ে সেই মন্ত্র প্রকাশ করবো ? কে এ, শোন জাঁহাপনা ! এই বালক পাপিষ্ঠ খিলিজী বংশের মহাপাপের শাস্তি-বিধাতা ।

আলা । বেশ, তুমিই একে কাঁধে ক'রে এর মায়ের কাছে নিয়ে যাও ।

নসী । আর তুমিও অমনি চর পাঠিয়ে, কোথা যাই সন্ধান নাও ।

আলা । প্রতিজ্ঞা করছি ।

নসী । বেইমান ! আবার আমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞার কথা ।

আলা । দোহাই নসীবন ! আঘাত সামান্য—এখনও শুশ্রূষা করলে বালক বাঁচে । বেশ, যদি আমাকে অবিশ্বাস কর, এই অস্ত্রে পদ ছিন্ন করে, আমাকে চলতে অপারগ করছি । (অস্ত্র উত্তোলন ও নসীবন কর্ত্তৃক ধারণ)

নসী । ক্ষান্ত হ'ন সম্রাট্ ! বালককে আমি নিয়ে যাচ্ছি, আপনি কেবল দয়া ক'রে এ স্থান ত্যাগ করুন ।

আলা । আর, এই নাও,—বালক যদি বাঁচে, তাহ'লে আমার পরাভবের চিহ্ন স্বরূপ তাকে আমার এই অসি উপহার দিয়ো ।

[প্রস্থান ।

নসী । বাদল—বাদল—ভাই !

বাদল । দিদি !

নসী । আমার কোলে ওঠ ।

বাদল । কথা প্রকাশ পায় নি ?

নসী । না ।

বাদল । পাবে না ?

নসী । না । (বাদলের হস্ত প্রসারণে নসীবনের গলবেষ্টন)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[অন্তঃপুরস্থ উদ্যান]

অজয়সিংহ ও অরুণসিংহ।

অজয়। কি লজ্জার কথা অরুণসিংহ! এতকাল ধ'রে আমরা মিছে মেবারীর গর্ব্ব করে এলুম; আর কাজ করলে কিনা সিংহলী!

অরুণ। তাইত পিতৃব্য! কি লজ্জার কথা! আর সেই সিংহলীকে কি না এতকাল সমস্ত মেবারী কাপুরুষ বলে ঘৃণা করে আসছে?

অজয়। অন্য কেউ নয়, স্বয়ং রাণা লক্ষ্মণসিংহ ও ভীমসিংহের মহিষী-দু-জনকে অপহরণ করতে, দুরাত্মা দস্যু সমস্ত জাগরিত প্রহরীর চক্ষের ওপরে চিতোরের পবিত্র বক্ষ পদদলিত করে গেল!

অরুণ। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন যাতে এরূপ ঘটনা না ঘটে তার উপায় করুন।

অজয়। আমাদের মত নিষ্ক্রিয় অলস হ'তে আর কি উপায় হ'তে পারে! আমরা শুধু জাতির গর্ব্ব জানি, জাতির কার্য্য জানি না।

অরুণ। এবার থেকে আসুন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কার্য্য করি।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। তাই কর বালক! নইলে রাণা-বংশধর বলে আর আপনাদের পরিচয় দিও না। তোমরা যখন সকলে আমোদে উন্মত্ত, তখন এক কিশোরবয়স্ক বালক, প্রহরীর কার্য্য ক'রে, চিতোরবাসীর মুখ মসী লিপ্ত করেছে! তোমরা না সবাই তাদের ঘৃণা করতে?

অরুণ। পিতা! তার জন্য যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি! এখন থেকে আমরা কি করবো আদেশ করুন!

লক্ষণ। যদি অপহৃত মর্য্যাদা আবার ফিরিয়ে আনতে চাও, তা হলে তোমরা সকলে আজ থেকে দীন প্রহরীর বেশে চিতোরের ফটক রক্ষা কর।

উভয়ে। যথা আজ্ঞা!

লক্ষণ। যাও, আর বিলম্ব কোরো না, মুহূর্ত্তমাত্র সময়ের জন্যও অসতর্ক থেকো না।

[অরুণ ও অজয়ের প্রস্থান।

কি করলি মা ভবানী! তোর পূজার প্রারম্ভেই এ বিভীষিকা দেখালি কেন? কুমারিকা থেকে হিমালয়, দ্বারকা থেকে চন্দ্রশেখর, ভারতের সর্ব্বস্থানে তোর বহিরঙ্গের ছায়া মহা বাহু বিস্তার করে সমস্ত দেশবাসীকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছে! স্বপ্নাবৃত শিশু যেমন মশকাদির পীড়নে হস্তপদাদির ক্ষীণ চাঞ্চল্য দেখিয়ে, আবার গভীরতম ঘুমে আচ্ছন্ন হয়, আমাদের হিন্দুর আজ সেই অবস্থা। সমস্ত উপায় থাকতে ব্যবহারের প্রয়োগ না জেনে আমরা ক্রিয়াহীন! তাই মা চৈতন্যময়ী! তোর কাছে চৈতন্য ভিক্ষার্থী হয়ে, দেশের লোকের ঘুম ভাঙ্গাতে বিরাট পূজার আয়োজন করেছিলাম। সমস্ত সরদারদের চিতোরে নিমন্ত্রণ করে আনিয়েছিলুম! সংকল্প ছিল, তোর অসুরনাশী মন্ত্রঝঙ্কারে সবাইকেই একসঙ্গে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করবো! কিন্তু প্রারম্ভেই একি বিঘ্ন! একি অপমান!

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। রাণা!

লক্ষণ। কেও—বাদল! ভাই সুস্থ হয়েছো?

বাদল। আমার কি হয়েছিল?

লক্ষ্মণ। চিতোরের সর্ব্বস্ব রক্ষা করতে তুমি যে পায়ে গভীর অস্ত্রের আঘাত পেয়েছিলে!

বাদল। তাতে অসুস্থ হতে যাব কেন রাণা? আমি যে পিতৃস্বসাকে বাঁচিয়েছি, মহারাণীকে বাঁচিয়েছি, চিতোরের গূঢ় রহস্য রক্ষা করেছি। আমি ত আঘাতের যন্ত্রণা কিছু পাইনি রাণা!

লক্ষ্মণ। বালক! তোমার ঋণ চিতোর জীবনে শুধতে পারবে না! তুমি এখন থেকে মেবারী সৈন্যের ক্ষুদ্র সেনাপতি।

বাদল। আমি আপনার কাছে এসেছি।

লক্ষ্মণ। কিছু কি প্রয়োজন আছে?

বাদল। আছে।

লক্ষ্মণ। কি প্রয়োজন বল। কিছু চাওত বল। তোমাকে আমার অদেয় কি আছে ভাই!

বাদল। একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

লক্ষ্মণ। বেশ, তাকে রাজসভায় অপেক্ষা করতে বল। আমি যাচ্চি।

বাদল। সেখানে তিনি যাবেন না।

লক্ষ্মণ। এটা যে অন্তঃপুরস্থ উদ্যান ভাই!

বাদল। তিনি স্ত্রীলোক।

লক্ষ্মণ। স্ত্রীলোক! আমার সঙ্গে দেখা করতে চান! বেশ, তুমি আমার কাছে নিয়ে এস।

বাদল। দ্বাররক্ষক আমায় আনতে দেবে কেন?

(মীরার প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। রাণী! দেখ দেখি কে একজন মহিলা, উদ্যানদ্বারে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করছেন! তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।

মীরা। তা এখানে কেন, তাঁকে একেবারে অন্তঃপুরেই নিয়ে যাই না। যা কিছু তাঁর বলবার থাকে, তিনি সেইখানেই আপনাকে বলবেন এখন।

বাদল। তিনি সেখানে যাবেন না।

মীরা। বেশ, তা হ'লে তাঁকে নিয়ে আসি।

[মীরার প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। অন্তঃপুরে যেতে অনিচ্ছুক কেন ?

বাদল। তিনি বলেন, রাণার অন্তঃপুর দেবতার ঘর। সেখানে আমার প্রবেশ নিষেধ।

লক্ষ্মণ। তিনি কি ?

বাদল। তিনিও দেবতা। তবে তিনি এ মন্দিরের নন। তিনি মুসলমানী।

লক্ষ্মণ। মুসলমানী ! আমার সঙ্গে দেখা করতে ! কোথা থেকে আসছেন জান কি ?

বাদল। জানি—দিল্লী থেকে।

লক্ষ্মণ। দিল্লী থেকে ! বালক-শীঘ্র যাও। তাঁকে এ উদ্যানে আনতে রাণীকে নিষেধ করে এসো। কুটবুদ্ধি দিল্লীর বাদশা চিতোরের সমস্ত গুপ্ত রহস্য জান্‌বার জন্য সেই স্ত্রীলোককে পাঠিয়েছে। শীঘ্র যাও, নিষেধ কর, নিশ্চয়ই সে দিল্লীশ্বর প্রেরিত চর।

(মীরা ও নসীবনের প্রবেশ)

নসী। কি করব জনাব ! যেখানে লোকসকল এত নিশ্চিন্ত, সেখানে চরের ব্যবসা আর চোরের ব্যবসাই সবার চেয়ে সুবিধার ব্যবসা !

মীরা। মহারাজ ! এই ইনিই সেদিন আমাদের অমর্য্যাদার হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

লক্ষ্মণ। আপনি ? সুন্দরী ! আপনা-হোতেই পবিত্র চিতোর-বংশ

কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে? আপনাকে কি বলে অভিবাদন করবো বুঝতে পাচ্চিনা যে!

নসী। প্রয়োজন নাই রাণা! আমি মুসলমানী। আমি আপনাদের কি করেছি জানি না, করেছে এই বালক—আর বালকের পিতামহ। আমি ভাগ্যক্রমে সেখানে সে সময় উপস্থিত হয়েছিলুম।

বাদল। না রাণা! উনি না থাক্‌লে আমরা রক্ষা করতে পারতুম না। উনি না থাক্‌লে আমিও আর চিতোরে ফিরতুম না।

মীরা। মহারাজ! ইনি কি করেছেন, নিজে না জান্‌লেও আমরা জেনেছি। এ জানা আমরা জীবনে কখন ভুলতে পার্‌ব না!

নসী। বেশ, তাই যদি আপনাদের বোধ হয়ে থাকে, তাহ'লে শুনুন রাণা, আমি নিঃস্বার্থ হোয়ে সে কার্য্য করিনি। নইলে চিতোরের মর্য্যাদা নাশে আমার কোন ইষ্টানিষ্ট ছিল না।

লক্ষ্মণ। কি স্বার্থ বলুন।

নসী। প্রতিশ্রুত হন, পূরণ করবেন।

লক্ষ্মণ। ক্ষমতায় থাকে—করবো।

নসী। আপনি হিন্দুস্থানের মধ্যে অসীম ক্ষমতাশালী। আপনি ইচ্ছা করলে বোধহয়—বোধহয় কেন,নিশ্চয় আমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারেন।

লক্ষ্মণ। সে কি সুন্দরী! দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীন যে আমা হ'তে শতগুণে ক্ষমতাশালী! তার ধন বলের, তার সৈন্য বলের তুলনায় আমি যে অতি ক্ষুদ্র!

নসী। তা হোলে আমি আসি—সেলাম। আমি ভুল বুঝে চিতোরে এসেছিলেম। যখন চিতোরের রাণাকে দেখিনি, তখন মনে করতুম, তাঁর শক্তির বুঝি তুলনা নাই। আপনি এত ক্ষুদ্র জান্‌লে কি এত ক্লেশ স্বীকার ক'রে অন্তঃপুরচারিণী আমি ঘর ছেড়ে এতদূর আসতুম? তাহ'লে আসি জনাব!

লক্ষ্মণ । সুন্দরী ! উন্মত্ততায় শক্তির প্রতিষ্ঠা হয় না । আমি শক্তির অভিমান রাখি সত্য, কিন্তু উন্মত্ত নই ।

নসী । কিন্তু জনাব ! আমি আমার পিতার কাছে শুনিছি, যে আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করে, কালে ক্ষুদ্র পিপীলিকাও তার চক্ষে বড় দেখায় । একটা বন্য শশককে দেখে ব্যাঘ্রজ্ঞানে ভয়ে মৃতপ্রায় হয় । আর নিজের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠাই যার সাধনা, সে ইচ্ছা করলে একদিন পৃথিবীকে পর্য্যন্ত অঙ্গুলি নিষ্পেষণ চূর্ণ করতে পারে । শোনেননি কি রাণা, এতটুকু মাসিডনের অধীশ্বর সেকেন্দার একদিন পৃথিবী গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিলেন ? কেবল ঈশ্বর তাঁকে ছুনিয়া গ্রাসের সময় দেননি । পৃথিবীর সঙ্গে তুলনায় মাসিডন এতটুকু স্থান । দিল্লী সাম্রাজ্যের তুলনায় চিতোর কি তত ক্ষুদ্র ?

লক্ষ্মণ । এ অসম্ভব অভিলাষ কেন সুন্দরী ? দিল্লীপতির ওপর তোমার ন্যায় পথচারিণী রমণীর এত আক্রোশ ! তাই এমন প্রতিহিংসা মনে পোষণ করেছ, যা উন্মত্ত স্বপ্নাবস্থাতেও মনে আন্‌তে ভয় করে !

নসী । অবশ্য আক্রোশের কারণ না থাকলে চিতোরপতিকে এত চিন্তিত করবো কেন ? জনাব ! চিন্তার প্রয়োজন নেই আমি চল্লুম ।

লক্ষ্মণ । বাদশার মৃত দেহ যদি পেতে ইচ্ছা কর—

নসী । না রাণা ! আমি তা পেতে ইচ্ছা করি না । সে ইচ্ছা পূরণের জন্য আমার চিতোরপতির কাছে আসবার প্রয়োজন ছিল না । ইচ্ছা করলে সে কার্য্য আমি নিজে করতে পারতুম । আমার পিতার কাছে শুনেছি, আপনাদের কে এক রাজা পরীক্ষিৎ একটা পুষ্প-কীটের দংশনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন । আমি সেই কীটের গর্ব্বে নিজেকে গর্ব্বিণী দেখতে চাই না । আমি তুচ্ছ পথচারিণী রমণী বটে, কিন্তু আমাতেও বীরত্বের অভিমান আছে । হাঁ ভাই ! তুমি সাক্ষী । আমি সেদিন ইচ্ছা করলে কি নিরস্ত্র সম্রাটের প্রাণ নিতে পারতুম না ?

বাদল। খুব পারতে।

নসী। সুতরাং এমন সহজ কার্য্যের জন্য আমি আপনাকে নিবেদন করতে আসিনি। সম্রাটের মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে, আরও সহজে তার মৃত দেহের অধিকারী হওয়া যায়। আমি মৃত-দেহ ভিক্ষা করতে রাণার কাছে আসিনি। আমি এসেছিলাম তাঁর সুস্থ ও সবল দেহ প্রার্থনার জন্য। তা যখন পেলুম না, তখন আমি চল্লুম। জনাব! এ অপরিচিতার ধৃষ্টতা মাপ করবেন। সেলাম জনাব! সেলাম রাণী! সেলাম ভাই সাহেব।

মীরা। সুন্দরী! আর একটু অপেক্ষা কর। মহারাজ! এ অপরিচিতার প্রার্থনা পূরণ কি একেবারে অসম্ভব?

লক্ষ্মণ। এ সংসারে মানুষের পক্ষে অসম্ভব কি আছে রাণী! অসম্ভব নয়, তবে কষ্ট-সম্ভব।

বাদল। যদি সে দিন মহারাণীই চুরি হয়ে যেত, তাহ'লে কি করতেন রাণা?

লক্ষ্মণ। বেশ সুন্দরী, আপনি ক্ষণেকের জন্য অপেক্ষা করুন। আমি একবার খুল্লতাতের সঙ্গে পরামর্শ করবো। তারপর আপনাকে উত্তর দেবো। রাণী। ততক্ষণ এঁকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে এঁর যথাযোগ্য সৎকার কর।

নসী। কতক্ষণ অপেক্ষা করবো মহারাজ?

লক্ষ্মণ। সুন্দরী! সহসা কোন কার্য্য করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ যে প্রার্থনা নিয়ে অপরিচিতা তুমি মেবার রাজগৃহে অতিথি হয়েছো, তার পূরণের আয়োজনেই সমস্ত মেবার যেন বিষম ভূমিকম্পে আন্দোলিত হয়ে উঠবে। এই এক অতিথি সৎকার করতে মেবারের অনেক প্রিয় সন্তানকে মৃত্যুর দ্বারে অতিথি হতে হবে। অনেক প্রস্ফুটোন্মুখ মেবার-কুসুম নিয়তির কঠোর কর-নিষ্পেষিত

ছিন্ন-দল হয়ে ভূতলে বিক্ষিপ্ত হবে! অনুগ্রহ করে চিন্তার কিছু সময় দাও সুন্দরী।

নসী। যো হুকুম খোদাবন্দ্।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[চিতোর—পার্ব্বত্য পথ]

গোরা।

গোরা। বেটারা চিতোরে আর আমাকে থাকতে দিলে না। আর বেটাদেরই বা অপরাধ কি! নিজেই নিজের কাল ক'রে বসেছি। চর দুবেটার মুণ্ড যদি ভবানীমন্দিরে উপস্থিত করে মায়ের পায়ে অঞ্জলি না দিতুম, যদি পাহাড়ের গর্ত্তে পুঁতে রেখে দিতুম, তাহলে আর দুর্দ্দশা হতো না! একটু 'আমি' ভাব প্রাণের ভিতর ঢুকেই যে সব মাটি করে দিলে! লোকে আমার বীরত্বটা টের পেলে, আর অমনি ছেঁকা-নেকা করে ধরলে! এখন আর শালাদের জন্যে পথ চলবার যো নেই, স্ফূর্ত্তি করে এক জায়গায় বসে মায়ের নাম করবার যো নেই, অমনি সুমুখে থেকে দাদা, পেছন থেকে মামা, ডাইনে খুড়ো, বাঁয়ে পিসে! আরে রাম! রাম!— এত সম্পর্কও আমার কম্বল চাপা ছিল! বেটারা কি রাজভক্ত জাত! রাণীকে রক্ষা করেছি বলে আমাকে কিনা একেবারে দেবতা করে তুললে! তা না হোক, এখন এ সম্পর্কের হাত থেকে এড়াই কি করে! তখন সব বেটারা আমাকে দেখে, ঘৃণা করতো, দেখলে পাশ কাটিয়ে চলে যেতো, ডাকলে সাড়া দিত না, আমি একা বসে মজা করতুম। এ যে ছাই বিষম জ্বালা হলো, তিন দিনের ভিতর একলা হতে পারলুম না! যাক বাবা! আজকে আর কোন

বেটাকে কাছে ঘেঁস্‌তে দিচ্চিনে, অন্ধকারে মাথা গুঁজে বাগানের ভেতর এসে পড়েছি, কেউ আমাকে ঠাওর করতে পারেনি! এখন পা টিপে টিপে ঝোপটার ভেতর বসতে পারলে হয়! [উপবেশন।

গীত

কেরে নিবিড় নীল কাদম্বিনী সুর সমাজে,
রক্তোৎপল চরণ যুগল হর উরষে বিরাজে॥
ত্রিবলী সুভগত ভুজঙ্গ কুচকুম্ভ তার যিনি মাতঙ্গ,
নয়নাপাঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ হেরি কুরঙ্গ লাজে॥
জগজ্জীবন জীবনে মান্য ভবে সে জীবন ধন্য
ধন্য দীন হীন, যদি রূপ লাবণ্য হেরয়ে হৃদয় মাঝে॥

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

১ম নাগ। য়্যাঁ পা টিপে—পা টিপে! আমরা বেচে থাকতে দাদার পা টেপ্‌বার লোকের অভাব!

গোরা। এসেছো।

১ম নাগ। আসবো না! আমরা দাস রয়েছি, তোমার কাছে আসবো না?

২য় নাগ। তুমি আমাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যাগ, যজ্ঞ! তোমার কাছে আসবো না?

১ম নাগ। নে নে দেরী করিস্‌নি। দাদার পায়ে বড় ব্যথা!

২য় নাগ। কি দাদা! পা বার করে দাও। আমরা সবাই মিলে তোমার পদসেবা করি।

গোরা। তা তো দেবো। কিন্তু দাদা, পা দুখানা খুঁজে পাচ্চি না যে! ভাই সব! আজ আর তোমাদের কষ্ট করতে হবে না, তোমরা আজ সব ঘরে ফিরে যাও।

১ম নাগ। তাও কি কখন হয়! তোমার পায়ের ব্যথার কথা শুনে আমরা ঘরে ফিরে যাব? নে নে, হতভাগারা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস্ কি? দাদার পা ধর্।

গোরা। তার চেয়ে এক কাজ কর না দাদা! পা দুটো কোমর থেকে খিল খুলে নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে টেপোনা কেন? তার পর টেপা-টিপি সেরে, মেরামত করে, আবার খিল এঁটে পরিয়ে দিয়ে যেও!

সকলে। রহস্য—রহস্য! (পদসেবা)

গোরা। উঃ—

১ম নাগ। সে কি দাদা! উঃ করলে যে?

গোরা। অতি আরামে করে ফেলেছি দাদা!—বাপ্!

২য় নাগ। সে কি দাদা! বাপ্ করলে যে!

গোরা। বাল্যেই বাপ্‌হারা হয়েছি কি না, ছেলের এত সুখ তিনি তো দেখ্‌তে পেলেন না, তাই তাঁকে স্মরণ করছি!

১ম নাগ। আহা! দাদার কথা কি মিষ্ট!

গোরা। মিছে কথা দাদা! তোমার টিপের কাছে কিছু নয়! একটি একটি টিপ্ দিচ্চ, যেন একটি একটি ইক্ষুদণ্ড আমার প্রাণের ভেতর পরিচালন কচ্চ। প্রাণ দন্ত দ্বারা যতই দণ্ডটা চিবুচ্চে, ততই আমার চক্ষু দিয়ে রসক্ষরণ হচ্চে! দাদা বুঝি আজ নাত বউয়ের চিবুক ধারণ করেছিলে?

১ম নাগ। দাদা আমার অন্তর্যামী।

গোরা। আর সেই হাত না ধুয়েই বুঝি আমার পায়ে হাত দিয়ে ফেলেছ।

১ম নাগ। দাদা! আর আমাকে লজ্জা দিও না!

গোরা। আচ্ছা দাদা তুমি নাত বউয়ের কাছে থেকে একটু জল নিয়ে এসো। আর তুমি দাদা একটি পান।

১ম ও ২য় নাগ। আচ্ছা দাদা !

৩য় নাগ। আর আমি ?

গোরা। তুমি ওদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে কেবল তাড়া লাগাও।

৩য় নাগ। বেশ বলেছ দাদা, বেশ বলেছ ! নে চল্ চল, জল্ দি চল্।

[নাগরিকগণের প্রস্থান।

গোরা। যা বেটারা, আমিও এদিক থেকে লম্বা দিই ! প্রাণটা গিয়েছিল আর কি ! জগতে শত্রু বেশী অত্যাচারী, না মিত্র বেশী অত্যাচারী ? আদরের পীড়নে কি না শরীরটা একেবারে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল ! যাক্ পালিয়ে বাঁচি।

(ভীমসিংহ ও লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

ভীম। মাতুল !

গোরা। যা বাবা ! পালানো হয়ে গেল ! এরা আর আমাকে বাঁচতে দিলে না !

ভীম। মাতুল !

গোরা। কি রাণা !

ভীম। আপনার ঋণ পরিশোধ হবার নয়।

গোরা। আজ্ঞে, সেটা বেশ বুঝতে পাচ্ছি, অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়, দীর্ঘনিশ্বাসে, দমবন্দে—সব রকমে বুঝেছি, এ ঋণ শোধ হ'বার নয়।

ভীম। তথাপি আমি আপনার কাছে আরও ঋণ-গ্রহণের অভিলাষ করি।

গোরা। যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, শোধবার নামও আর মুখে আন্‌বেন না, তা'হলে গ্রহণ করুন, নতুবা আমাকে ছেড়ে দিন, আমি চিতোর ছেড়ে পালাই !

লক্ষ্মণ। কেন, কেউ কি আপনার ওপর অত্যাচার করেছে ?

গোরা। অত্যাচার ! রাম ! রাম ! কোন্ পাপিষ্ঠ এমন কথা বল্‌তে পারে ! ঋণ শোধ। এই দেখ না রাণা ! হাতে দিয়ে পরিশোধের সুবিধা পায়নি ব'লে, শরীরের কত প্রদেশে দিয়ে দিয়েছে !

লক্ষ্মণ। তাইত ! শরীর যে একেবারে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে !

ভীম। সত্য !

লক্ষ্মণ। কোন্ নরাধম আপনার ওপর এ অত্যাচার করলে ?

গোরা। রাম ! রাম ! অত্যাচার কেন- -আদর।

লক্ষ্মণ। আদর !

ভীম। বুঝতে পেরেছি। লোকে মাতুলের সেবায় কিছু আগ্রহ দেখিয়েছে।

গোরা। বাপ্ ! সে কি আগ্রহ ! সে যেন ব্যাঘ্র-জ ! এইখানে প্রিয়সম্ভাষণ—এইখানে আলেখ্যদর্শন, এইখানে সীমন্তোন্নয়ন !

লক্ষ্মণ। বটে ! এত আগ্রহ !

গোরা। রসো রাণা, রসো ! আগ্রহের এখনও দেখেছো কি ! এইখানে দ্বিরাগমন। (শরীরের বিভিন্ন স্থান প্রদর্শন।)

লক্ষ্মণ। আর এখানে ? (চিবুক দেখাইয়া।)

গোরা। এখানে ! রাণা ! তুমি যখন জিজ্ঞাসা করছো, তখন সলজ্জভাবেই বলি, এখানে এক বৃদ্ধা নবোঢ়ার প্রীতির প্রথম চুম্বন ! আর কোনটাতে আমার তত অনিষ্ট হয়নি, কিন্তু এইটেতেই আমাকে মেরেছে !

ভীম। বুঝেছি,আপনাকে সকলে কিছু প্রীতির আধিক্য দেখিয়েছে !

গোরা। আজ্ঞে, আর তার জন্য আমার কিঞ্চিৎ জ্বরতাপ হয়েছে।

ভীম। এখন আপনাকে কি নিবেদন করি শুনুন। আমরা ইচ্ছা করেছি, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবো।

গোরা। তার আর নিবেদন কি? আমি যাত্রা ক'রে বসে আছি, কোন দিকে যেতে হ'বে বলুন, আমি উর্দ্ধশ্বাসে রওনা হই।

ভীম। আপনাকে কোথাও যেতে হবে না! আপনি আমাদের অনবকাশকাল পর্য্যন্ত চিতোর রক্ষার ভার গ্রহণ করুন।

গোরা। আমাকে কেন—আমাকে কেন—বড় বড় সরদার আছেন; তাঁরা থাকতে আমাকে ভার দেওয়া কি ভাল দেখায়?

ভীম। চিতোরের সরদার আনন্দের সহিত আমার মতের অনুমোদন করেছেন।

গোরা। তাহ'লে রাজার আদেশ কেমন ক'রে লঙ্ঘন করবো!

লক্ষ্মণ। আপনি অগ্রসর হ'ন, আমরা গিয়ে আপনার হাতে দুর্গের চাবি প্রদান করবো, ও আপনার ওপর শাসন-ক্ষমতা দিয়ে যাব।

[গোরার প্রস্থান।

ভীম। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দান, চিতোরপতির বংশগত ধর্ম্ম। তার উপর সে রমণীর কাছে আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। যতই অসম্ভব হোক, তার প্রার্থনা পূরণের চেষ্টা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়! তাহ'লে আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নেই, এস আমরা সকলে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হই।

লক্ষ্মণ। পিতৃব্য! আজ আমি যথার্থই সুখী। খুড়িমার সঙ্গে চিতোরে বিপদকে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলুম, কিন্তু তখন এটা মনে করিনি, নিষ্ক্রিয় অলসভাবে চিতোরে বসে বিপদের আগমন প্রতীক্ষা করবো। তখন ভেবেছিলুম, বিপদকে যদি আসতেই হয়, তাহলে চিতোরের বাইরে ভারত-প্রসারী প্রান্তরে তাকে প্রত্যুদ্গমন করবো। আপনার কৃপায় আমার আজ সে শুভদিন উপস্থিত।

ভীম। তাহ'লে আমরা যে অবকাশ পেয়েছি, তা ছাড়ি কেন?

আলাউদ্দিন গুজরাট জয় করতে গেছে, এস আমরা তার দিল্লী ফেরবার পথ অবরোধ করি।

(নগরপালের প্রবেশ)

নগরপাল। মহারাজ! ভৃত্যকে তলব করেছেন কেন?

লক্ষ্মণ। সমস্ত চিতোরে ঘোষণা প্রচার কর, পরশ্ব সন্ধ্যায় যেন সমস্ত চিতোরীবীর ভবানী-মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। যে না আসবে, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

নগরপাল। যথা আজ্ঞা। (প্রস্থান)

[লক্ষ্মণ ও ভীমের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

[চিতোর—তোরণ সম্মুখ]

অরুণসিংহ ও সহদেব।

সহ। নগরপাল কি ঘোষণা করে গেল যুবরাজ?

অরুণ। বলে গেল, যে যেখানে মেবারী সরদার আছে, সবাইকে আজ সন্ধ্যায় অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে ভবানী-মন্দিরে উপস্থিত হ'তে হবে।

সহ। যদি যেতে একটু বিলম্ব হয়?

অরুণ। রাজাদেশ,—তখনি তার প্রাণদণ্ড হবে।

সহ। আপনার যদি যেতে বিলম্ব হয়?

অরুণ। রাজার আইন কি তাঁর প্রজার পক্ষে এক, আর তাঁর পুত্রের পক্ষে আর! আমি যদি সে সময়ে উপস্থিত হ'তে না পারি, তা'লে আমারও প্রাণদণ্ড হবে। দেখতে পেলে না, সেই জন্যই আমি আজ প্রহরীর কার্য্য থেকে রেহাই পেলুম।

সহ। তাহ'লে, যা মনে করে এলুম তা আর করা হলো না।

অরুণ। কি মনে করে এসেছিলে?

সহ। মনে করে এসেছিলুম, অনেক দিন শিকারে যাইনি, আজ দুটো একটা বরা শিকার করে আনবো। কিন্তু ইস্তাহার শুনে আর কেমন করে যেতে সাহস হয়! যদি পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটে, সময়ে না এসে পৌঁছুতে পারি, তাহ'লে বিঘোরে প্রাণটা দেবো?

অরুণ। না ভাই, আজ আর হয় না।

সহ। তা হলে চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে আর লাভ কি? এই বেলা হাতিয়ারগুলো সব ঠিক্ করে রাখি।

অরুণ। এই সবে প্রভাত! এরি মধ্যে এত তাড়া কেন?

সহ। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আর লাভ কি?

অরুণ। এই ক'দিন ফটকের কাছে দাঁড়িয়েদাঁড়িয়ে, এ জায়গাটার ওপর কিছু মমতা হ'য়ে গেছে। তুমি একটু এগোও, আমি পরে যাচ্চি।

সহ। বেশ, তাহ'লে আমি চল্লুম, কিন্তু সময় আছে মনে করে আপনি যেন নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌বেন না! সময় থাকতে কাজ সেরে নিতে পারলে নিশ্চিন্ত।

অরুণ। আমি একটু পরে যাচ্চি।

সহ। এখানে অপেক্ষা করবার এত আগ্রহ কেন? এখানে রাণা-উৎকে আকর্ষণ করে রাখবার কি আছে? যুবরাজ! দেখছি অপনি আমার কাছে মনের কথা গোপন করছেন।

অরুণ। সত্য কথা বলতে গেলে কতকটা করেছি! ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে লাভ কি? লাভ কি তাতো আমিও বুঝতে পারি না, কিন্তু তবু দাঁড়িয়ে আছি। নিজেকে জিজ্ঞাসা করে দেখলুম, উত্তর পেলুম না।

সহ। ব্যাপার কি আমাকে খুলে বলুন দেখি।

অরুণ। ক'দিন ধরে ফটকে পাহারা দিতে দিতে দেখি, প্রতি

প্রভাতে একটি বুনোদের মেয়ে এই রাস্তা দিয়ে একটা কলসী মাথায় ক'রে কোথায় যায়। যে ক'দিন পাহারা দিচ্চি, তার একটি দিনের জন্যও তাকে কামাই করতে দেখিনি! আজও সে যায় কি না তাই দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

সহ। কখন যায়?

অরুণ। সময় হয়ে এলো বলে।

সহ। ঠিক্ সময়ে আসে?

অরুণ। যেমন চতুর্থ প্রহরের ঘড়ি বাজে, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতী নহবৎ বেজে ওঠে, অমনি ঐ হরিদ্বর্ণ মাঠের আড়াল থেকে পশ্চাতের আকাশে একরাশ সিঁদুর মাখিয়ে, প্রভাত অরুণের মত বালিকা জেগে ওঠে। সমস্ত পাখীর গান মাথার কলসীটীকে পূরে, সমস্ত প্রান্তরে ছড়াবার জন্য যেন হরিৎসাগরে ভেসে ওঠে! দেখতে দেখতে আপনার সমস্ত বর্ণ-সম্পত্তি আর স্বর সম্পত্তি নিয়ে আবার পশ্চিম প্রান্তরে ডুবে যায়।

সহ। তার পর?

অরুণ। ঐ পর্য্যন্ত। ওর আর পর নেই।

সহ। আর ফেরে না?

অরুণ। ফিরতে তো একদিনও দেখিনি!

সহ। আপনি কি কখন কথা কয়েছিলেন?

অরুণ। কেমন ক'রে কব! ফটক আগলে দাঁড়িয়ে থাকি, ছেড়ে যেতে তো অধিকার নেই! আজ ফাঁক পেয়েছি—পথ আগলে দাঁড়িয়েছি, দেখা পাইতো কথা কব।

সহ। বুনোর মেয়ে, তার সঙ্গে কথা কয়ে লাভ কি?

অরুণ। এই যে বল্লুম,—লাভ অলাভ কিছুই জানিনি। তবু চলে যেতে পাচ্চি না।

সহ। দেখতে কেমন ?

অরুণ। বুনোর মেয়ে আবার দেখ্‌তে কেমন হয় ? এলেই দেখতে পাবে।

(নেপথ্যে ঘণ্টা ও নহবৎ)

অরুণ। এই আশ্চর্য্য দেখ, এখনি দেখতে পাবে !

সহ। দেখতে পাব কি, দেখতে পাচ্চি ! একি বুনোর মেয়ে ! ছি যুবরাজ ! আপনি আমার সঙ্গে রহস্য করেন ! এ যে পূর্ব্বদিগ্‌-বধূ চিত্রলেখা ঊষার অঙ্গে রঙ মাখিয়ে, আবার সন্ধ্যার অঙ্গ রঞ্জিত করবার জন্য রঙ্গের কলসী মাথায় করে চলেছে।

অরুণ। এখন বল দেখি ভাই ! এখানে দাঁড়িয়ে লাভ আছে কি না ?

সহ। শুধু দেখাই লাভ। মনে রাখ্‌বেন—আপনি রাণা-বংশধর।

অরুণ। তুমি একটু আড়ালে যাও, আমি ওর সঙ্গে দুটো কথা কব।

সহ। আর কথা কবার প্রয়োজন কি ? চলুন সহরে যাই।

অরুণ। ভয় নেই ভাই ! আমিও জানি আমি রাণা-বংশধর।

সহ। সেইটে মনে রাখলেই হলো।

[প্রস্থান।

অরুণ। তাইতো কথা ফুটছে না যে ! কি বলবো ! কি ব'লে সম্বোধন করবো ? ভয় নেই বললুম, কিন্তু এ যে দেখ্‌ছি ভয়েও এত বুক কাঁপে না ! কাজ নেই, আমি কি করছি বুঝ্‌তে পারছি না। বন্ধু আমাকে নিষেধ করলে, আমার প্রাণ আমাকে নিষেধ করছে, তবুতো মন মানছে না ! এ কি হলো ! সে কি ! আমি রাণা-বংশধর ! ভবিষ্যতে অগণ্য নর নারীর সুখ দুঃখের ভার আমার হাতে, আমার এরূপ দুর্ব্বলতা ত মঙ্গলের নয় !

[গমনোদ্যত।

(রুক্মা ও রমণীগণের প্রবেশ)

বন্য রমণীগণের গীত।

পথে এসে পথের শেষে ফিরতে হ'লরে।
পথ জুড়ে ঐ প্রাণ বঁধুয়া রয়েছে বসে ॥
(পরাণ চোর রয়েছে বসে।)
চোখ ফেরালে চোখে পড়ি, মুখ ফেরালে মুখ—
হাত পা অবশ হয়ে এল, ছাপিয়ে ওঠে বুক,
হৃদয় বিঁধে নয়ন-বাণে পরাণ চুরি করেছে।
(ও তোর) পরাণ চুরি করেছে।
জল আনা তোর হবে মিছে, আকুল পিয়াস ছুটছে পিছে,
(তার) পাগল-করা প্রেমের ধারা গাগ্‌রী ভরে নে।
ও তোর গাগ্‌রী ভরে নে, ও তোর গাগ্‌রী ভ'রে নে ॥

[প্রস্থান।

রুক্মা। কি গো চললে যে !

অরুণ। য়ঁ্যা—

রুক্মা। য়ঁ্যা—বলি দাঁড়িয়েই বা ছিলে কেন, চলেই বা যাচ্চ কেন ?

অরুণ। তুমি কি আমায় চেন ?

রুক্মা। চিনি।

অরুণ। কে আমি বল দেখি ?

রুক্মা। পাহারাওয়ালা—আবার কে ! রোজ তুমি তো ফটকে বল্লম হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে থাক।

অরুণ। তাহ'লে তুমি ঠিক্ চিনেছ। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকি কেন জান ?

রুক্মা। পাহারা দেবার জন্য।

অরুণ। না। তোমাকে দেখ্‌বার জন্য।

রুক্মা। ছি ! ও কথা কয়োনা ! রাণার মাইনে খাও, তুমি ফটকে

দাঁড়িয়ে থাক আমাকে দেখবার জন্য! আমাকে যদি দেখ তো পাহারা দাও কখন?

অরুণ। পাহারাও দি, আবার তোমাকে দেখি।

রুক্মা। তা'হলে পাহারাও দেওয়া হয় না, আমাকেও দেখা হয় না।

অরুণ। তুমি ঠিক বলেছ! দুকাজ এক সঙ্গে হয় না বলে, আমি পাহারার কাজ ছেড়ে দিয়েছি। এবার থেকে শুধু তোমাকেই দেখবো।

রুক্মা। আমাকে কতক্ষণ দেখবে, কতক্ষণের জন্যই বা আমি এখানে থাকি।

অরুণ। আজ একটু না হয় বেশিক্ষণের জন্য থাক না।

রুক্মা। না গো! তাকি পারি। একটু দেরি হলে বরা এসে সব ভুট্টাগাছ খেয়ে দিয়ে যাবে!

অরুণ। বেশ, চল কিছুদূর তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাই।

রুক্মা। তোমায় দেখে আমার দুঃখ হয়। রাজার কি আর সেপাই নেই, তাই তোমাকে দিয়ে কটক পাহারা দেওয়ায়?

অরুণ। কি করবো—গরীব!

রুক্মা। সহর পাহারা দিচ্ছ—শত্রু যদি আসে, সেত আর গরীব বললে শুনবে না! তুমি বল্লম ধরতে জান না।

অরুণ। তুমি জান?

রুক্মা। আমার না জানলে কি চলে! দিবারাত্রি বাঘ বরার মধ্যে বাস করি।

অরুণ। বেশ, আমাকে একটু শিখিয়ে দাও।

রুক্মা। বেশ চল। তুমি বল্লম ধরতে শিখলে বল্লমধারীর শ্রেষ্ঠ হবে। তোমার সুন্দর হাত! সুন্দর চক্ষু! তুমি যদি দৃষ্টি স্থির করতে পার, তাহ'লে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিকারী হও। [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

[চিতোর— রাজ-অন্তঃপুর]

নসীবন।

নসী। কি করলুম! নিজের একটা প্রতিহিংসা নিতে, একটা বিরাট জাতির ধ্বংস করতে উদ্যত হলুম! দুনিয়ায় এসে একটা প্রকাণ্ড অপকার্য্যের সূচনা করে দিলুম! উন্মত্তের ন্যায় চিতোরীরা যুদ্ধসজ্জা করছে, উন্মত্তের ন্যায় রাণা নানাস্থানে ছুটোছুটি ক'রে, উত্তেজনার আহ্বানে, মেওয়ারের সমস্ত শক্তিমান পুরুষকে সংসার থেকে—স্ত্রী পুত্র পিতা মাতার আদর থেকে ছিন্ন করে আনছেন। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে শয্যোত্থিত শিশুর ন্যায় সমস্ত চিতোরবাসী উল্লাসে মগ্ন! এ কিসের উল্লাস? মৃত্যুর গৃহে যেন বিরাট ভোজের আয়োজন! গৃহস্বামী মৃত্যুকর্ত্তৃক যেন সমস্ত মেবারীর নিমন্ত্রণ। সবাই যেন সেই আত্মীয়ের গৃহে সমবেত হয়ে বাহুপাশে চিরজীবনের জন্য পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে চলেছে! কি করলুম! স্বামীর অপমানে মর্ম্মটা যখন শত খণ্ডে ছিন্ন হোয়ে গিয়েছিল, তখনই আমার মৃত্যু হলোনা কেন? বেঁচেই যদি রইলুম, তখন একটা অন্ধকারময় বিজনস্থানে মুখ ঢেকে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে, একাগ্রমনে মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষা করলুম না কেন? দিল্লী থেকে এতটা পথ চলে এলুম—এসে নিয়তিরূপিনী হোয়ে, এক শান্তিময় জনপদের সমস্ত অধিবাসীকে মৃত্যুর রাজ্যে আবাহন করলুম।

গীত

আমারি কঠোর প্রাণ আমারে দলিতে চায়।
আমারি রচিত ছবি ছলে মোরে ছলনায়॥
আমারি রোপিত লতা ধরেছে কণ্টক-ফুল।
আমারি আনিত নদী উথলিয়া উঠে কূল॥

ছুটেছে আকুল মোর হৃদয়ের তুলনায়।
আমারি তরণী লয়ে, চলেছি অকূলে ব'য়ে,
আমারে ধরিতে গিয়ে ভাসা'য়েছি আপনায়।
আমারি আশার ডোরে বেঁধেছি আমার পায়॥

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। রাণী!

নসী। তিনি এখানে নেই রাণা!

লক্ষ্মণ। কেও—আপনি! আপনি নির্জ্জনে দাঁড়িয়ে কি করছেন? একি! আপনার চক্ষে জল! বুঝেছি সুন্দরী! দরিদ্রা বুঝে শক্তিমান সম্রাট আপনার ওপর এত অত্যাচার করেছে যে, তার যাতনায় কুলকামিনা আপনি দিল্লী ছেড়ে, কোথায় কতদূরে—যেন নিজের অজ্ঞাতসারে এসে পড়েছেন! এসে মনে সুখ পাচ্ছেন না। এ অপরিচিত দেশ, এখানে আত্মীয়, বন্ধু, সান্ত্বনাদাতার অভাব। কি করবো— রাণীকে আপনার পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত করেছিলুম, কিন্তু সকলেই এই যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত। আজই আমরা সকলে রওনা হব। তখন পুরবাসিনীরা সকলেই আপনার সঙ্গে দেখা শোনা করবার অবকাশ পাবে।

নসী। জনাব! আত্মীয় স্বজন কে কি ছিল জানি না। এক পিতাকে দেখেছিলুম, পিতাকে চিনতুম, অন্ততঃ চেনবার অভিমান রাখতুম। কিন্তু এখন দেখছি ভুল ক'রেছিলুম। আমার পিতা কোথায়, কে তিনি —এত দিন পরে জানতে পেরেছি। পিতা আমার চিতোরে—পিতা আমার লক্ষ্মণসিংহ। আমি মমতায় অভাব অনুভব ক'রে রোদন করছি না! মমতা! যুদ্ধব্যবসায়ী কঠোর রাজপুত এতো মমতা হৃদয়ে লুকিয়ে রাখে—তাতো জানতুম না! রোদন করছি কেন শুনুন রাণা! এক তীব্র জ্বালার সাহায্যে ক্ষীণ জ্বালা নিবারণ করিতে গিয়ে, প্রাণে

আমার মৃত্যু যাতনা! রাণা! একটা অপরিচিতা প্রতিহিংসা-পরায়ণা হীন রমণীর জন্য, এত বীরের অমূল্য প্রাণে মমতাহীন হবেন না! আপনি রণে ক্ষান্ত দিন।

লক্ষ্মণ। আর যে তা হয় না মা!

নসী। জনাব! উন্মত্তের মত সমস্ত পুরবাসী যুদ্ধ করতে ছুটেছে, এ আমি সহ্য করতে পারছি না!

লক্ষ্মণ। অনুরোধ করবার আগে একবার ভাবনি কেন? এখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আমরা সকলে চলেছি, তাই আমাদের বিপদ ভেবে তুমি চক্ষুজল ফেলছো! যে দিন ক্ষত্রিয় গৃহে জন্মেছি, সেই দিন থেকেই বিপদের উপাধান মাথায় দিয়ে, মা জন্মভূমির কোলে শয়ন করছি। যে দিন ক্ষত্রিয় অত্যাচারীর দমনে অগ্রসর হতে বিরত হবে, যে কোন কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হবে, সেই দিনই জানবে ধরণী স্বর্গীয়-কুসুম-সৌরভ-শূন্যা হয়েছেন। আমরা অনেক দূর চলে গেছি, আর ফেরবার কথা মুখে এনো না!—(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)—আর আমি থাকতে পারলুম না। তৃতীয় প্রহর হোয়ে গেল, সন্ধ্যায় সকলকেই ভবানী-মন্দিরে সমবেত হতে হবে। সন্ধ্যার পর রণক্ষম কোন রাজপুতকেই আর কেহ গৃহে দেখতে পাবে না।

(অজয়সিংহের প্রবেশ)

অজয়। মহারাজ! অরুজিকে কি কোন কার্য্য সাধনের জন্য প্রেরণ করেছেন?

লক্ষ্মণ। কই, না ভাই—কোথাও তো তাকে পাঠাই নি।

অজয়। তাহলে সে গেল কোথা?

লক্ষ্মণ। তা আমি কেমন করে জানবো!

(মীরার প্রবেশ)

র। অরু কোথা?

মীরা। আমিও তো তাই আপনার কাছে জানতে এসেছি।

(বাদলের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। কোন সন্ধান পেলে ?

বাদল। না পেলুম না! তবে তার একজন সঙ্গীর মুখে শুনলুম, রাণাউৎ কে একটা বুনোর মেয়ের সঙ্গে মুণ্ডি পাহাড়ের দিকে চলে গেছে।

লক্ষ্মণ। সে যেখানে ইচ্ছা যাক্। তোমরা ভাই সকলে প্রস্তুত হ'য়ে থাক। তৃতীয় প্রহর অতীত হয়ে গেল, আমার পুত্রের চিন্তায় তোমরা যেন কর্ত্তব্য ভুলে যেয়োনা।

মীরা। সে যেখানেই থাক্, সময়ে এসে উপস্থিত হবে এখন।

লক্ষ্মণ। যদি না আসে ?

মীরা। তাহ'লে—সাধারণ প্রজার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেছেন তার সম্বন্ধেও তাই। আমার পুত্র বলে কি তার সম্বন্ধে বিভিন্ন বিধি! সন্ধ্যার পর মুহূর্ত্তমাত্র সময়ও যদি বিলম্ব হয়, অমনি তার প্রাণ দণ্ড করবেন!

নসী। সে কি! প্রাণদণ্ড!

অজয়। মহারাজ! তাহলে আমি আর একবার তার সন্ধান করে আসি।

লক্ষ্মণ। জানত ভাই, অতি সামান্য মাত্র সময় অবশিষ্ট। যদি দৈব বিপাকে সময়ে না উপস্থিত হতে পার, তাহলে সে অভাগ্যের জন্য তুমি প্রাণ দিতে যাবে কেন ?

বাদল। তাহলে আমি যাই!

লক্ষ্মণ। কেন, তোমার প্রাণটা কি এত তুচ্ছ ?

নসী। আমি তাকে সন্ধান কোরে আনছি।

মীরা। তোমায় গিয়ে তাকে যদি ডেকে আনতে হয়, তাহলে

তার আসবার কোন প্রয়োজন নেই! এমন কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন সন্তান থাকার চেয়ে পুত্রহীনা হওয়া শতগুণে ভাল।

লক্ষ্মণ। রাণী! পুত্র যদি সময়ে উপস্থিত না হয়, তাহলে তার দণ্ডের ভার আমি তোমাকেই প্রদান করলুম।

[নসীবন ও বাদল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নসী। বাদল! রাজপুত্রকে কি রক্ষা করতে পার না?

বাদল। কেমন ক'রে রক্ষা করবো!

নসী। বেশ, তবে যাও।—(চক্ষে অঞ্চল দান)

বাদল। তুমি কাঁদলে?

নসী। নারী হয়ে জন্মেছি, শুধু চোখের জল সম্বল ক'রে এসেছি যে ভাই!

বাদল। কই, তার মা কাঁদলে না!

নসী। কাঁদছে বই কি ভাই, তুমি দেখতে পাওনি।

বাদল। আমি বেশ দেখেছি! চক্ষে তাঁর এক ফোঁটাও জল নেই।

নসী। চক্ষে নেই, হৃদয়ে কিন্তু তার শোকের দরিয়া ছুটে চলেছে! সেই মর্ম্ম বেদনার তরঙ্গাঘাত আমার চক্ষে এসে লেগেছে! এই দুই এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু সেই উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতরঙ্গের ক্ষুদ্র অংশ! ভাই! উন্মাদ বাসনায় অন্ধ হয়ে আমি কি সর্ব্বনাশ করলুম!

বাদল। দিদি! আমি চল্লুম।

নসী। তার পর?

বাদল। আর পর নেই—আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

[চিতোর সীমান্ত—কানন]

রুক্মা ও অরুণ

রুক্মা। দেরি করোনা—দেরি করোনা! বল্লম হানো—বল্লম হানো। যা—করলে কি! আমার এতটা মেহনত মাটি করলে!

অরুণ। কি করলুম রুক্মা?

রুক্মা। কি করলে, আবার জিজ্ঞাসা করছো? আমি এত কষ্ট করে তাড়িয়ে তাড়িয়ে বরাটা তোমার কাছে এনে দিলুম, আর তুমি বল্লম হাতে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলে!

অরুণ। তা তো রইলুম।

রুক্মা। তাহলে শিখতে এলে কি!

অরুণ। কি শিখতে এলুম বলতো?

রুক্মা। তুমি পাগল না কি?

অরুণ। তোমার কি বোধ হয়?

রুক্মা। পাগল ছাড়া তো আমার আর কিছু বোধ হয় না। বল্লম খেলা শেখবার জন্য বনে এলে, না খাওয়া না দাওয়া—সারা দিনটা আমার সঙ্গে সঙ্গে শিকার খুঁজে খুঁজে বনে বনে ঘুরলে, আর যেই শিকার কাছে এনে দিলুম, অমনি হাত গুটিয়ে রইলে! অত বড় বরা চোখের ওপর দিয়ে চলে গেল!

অরুণ। সেটা আমার দোষ, না তোমার দোষ?

রুক্মা। আমার দোষ!

অরুণ। তোমার দোষ। এই যে বরাটা পালিয়ে গেল, এ কেবল তোমার দোষ। তুমি যদি শিকারের সঙ্গে সঙ্গে না আসতে, তাহলে বরাহ প্রাণ নিয়ে আমার কাছ দিয়ে যেতে পারতো না। রুক্মা! শিকার

কাছে এসে আর কখনও আমার কাছ থেকে জীবিত ফিরে যায় নি! কিন্তু আজ গেল!

রুক্মা। আমার জন্যে গেল?

অরুণ। এই তো বললুম?

রুক্মা। তাহলে তুমি মিছি মিছি বল্লম শিখতে এসেছিলে!

অরুণ। আমি মেবারের—মেবারের কেন, সমস্ত হিন্দুস্থানের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বল্লমধারীর কাছে বল্লম ধরা শিখেছি। রুক্মা! আমার সন্ধান অব্যর্থ।

রুক্মা। তবে তো তোমার কাছে এসে বড়ই অন্যায় করেছি!

অরুণ। অতক্ষণ অদর্শনের পর শিকার সঙ্গে নিয়ে কাছে এসে অন্যায় করেছ। আমি তোমাকে রেখে শিকারের দিকে চাইতে সাহস করিনি।

রুক্মা। কেন?

অরুণ। পাছে পলকে আবার তোমাকে হারিয়ে ফেলি। রুক্মা! আমি রাজধানী ছেড়ে এ গভীর বনে বল্লম খেলা শিখতে আসিনি—আমি এসেছি শুধু তোমাকে দেখ্‌তে।

রুক্মা। তা একথা আমাকে আগে বলনি কেন? আমি না হয় আরও কিছুক্ষণ তোমার কাছে থাকতুম!

অরুণ। কখন রুক্মা?

রুক্মা। কেন, সহরের ফটকের কাছে—যে সময় তোমাতে আমাতে আজ প্রথম দেখা হয়েছিল!

অরুণ। বললে কি তুমি থাক্‌তে?

রুক্মা। তুমি বলে দেখলে না কেন!

অরুণ। বেশ এখন যদি বলি?

রুক্মা। এখন তো আমি তোমার কাছেই আছি!

অরুণ। কিন্তু কতক্ষণ আছ রুক্মা! যখন তুমি চোখের অন্তরাল হও, তখন যন্ত্রণা। যখন তুমি কাছে এস তখন আরও যন্ত্রণা। তোমাকে দেখলেই ভয় হয়—বুঝি এখনি চোখের অন্তরাল হবে! আর বুঝি তোমাকে দেখ্‌তে পাব না!

রুক্মা। তোমার কে আছে?

অরুণ। কেন একথা জিজ্ঞাসা করছ রুক্মা?

রুক্মা। তুমি আমাদের ঘরে থাক্‌তে পারবে?

অরুণ। তুমি যদি রাখ, তাহলে থাক্‌তে পারব না কেন?

(রাহুলের প্রবেশ)

রুক্মা। হাঁ বাবা! এই ছেলেটীকে আমাদের বাড়ী থাক্‌তে দিবি?

রাহুল। কেন থাকতে দেবো না? কবে থাক্‌তে দিইনি? যে কেউ পথ হারিয়ে বনে ঢুকেছে, সেইতো আমার ঘরে ঠাঁই পেয়েছে! তুই আমার কথার অপেক্ষা রাখলি কেন—একেবারে আমাদের ঘরে নিয়ে গেলিনি কেন!

রুক্মা। সে রকম রাখা নয়, বরাবরের জন্যে রাখা।

রাহুল। বরাবরের জন্য রাখা! কেন তোমার কি ঘর নেই?

অরুণ। তোমার কাছে কথা গোপন করতে আমার ভয় করছে। আমার মনে হচ্চে যেন তোমার কাছে আত্মগোপন করলে, বনদেবতা আমার গলায় হাত দিয়ে, এ বন থেকে আমায় তাড়িয়ে দেবে। আমার ঘর আছে। সে ঘরে আমার মা, বাপ, ভাই, আত্মীয় স্বজন সব আছে।

রাহুল। তবে বনে থাকতে এত ইচ্ছা কেন?

অরুণ। ইচ্ছা কেন? কি বলবো? তোমার ঘরে থাক্‌লে যত সুখ পাব, বুঝি নিজের ঘরে থাক্‌লে সে সুখের কণাও পাব না।

রাহুল। এ ত বড় তামাসার কথা!

রুক্মা। থাক্‌তে চাচ্চে, তুই রাখনা বাবা! যতদিন ভাল লাগ্‌বে, ততদিন থাক্‌বে। ভাল না লাগে চলে যাবে।

রাহুল। রোস্‌না! একজন অজানা, অচেনা—ঘরে রাখবো তা ভেবে চিন্তে রাখবো না? কেমন লোক আগে ভাল করে বুঝে দেখি!

রুক্মা। তবে তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোঝ, আমি একে ঘরে নিয়ে চললুম।

রাহুল। আরে না না শোন্—এতে অনেক আপত্তি আছে।

(রুক্মার মাতার প্রবেশ)

রু—মা। কি কি—ব্যাপার কি?

রাহুল। এই ঠিক হয়েছে। তোর মা এসেছে, ওকে বল্। ও যদি মত দেয়, তবে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তুই মজা দেখ্, আমার যা মত তোর মায়েরও সেই মত। বলি ওরে! এই ছেলেটাকে ঘরে ঠাই দিতে পারবি?

রু—মা। কে তুমি?—পথ হারিয়েছ?

অরুণ। এক রকম হারিয়েছি বই কি।

রু—মা। তাহলে তুইও এক রকম ঠাই দে। আমাদের যে গোয়াল আছে, আজ রাত্তিরের মতন সেইখানে এর থাকবার ব্যবস্থা করি।

রাহুল। তা নয়—বরাবরের জন্য ঠাই দিতে পারবি?

রু—মা। ওমা সে কি কথা! বরাবরের জন্য! তা কেমন করে পারবো!

অরুণ। আমি তোমার বাড়ী দাস হোয়ে থাক্‌বো।

রু—মা। না বাপু, আমার ঘরে সোমত্ত মেয়ে। পাড়ার লোক শুন্‌লে জাতে ঠেল্‌বে। আজকের মত থাক্‌তে চাও, চল। আমাদের যেমন ক্ষমতা সেইমত তোমার সেবা করবো।

অরুণ। না মা—তাহলে আমি থাক্‌বো না।

রাহুল। মজার কথা শুনবি? ছোক্‌রার ঘর আছে, দোর আছে, মা আছে, বাপ্‌ আছে। ও সব ছেড়ে আমার ঘরে থাক্‌তে চায়!

রু—মা। তোমার মা বাপ আছে?

অরুণ। আছে।

রু—মা। কেন, তারা কি তোমায় দেখতে পারে না?

অরুণ। একদণ্ড না দেখলে থাক্‌তে পারেন না। বহুক্ষণ তাঁদের কাছ ছাড়া হয়েছি, এতক্ষণ বোধ হয় আমাকে খুঁজতে চারিদিকে লোক ছুটেছে।

রু—মা। তাই বল—হায়রে আমার কপাল! মেয়ের বরাত আর আমার বরাত কি এক হলো!

রাহুল। কি বুঝলি?

রু—মা। বুঝবো কি আর মাথা! আমার বরাতে যত পাগল জুটেছে! আর কি বুঝবো! নাও, এস বাপ আমার ঘরে এসো।

রাহুল। আরে মল! কি বুঝলি? কি বুঝে ঘরে নিয়ে যাচ্চিস্‌?

রু—মা। মা বাপ ঘর বাড়ী ছেড়ে আমার ঘরে আসছে, এতেও বুঝতে পারচ না?

রাহুল। না!

রু—মা। তুমি মা বাপ ঘর বাড়ী ছেড়ে, আমার বাড়ীর কানাচে কানাচে ঘুরতে কেন?

রাহুল। ও!—ভালবাসা!

রু—মা। থামো গুণপুরুষ! আর বলোনা! মেয়ের কাছে বল, মেয়ের আবার লজ্জা হোক্‌! নাও বাপ্‌, সঙ্গে এসো।

রাহুল। ভালবাসা! এতক্ষণ বেড়র বেড়র করে শেষে হলো কিনা ভালবাসা!

রু—মা। চললি যে ?

রাহুল। আবার কি করবো ' আমার ঘর, ওর দোর, তোর কানাচ, তার গোয়াল—যত বাজে কথা—একেবারে বল বাপু যে ভালবাসা !

রুক্মা। তাহলে আমি নিয়ে যাই ?

রাহুল। তুমি কোন কুলের রাজপুত ?

অরুণ। অগ্নিকুল।

রাহুল। অগ্নিকুল ! মেবারের ভেতর এক অগ্নিকুল আমি—আর অগ্নিকুল রাণা। আমি গরীব চাষা, আর রাণা মেবারের মালিক। আর অগ্নিকুল আমি জানি না।

অরুর। আমি রাণার পুত্র।

রাহুল। ওরে ! রুক্মাকে এখনি এখান থেকে নিয়ে যা।

অরুণ। কেন বৃদ্ধ ?

রাহুল। যা মাগি—নিয়ে যা !

রু—মা। রাণার পুত্র শুনে চটে উঠ্‌লি কেন ?

রাহুল। দেখ্, আর একবার মাত্র বল্‌বো। তারপর যদি দাঁড়িয়ে থাকিস্ ত এই ভোজালী দিয়ে তোকে আর মেয়েকে এখনি যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেবো।

রু—মা। আয় রুক্মা ! দেখ্‌ছি মিন্‌সে ক্ষেপেছে ?

[রুক্মা ও মায়ের প্রস্থান।

রাহুল। নাও চল ছোক্‌রা, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

অরুর। এ অসম্ভব দয়া কেন হলো ?

রাহুল। সুমুখে সন্ধ্যা, এ বনে বড় বরা সিঙ্গির ভয়, তুমি ছেলে মানুষ।

অরুণ। তাহলে দেখছি, তুমি আপনার মিথ্যা পরিচয় দিয়েছ !

তুমি অগ্নিকুল নও? অগ্নিকুলের কেউ কখন নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য পরের সাহায্য ভিক্ষা চায় না। যদি সে আপনাকে রক্ষা করে থাকৃতে পারে তবে থাকে,—নইলে মরে।

রাহুল। ছোক্‌রা! তুমি আমার তেজ ভাঙলে, আমার পণ ভাঙলে! তোমার কথায় আমি বড়ই খুসী হয়েছি। দেখ আমি গরীব, কিন্তু বংশে আমি রাণার চেয়ে কম নয়। দেশ ছেড়ে বনবাসী হোয়ে আছি বটে, কিন্তু অগ্নিকুলের অহঙ্কার ছাড়তে পারিনি। তোমার কাছে মাথা হেঁট করে তোমাকে মেয়ে দেবো, এটা কিছুতেই মনে আন্‌তে পারিনি।

অরুণ। আমি যে তোমার গৃহে দাস হোতে চেয়েছিলুম বৃদ্ধ!

রাহুল। দাস! তুমি রাজার পুত্র! আমি তোমার প্রজা। তুমি দাস কেন হবে? অগ্নিকুলে জন্মেছি বটে, কিন্তু আজন্ম বনে থেকে আমি মৃগ চাষা—সেই জন্য আমি ভাল কথা কইতে শিখিনি, তুমি কিছু মনে করো না। আমি তোমাকে আজ এই সন্ধ্যায় আমার প্রাণের রুক্মাকে দান কর্‌বো। দেরি করলে পাছে মন ফিরে যায়, তাই এখনি দান করবো।

[প্রস্থান।

অরুণ। তবু যেন কেমন ভয় হচ্ছে! অগ্নিকুলোদ্ভবের প্রতিজ্ঞা, সন্ধ্যা হ'তে এই অল্পমাত্র বিলম্ব, মন বলছে রুক্মা আমার হয়েছে, হৃদয় রুক্মার উষ্ণ হৃদয়ের তরঙ্গ পূর্ব্ব হোতেই যেন অনুভব করছে! সে নীল-নলিনাভ চক্ষু যেন অবকাশ পেয়ে, অবসাদে স্থির হয়ে আমার পিপাসিত চোখের উপর বিশ্রাম করছে! সে দৃষ্টিসুধা অজস্র পান করেও যেন সাধ করে পিপাসাতে আপনাকে ডুবিয়ে রেখেছে! সব যেন আমি অনুভব করছি, তবু আমার প্রাণটাতে কেমন একটা ভয় হচ্ছে কেন! তাইত তাইত! কি যেন একটা ভুলে যাচ্ছি যে! তার সঙ্গে যেন আমার প্রাণের

সম্বন্ধ ! তাইত ! কি ভুলেছি ! কি একটা কর্ত্তব্য আমি অবহেলা করেছি ! মনে আস্‌তে আস্‌তে আসে না যে !—(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি) য়্যা ! কি করলুম ! মৃত্যু ! সুখের উচ্চ শিখরে উঠতে যখন একটী মাত্র সোপান অবশিষ্ট, তখন একেবারে দুর্ভাগ্যের সর্ব্ব নিম্নস্তরে পড়ে গেলুম ! হীন অপরাধীর ন্যায় রাজ দণ্ডে দণ্ডিত হলুম !—কেও—বাদল !

(বাদলের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

আকুল ছোটে মোর প্রাণ।
কি জানি কোথায় চলে, শুনে কি বাঁশীর মধু গান ॥
শুনিতে আপনা ভুলিয়ে যাই, বাঁশীর সুরে সে স্বর মিশাই
চলিতে নাহিকো অধিকার, টানে টানে আজি ভাসিয়ে, যাই,—
পাই কি না পাই কূলে স্থান ॥

বাদল। এই যে ! খোঁজা মিছে হলো ! তুমিও গেলে, আমিও গেলুম ! যা হোক তবু খুঁজে পেলুম, মরবার আর আক্ষেপ থাক্‌বে না।

অরুণ। বাদল ফিরে যাও।

বাদল। ইস্‌ বাদলের প্রতি তোমার কি ভালবাসা ! "বাদল ফিরে যাও !" ফিরে যাও, না এখনি মরে যাও ! শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে, এখন সহরে ফেরা আর মরা দুইই সমান !

অরুণ। তুমি মরবে কেন ?

বাদল। তা তোমায় বল্‌ব কেন ? তবে দুজনেরই যখন এক দশা, তখন এস দুজনে সুবিধে করে এক সঙ্গে মরি। আলাউদ্দিন গুজরাট জয় করতে গেছে, এস গুজরাট্‌ সৈন্যের সঙ্গে মিশে বাদসার সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করি। গুজরাট রক্ষা করতে পারি ভালই, নইলে দুজনেই যুদ্ধে প্রাণ দেবো !

অরুণ। এ পরামর্শ মন্দ নয়।

বাদল। তাহলে আর বিলম্ব নয়, চল।

অরুণ। চল।

(গুজরাট দূতের প্রবেশ)

দূত। কে আপনারা মহাশয় ?

অরুণ। তুমি কে ভাই ?

দূত। আমাকে চিতোর-প্রবেশের পথটা বলে দিতে পারেন ?

অরুণ। কোথা থেকে আস্‌ছো ?

দূত। সে কথা আমি এখানে বলতে পারব না। আমাকে দয়া করে কেবল পথটা বলে দিন, আমি বনের ভিতরে ঢুকে পথ হারিয়েছি, এরপর অন্ধকার ঘেরে আসবে, আর বন থেকে বেরুতে পারবো না !

(সৈনিক দ্বয়ের প্রবেশ)

১ম সৈ। আর বেরুবার দরকার কি ? খুব ফাঁকিটে দিয়ে পালিয়ে এসেছ !

২য় সৈ। বরাবর পেছন নিয়েছি, তবু তোমায় ধরতে পারিনি।

দূত। মারলে মারলে—আমায় রক্ষা করুন !

১ম সৈ। দুনিয়ায় কেউ আর তোমায় রক্ষা করতে পারবে না।

বাদল। তাতো বটেই, তুমি দুনিয়ার মালিক এলে কি না !

অরুণ। তুমি একটাকে—আমি একটাকে।

১ম সৈ। তাইত রে ! এরা কে ?

বাদল। এই যে পরিচয় হচ্চে !

(যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ)

অরুণ। কাজ শেষ, দুটোকেই পেড়েছি। ভাই তুমি একে চিতোরের পথ দেখিয়ে দাও।

বাদল। যদি ধরা পড়ি ?

অরুণ। তাহলে আমি একা যাব।

বাদল। বাঃ! কি মজার কথাই বল্‌লে! নাও দুজনেই যাই চল! যা ফল পাব দুজনেই ভোগ করবো।

দুত। আপনারা যখন জীবন-দাতা তখন আপনাদের কাছে গোপন করবো না। আমি গুজরাটের অধিবাসী, দিল্লীর বাদশা গুজরাট আক্রমণ করেছে। দেশের হিন্দু সরদারেরা বেইমানী করে দেশটাকে তার হাতে ধরে দেবার মতলব করেছে। কেবল একজন মুসলমান সরদার এখনও দেশের জন্য প্রাণপণে লড়াই করছেন। তাঁর নাম কাফুর। কিন্তু তিনি বেইমানদের ভেতর থেকে একা ক'দিন যুঝবেন? তাই তিনি চিতোরের সাহায্য প্রত্যাশায়, আমাকে রাণার কাছে পাঠিয়েছেন। বেইমানেরা পথে আমাকে হত্যা ক'রে কাফুর খাঁর উদ্দেশ্য বিফল করবার জন্য এই দুজনকে পাঠিয়েছিল। শুধু আপনাদের কৃপায় রক্ষা পেয়েছি।

[সকলের প্রস্থান।

(রাহুল ও রুক্মার প্রবেশ)

রাহুল। কি হলো—কোথা গেল?

রুক্মা। তাইত বাবা! বিপদ ঘটলো না তো!

রাহুল। আরে দুর বাদরী! আমার বাড়ীর কানাচে বিপদ ঘটবে কি! পালিয়েছে—আমার সর্ব্বনাশ করে, আমাকে ধর্ম্মে পতিত করে পালিয়েছে! তাতেই ত আমি রাজা রাজড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে চাইনি। খোঁজ্ খোঁজ্ আবাগী খোঁজ। এখনও বেশী দূর যেতে পারে নি, এখনও বন থেকে বেরুতে পারেনি—খোঁজ।

(রুক্মার মাতার প্রবেশ)

দেখলি মাগি—সর্ব্বনাশ করলি!

রু—মা। কি হলো?

রাহুল। আর কি হবে, আমার সর্ব্বনাশ হলো! আমার জাত

গেল, ধর্ম্ম গেল, কন্যা বাগ্‌দান ক'রে দিতে পারলুম না! সমাজে মাথা হেঁট হলো, আর আমার ঘরে কেউ জলগ্রহণ করবে না।

রু—মা। আরে মর্ হলো কি ?

রাহুল। ছোঁড়া পালিয়েছে।

রু—মা। বাগ্‌দান করিয়ে পালালো!

রাহুল। এই দেখ্—আক্কেল দেখ! রাজা রাজড়ার ব্যবহার দেখ।

রু—মা। আ-মর্ পোড়ার মুখো মেয়ে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনচো কি ?

রুক্মা। কি করবো ?

রু—মা। কোথায় পালালো খোঁজ্।

রুক্মা। কোথায় খুঁজবো ?

রু—মা। যেখানে পাবি, চুলের মুটি ধরে নিয়ে আসবি। বলবি বে কর্ তবে চুলের মুটি ছাড়বো। নইলে কিছুতেই ছাড়বিনি। এত বড় আস্পর্দ্ধা, বে করবো বলে পালিয়ে গেল! হলেই বা রাণার ছেলে, তা বলে কি আমাদের জাত নেই ?

রাহুল। হায় হায়!

রু—মা। আরে মর্, দাঁড়িয়ে হায় হায় করলে কি হবে! ছেলেদের খবর দে!

রুক্মা। ও বাবা! সেপাই মরে রয়েছে!

রু—মা। য়্যা কই কই ? ওগো তাইতো গো! ব্যাপারটা কি বল দেখি ?

রাহুল। ব্যাপার বোঝবার আমার সময় নেই। রুক্মা সন্ধান কর্। এ বনের কোথায় সে আছে সন্ধান কর্। বনে যদি না পাস্ সহরে সন্ধান কর্।

রুক্মা। সেখানে যদি না পাই!

রাহুল । দুনিয়ায় সন্ধান কর্‌—দুনিয়ায় না পাস্‌, আর আসিস্‌ নি : নে আয় রাজপুত্‌নী, চলে আয় । দেখছিস্‌ কি ? যে চন্দাওনী রাজপুত্‌নী বংশমর্য্যাদা রাখতে জানে না, তার মায়া রাখতে নেই ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

রুক্মা । ভাল, এই যদি ভগবানের ইচ্ছা, তাহ'লে এ অবস্থা আমার মন্দ কি ! দেখলুম শুনলুম, তার সঙ্গে সঙ্গে সারাদিন রইলুম ! দিনটে যে কি করে কেটে গেল, বুঝতে পারলুম না ! তাকে খুঁজবো । এ আমার সুখ না দুঃখ ! সুখ ! সুখ ! কত সুখ ! মনটা কি করছে । মনতো আমার এমন কখনও করেনি ! তবে যাই, খুঁজতে যাই । যদি তাকে না পাই, আমার ঘর বা'র দুইই সমান ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[চিতোর—ভবানী-মন্দির]

চারণীগণ

গীত

শরণাগত চরণে জননী তোমার সেবার লাগি—
(তব) শান্তিময় বক্ষে ঘুমাই জাগরণে তব জাগি ;
কোরাস—(মা) জনম-ভূমি করম-ভূমি, পুণ্য-চরণ মাগি ॥
তুমিই মোদের চরম লক্ষ্য, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ,
তোমার সেবায় কর মা দক্ষ—তোমাতেই অনুরাগী।
কোরাস—(মা) জনম-ভূমি—
যখনই বাজে মা সমর-বিষাণ, তখনই ছুটি মা ধরিয়ে কৃপাণ,
পুষ্পের সম তুলে দিই প্রাণ, তোমার পূজার লাগি।
কোরাস—(মা) জনম-ভূমি—
যখনই শান্তি সান্ত্বনা আনে, ছুটিয়া চলি মা নিজ গৃহ পানে,
ভুলে যাই ক্ষত মিলনেরি গানে, (তব) সুখ দুঃখের ভাগী।
কোরাস—(মা) জনম-ভূমি—
মহান্ হইতে তুমি মহিয়সী, স্বরগ হইতে তুমি গরিয়সী,
শত সম্পদ পড়ে নখে খসি—তাই ও পদানুরাগী।
কোরাস—(মা) জনম-ভূমি—
কত যুগ এসে গিয়াছে চলিয়া, কত স্রোত এসে গিয়াছে দলিয়া—
যাইনি মায়ের ধর্ম্ম ভুলিয়া—আছি মা আমরা জাগি'।
(মা) জনম-ভূমি, করম-ভূমি, পুণ্য-চরণ মাগি ॥

[প্রস্থান

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। আমার কি দুর্ভাগ্য! একটা সঙ্কল্প ক'রে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে পা বাড়াতে না বাড়াতেই ব্যাঘাত! কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সকল মেবারীই গৃহ পরিত্যাগ ক'রে আমার আদেশ পালন করতে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে, সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হ'ল। কেবল আমার পুত্রই আমার আদেশ অমান্য করলে! আমিই বিধি ব্যবস্থার প্রণেতা। সুতরাং এ কর্ত্তব্যে অবহেলাকারী সন্তানকে শাস্তি না দিলে যে কিছুতেই আমি প্রাণে তৃপ্তি পাচ্ছি না! সমস্ত মেবারী আমার পুত্রের প্রতি দণ্ড বিধানের প্রতীক্ষা করছে। নীরবে আমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পানে চেয়ে আছে। সকলে যুদ্ধ করতে চলেছে, কিন্তু অন্য সময়ে যুদ্ধের সংবাদে তারা যেমন উল্লসিত হয় আজ ত তেমন হচ্ছে না! কি আমার দুরদৃষ্ট! সমস্ত মেবারীর আশ্রয়স্থল হয়েও এক নরাধম কাপুরুষ সন্তানের দুর্ব্বোধ্য আচরণে, আমি যেন আজ নিরাশ্রয়। সকলের করুণাদৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে অক্ষম ভিখারীর ন্যায়, আমার সমস্ত প্রজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি! এ প্রাণ নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হ'তে কেমন ক'রে সঙ্কল্প করবো! হা ভগবান কি করলে! এ আমাকে কি দুরবস্থায় নিপাতিত করলে!

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাণা! গুজরাট থেকে এক দূত এসেছেন, তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষী।

লক্ষ্মণ। তাকে নিয়ে এস। (প্রতিহারীর প্রস্থান) বোধ হচ্ছে গুজরাটের রাণী সাহায্য প্রার্থনার জন্য আমার কাছে লোক পাঠিয়েছেন। হতভাগ্য গুজরাট্‌রাজ যদি প্রতিবাসী রাজাদের ওপর অন্যায় অত্যাচার না করত, তা হলে তার রাজ্য আজ অপর রাজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'বে কেন? আমাকেই বা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে কেন? সকল উৎপীড়িত রাজার আবেদনে, আমাকে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'ল।

যুদ্ধ-ফলে অভাগ্যকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হ'ল। কোথায় রইল তার রাজ্য, কোথায় রইল তার ক্ষমতার অহঙ্কার! শেষে সমৃদ্ধিশালী গুজরাট আলাউদ্দীন খিলিজী কর্ত্তৃক আক্রান্ত! তার সদ্যবিধবা পত্নী মর্য্যাদানাশ ধর্ম্মনাশ ভয়ে তাঁর স্বামীর শত্রুর শরণাপন্ন। যে আলাউদ্দীন আশ্রয়দাতা স্নেহময় বৃদ্ধ পিতৃব্যের মর্য্যাদা রাখলে না, তার কাছে কি অন্য কেহ মর্য্যাদা-রক্ষার আশা করতে পারে! বিশেষতঃ গুজরাটের বিধবা মহিষী বিখ্যাত রূপসী। সম্রাট যে সেই অসামান্যা রূপশালিনীর লোভেই গুজরাট আক্রমণ করতে না এসেছে, এ কথা কে বলতে পারে?

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! আপনার কৃপা ভিক্ষা করি।

লক্ষ্মণ। কি প্রয়োজনে এসেছো বল!

দূত। একদিন আপনি অত্যাচারী গুজরাট রাজাকে দমন করতে গুজরাট আক্রমণ করেছিলেন! আজ আমি আর এক অত্যাচারীর হাত থেকে গুজরাট রক্ষার জন্য গুজরাটবাসীর হ'য়ে আপনার সাহায্য ভিক্ষা করছি।

লক্ষ্মণ। আজও পর্য্যন্ত বাদশা গুজরাট দখল করতে পারেনি?

দূত। আজও পারেনি, কিন্তু আর থাকে না। বাদশা সমস্ত স্থান অধিকার করেছে। কেবল সহর দখল করতে পারেনি। অন্ততঃ পোনেরদিনের ভিতর সাহায্য না পেলে গুজরাটের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হবে। সবেমাত্র পোনেরদিনের রসদ অবশিষ্ট আছে।

লক্ষ্মণ। এই অল্প সময়ের মধ্যে গুজরাটে পৌঁছে বাদশার অগণ্য সৈন্যের গতিরোধ করা মনুষ্য-শক্তির অসাধ্য। তোমাদের আর কিছুদিন পূর্ব্বে আসা উচিত ছিল।

দূত। তখন আসবার প্রয়োজন হয়নি মহারাজ! তখন গুজরাটের সমস্ত সরদার এক-প্রাণে স্বদেশ রক্ষার জন্য বদ্ধ-পরিকর ছিলেন।

প্রাণপণে স্বদেশ রক্ষায় ব্রতী, তাঁরা বাদশাকে নগরপ্রাচীরের একটা ইট পর্য্যন্ত খসাতে দেন নি।

লক্ষ্মণ। এখন ?

দূত। এখন—কি বলব মহারাজ ! তাদের অধিকাংশই আপনা আপনির ভেতর বিবাদ ক'রে গুজরাটকে শক্রহস্তে সমর্পণের ষড়যন্ত্র করছে।

লক্ষ্মণ। তাহ'লে তোমায় পাঠালে কে ?—রাণী ?

দূত। রাণী ! না মহারাজ ! মিথ্যা কইব কেন—রাণীরও আপনার সাহায্য গ্রহণ অভিপ্রায় নয়।

লক্ষ্মণ। রাণীও কি সরদারদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ?

দূত। তাঁর মনে দুরভিসন্ধি প্রবেশ করেছে।

লক্ষ্মণ। অর্থ কি ?

দূত। অর্থ কি বলব মহারাজ। তিনি হিন্দু রমণীর একটা যে দেবতারও বাঞ্ছনীয় মর্য্যাদা আছে, তাই নাশ করতে উদ্যত হয়েছেন। তিনি চিতোর-রাজ্যের উপর প্রতিহিংসা নিতে আলাউদ্দীনকে আত্ম-সমর্পণ করতে উদ্যত !

লক্ষ্মণ। তা হ'লে তোমাকে পাঠালে কে ?

দূত। বিশ্বাসঘাতক স্বদেশদ্রোহী হিন্দু সরদারেরা আপনার কাছে পাঠান নি—পাঠিয়েছেন এক মুসলমান।

লক্ষ্মণ। মুসলমান !

দূত। গুজরাটরাজ একজন মুসলমান দাস ক্রয় করেছিলেন। তাঁর নাম কাফুর। সদ্‌গুণে প্রভুকে মুগ্ধ ক'রে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সরদারের পদ প্রাপ্ত হন। এখন কেবল সেই প্রভুভক্ত বীর মনিবের মর্য্যাদা বজায় রাখবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করছেন। তাঁর ভয়ে অন্যান্য সরদারেরা আজও পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে আলাউদ্দীনের সঙ্গে যোগদান করতে পারেন নি। রাণীর অসদভিপ্রায় বুঝতে পেরে, কাফুর খাঁ তাকে গৃহে

আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। সেই মহানুভব কর্ত্তৃকই আমি মহারাণার কাছে প্রেরিত হয়েছি।

লক্ষ্মণ। ভাল, কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা কর। আমি একবার খুল্লতাত রাজার অনুমতি গ্রহণ করব।

দূত। মহারাজ! আশ্বাস দিন।

লক্ষ্মণ। আশ্বাস দিতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। বিশেষতঃ আমরা অপর এক সঙ্কল্পে এক বিরাট যুদ্ধের আয়োজন করছি। যদি তোমাদের সেই সাধু মুসলমান সরদারের অভিলাষ পূর্ণ করতে আমাদের সে সঙ্কল্প অসিদ্ধ থেকে যায় তাহলে গুজরাট রক্ষার চেষ্টায় কতদূর সক্ষম হব, সেটা এসময়ে বলতে পারছি না। তবে তোমাদের সেই মহানুভব সরদারকে আমার সেলাম জানিয়ে ব'ল যে, যতদূর পারি, আমরা তাঁর মত সাধুর সাহায্যে চেষ্টার ত্রুটি করবো না। তারপর ঈশ্বরের হাত।

দূত। এই আশ্বাসই আমাদের অভাগ্য গুজরাটের পক্ষে যথেষ্ট।

লক্ষ্মণ। তবে বড় সুসময়ে এসে উপস্থিত হয়েছো। আর কিছুক্ষণ বিলম্ব হ'লে আমার দর্শনলাভ তোমার ঘটে উঠতো না। অথবা ঘটলেও কোন উত্তর দিতে পারতুম না।

দূত। তাহলে দেখছি ভগবানই যোগ্য সময়ে আমাকে মহারাজের কাছে পাঠিয়েছেন। আমি পথে শত্রুর সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলুম। তারা বাদশার লোক, কি আমাদের বিশ্বাসঘাতক সরদারদের, তা বলতে পারি না। দুটী বালক আমাকে রক্ষা না করলে, হয় তারা আমাকে বন্দী করত, নয় মেরে ফেলত। শুধু দুটি বালকের কৃপায় আমি মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনলাভে সক্ষম হয়েছি।

লক্ষ্মণ। বালক?

দূত। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ! শুধু যৌবন সীমায় দুজনে পদার্পণ

করেছে। দেখে মেবারী বলেই বোধ হ'ল। কেবল তাই নয়, বোধ হ'ল দু'জনেই সম্ভ্রান্ত বংশীয়।

লক্ষ্মণ। কোথায় দেখেছো?

দূত। এই নগরোপকণ্ঠে যে পার্ব্বত্য অরণ্য আছে, তার মধ্যে। তাঁরাই আমাকে চিতোর প্রবেশের সুগম পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

লক্ষ্মণ। প্রতিহারী! (প্রতিহারীর প্রবেশ) যেখানে রাজা ভীমসিংহ অবস্থান করছেন, এঁকে সেই খানে নিয়ে যাও। (দূতের প্রতি) এই সকল কথা তুমি তাঁকে গিয়ে বল। তিনি যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে বলবে আমি অরুণসিংহের সন্ধান পেয়েছি।

প্রস্থান।

দূত। হাঁ ভাই! অরুণসিংহ কে?

প্রতি। কে আর কি বলব! আমাদের সর্ব্বস্ব। আর সেই জন্যেই আমাদের সর্ব্বনাশ। অরুণসিংহ রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র। রাণা তাকে কাটতে চলেছেন।

দূত। সেকি! আমার জীবনদাতার আমিই সর্ব্বনাশ করলুম! কি করলুম! কি করলে ভাই, তাঁর জীবন রক্ষা হয়?

প্রতি। স্বয়ং রাণা যখন শাস্তিদাতা, তখন আর কে তাকে রক্ষা করতে পারে!

দূত। কোনও উপায়—নাই?

প্রতি। এক উপায় আছে। খুড়ী-রাণীকে কোনও রকমে খবর দিতে পারেন, তাহলে বোধ হয় রাণাউৎ রক্ষা পেতে পারেন। রাণা কেবল তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারেন না। কিন্তু তিনিও এমন রাণী ন'ন, রাণাকে কোনও বে-আইনী অনুরোধ করেন না। যদি তাঁকে দিয়ে আপনি রাণাকে এ নির্দ্দয় কার্য্য হ'তে নিরস্ত করতে পারেন, তাহলে রাজকুমার রক্ষা পেতে পারেন।

দূত। ভাই! আমাকে সেখানে কে নিয়ে যাবে?

প্রতি। খুড়ো-রাজার কাছে আপনাকে নিয়ে যাই। তারপর আপনি চেষ্টা করুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[ভীমসিংহের কক্ষ]

পদ্মিনী ও ভীমসিংহ।

পদ্মিনী। হাঁ রাজা!

ভীম। কি রাণী!

পদ্মিনী। হঠাৎ চিতোরে এমন সমর আয়োজন হচ্ছে কেন?

ভীম। কেন এ কথার উত্তর নিজেই ত দিতে পার। চিতোরের কোন রাজা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় নিশ্চিন্ত হ'য়ে একদিনের জন্যও নিদ্রা গিয়েছে? সমরক্ষেত্রই চিরদিন তার শয়নের উপযুক্ত আশ্রয়-ভূমি।

পদ্মিনী। তা জানি, অত্যাচারীর হাত থেকে দুর্ব্বলকে রক্ষা করবার জন্য, হিন্দুর দেবতা ও ধর্ম্মরক্ষা করবার জন্য চিতোরপতি সিংহাসন গ্রহণ করেন।

ভীম। তবে আর সমর আয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

পদ্মিনী। এক্ষেত্রেও কি তাই হচে?

ভীম। অবশ্য, নতুবা এমন অসময়ে আয়োজন কেন!

পদ্মিনী। কোন্ দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য এত আয়োজন?

ভীম। কার নাম করবো? কাল দিল্লীর সম্রাট প্রেরিত লোকে তোমাদের উপর আক্রমণের উদ্যোগ করেছিল।

পদ্মিনী। আমি কি দুর্ব্বল? চুপ ক'রে রইলেন কেন রাজা?

ভীম। অবশ্য, শাস্ত্রে যাকে অবলা বলে, তাকে আমি কেমন ক'রে সবল বলি।

পদ্মিনী। যার পুত্র রাণা লক্ষ্মণসিং, যার স্বামী ভীমতুল্য বলশালী রাজা ভীমসিংহ, অবলা হ'লেও কি সে দুর্ব্বল?

ভীম। তাহ'লে তুমি কি বুঝেছ, বল।

পদ্মিনী। তা নয় রাজা—আমি ছেলের কাছে সমস্ত শুনেছি। অজয়সিংহ আমাকে সমস্ত বলেছে। শুনেছি, এক অপরিচিতা রমণীর আবেদন রক্ষার জন্য আপনারা দিল্লীর সম্রাটকে জীবন্ত বন্দী ক'রে আনতে সমরের এই বিরাট আয়োজন করছেন।

ভীম। অতিথির প্রার্থনা পূরণ করতে তুমি কি নিষেধ কর?

পদ্মিনী। অবশ্য অতিথির ন্যায্য প্রার্থনা পূরণ গৃহস্থের সর্ব্বোতো-ভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু তা বলে যে তার উন্মাদ বাসনা পূরণ করতে হবে, একথা কোন রাজনীতি, সমাজনীতিতেও বলে না।

ভীম। অতিথি নারায়ণ। রাণী! একটা পক্ষী-অতিথির প্রার্থনা পূর্ণ করতে শিবী রাজা আত্মদেহ দান করেছিলেন।

পদ্মিনী। তাই কি, অতিথির প্রার্থনা পূরণের প্রারম্ভেই, আপনারা চিতোরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন, মেবারের ভবিষ্যৎ রাণাকে বলি দিতে চলেছেন।

ভীম। তোমায় একথা কে বললে?

পদ্মিনী। আপনি কি বলতে চান, আমি যা শুনেছি, তা মিথ্যা?

ভীম। রাণী সেকথা আর জিজ্ঞাসা ক'র না—আমি রাণার আদেশ শুনে মর্ম্মাহত হ'য়ে বসে আছি।

পদ্মিনী। মর্ম্মাহত হ'য়ে বসে থাকলে ত চলবে না। আপনি উঠুন অরুণসিংহকে রক্ষা করুন। রাণা পুত্রহত্যা করবেন, কিন্তু সকল প্রজা আপনাকেই দোষী জ্ঞান করবে। হয় ত আপনার উপর দুরভিসন্ধির

আরোপ করবে। বলবে—আপনার পুত্রকে সিংহাসনে বসাবার জন্য, আপনি উদ্ধত রাণাকে এই নিষ্ঠুর কার্য্যে উত্তেজিত করেছেন, অন্ততঃ এ আসুরিক কার্য্যে বাধা প্রদান করেন নি।

ভীম। প্রজা আমাকে বিলক্ষণ চেনে।

পদ্মিনী। না মহারাজ, চেনে না। প্রজার মন বিশাল বারিধিপৃষ্ঠের ন্যায় চঞ্চল। এই আলোকপৃষ্ঠে অবস্থিত, দেখতে দেখতে সে অন্ধকারে প্রবেশ করে। তা যদি না হ'ত, তাহলে প্রজারঞ্জন রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে জানকীর নির্বাসন দিতে হত না।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাজ! রাণাজী একজন লোককে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন, সে ব্যক্তি গুজরাট থেকে এসেছে—

ভীম। বেশ, তাকে অপেক্ষা করতে বল, আমি যাচ্ছি। (প্রতিহারীর প্রস্থান) রাণী! রাণা লক্ষণসিংহ যখন বালক ছিল, তখনই আমি রাজার নামে মেবার শাসন করেছিলুম। সে শাসনে আমি নিজের বুদ্ধি চালিত হয়ে কার্য্য করেছিলুম। নিজের যশ অযশ, প্রজার প্রীতি বিরাগের দিকে দৃষ্টি রাখিনি। প্রজার মঙ্গলের জন্য, রাণার মঙ্গলের জন্য আমি তখন যে কার্য্য করেছি সে কার্য্যের জন্য আমি কেবল ভগবানের কাছে দায়ী। এখন রাজ্যভার রাণার হাতে। তাঁর ভালমন্দ কার্য্যের জন্য তিনিই এখন ঈশ্বরের কাছে দায়ী আমি তাঁর প্রজার স্বরূপ তাঁর আদেশ পালনে বাধ্য—তাঁকে হুকুম করতে আমার আর কোন অধিকার নাই।

পদ্মিনী। বেশ আমাকে অনুমতি করুন—আমি অনুরোধ করি।

ভীম। সে তোমার ইচ্ছা।

পদ্মিনী। আপনি অনুমতি না করলে পারি কেমন করে! রাণা

মনে করতে পারেন, পিতৃব্য পুত্রের জন্য নিজে অনুরোধ করতে না পেরে, আমাকে দিয়ে অনুরোধ করিয়েছেন।

ভীম। সে ভয় আমার নেই রাণী। রাণা আমাকে বিলক্ষণ জানে।

(দূত ও প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। এই এই—এখানে ঢুকোনা- এখানে ঢুকোনা—

ভীম। কে তুমি—কে তুমি—

দূত। আহা! কি দেখলুম! মা জগদ্ধাত্রী! সন্তানকে চরণে স্থান দাও মা!

ভীম। কে তুমি—কি চাও?

প্রতি। হাঁ হাঁ চলে এস—চলে এসো—

পদ্মিনী। অপেক্ষা কর- কেন বাছা এমন ক'রে এসে পড়লে।

দূত। করুণাময়ী মা! আগে অভয় দাও। আমি বিপন্ন অতিথি। আপনার কাছেই আমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে জেনে, আমি রীতি লঙ্ঘন ক'রে, আপনার পবিত্র গৃহে প্রবেশ করেছি। প্রহরীর বাধা গ্রাহ্য করিনি—প্রাণের মমতা রাখিনি। এতেই বুঝুন, আপনার কাছে যা চাইব, তা প্রাণ অপেক্ষাও মূল্যবান।

পদ্মিনী। কি সে?

দূত। ধর্ম্ম। আমি নরকে ডুবতে চলেছি, তুমি না হ'লে কেউ সে নরক থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। মা আর সময় নেই—দণ্ডমাত্র দেরী হ'লে, আর ধর্ম্ম রক্ষা হবে না।

পদ্মিনী। তা হ'লে বলতে বিলম্ব করছ কেন বাছা।

দূত। আমি গুজরাট থেকে আসছি—সে যে কেন আসছি, তা এখন আর আমি আপনাকে বলবো না—অবশ্য বলবার প্রয়োজন ছিল—কিন্তু বলবার আর সময় নেই—বলতে আর ইচ্ছাও নেই। পথে

আসতে এক বনে আমি দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলুম। দু'টী বালক আমাকে সে বিপদে রক্ষা করেন। এখানে এসে শুনলুম, তাঁরা রাজকুমার—কিন্তু রাজদণ্ডে দণ্ডিত। আমি না জেনে রাণার কাছে তাঁদের কথা প্রকাশ করেছি—রাণা শুনেই তাঁদের হত্যা করতে ছুটে গেছেন। আর কি বলব মা! আর কি বলবার আছে মা!—

পদ্মিনী। প্রহরী! আমার পাল্‌কি আন্‌তে বলে দাও—

[ভীমসিংহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভীম। যাক্। এই উপায়ে যদি বালকটা রক্ষা পায়, তাহ'লে মঙ্গল। বালকটার জন্যে আমার প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়েছে। তার শোচনার পরিণাম শোনবার আগে যদি আমার মৃত্যু হয়, তবেই এ যন্ত্রণা থেকে নিবৃত্তি পাই। কেউ সুখী নয়—চিতোর মর্ম্মাহত. বধুরাণী মনস্তাপে লজ্জায় শয্যাশায়িনী! ভগবন্! রক্ষা কর—ভগবন্! অরুণকে রক্ষা কর।

তৃতীয় দৃশ্য।

[চিতোরপ্রান্ত—পার্ব্বত্যপথ]

অরুণ ও বাদল।

অরুণ। দেখ ভাই! প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হ'য়ে গুজরাটে যেতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

বাদল। তাহলে কি করতে চাও, বল।

অরুণ। চল চিতোরে যাই—পিতাকে ধরা দিই।

বাদল। তাহ'লে ত মিছামিছিই প্রাণটা যাবে!

অরুণ। অপরাধী হয়ে বেঁচে থেকেই বা সুখ কি ?

বাদল। তা যা বলেছ মন্দ নয়—তা হ'লে চল ধরা দিই।

(রুক্মার প্রবেশ)

রুক্মা। কিগো ! আমায় ফেলে চলে যাচ্ছ যে !

অরুণ। কেও—রুক্মা !

রুক্মা। হাঁ—কেন আমাকে কি চিনতে পারছ না !

অরুণ। রুক্মা ! তোমাদের কাছে আমি বড় অপরাধ করেছি।

রুক্মা। তাতো করেইছ, কিন্তু তোমার অপরাধে যে আমি মারা যাই। তুমি এমন ধারা লোক জানলে কি আমি তোমার সঙ্গে কথা কইতুম !

অরুণ। রুক্মা !

রুক্মা। নাও, আর আদর ক'রে রুক্মা বলতে হবে না। এখন একবার আমাদের ঘরে চল। মা বাবাকে একবার দেখা দিয়ে এস। অনেক পাড়াপড়শী বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছে, তাদের একবার বুঝিয়ে এস। তারা সকলে একবাক্যে তোমার নিন্দা করছে, শুনে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে। তুমি একবার তাদের বুঝিয়ে যেথা ইচ্ছা সেথা যাও। আমি বুঝতে পাচ্ছি, তুমি একটা এমন বিষম দরকারে পড়েছো যে, যার জন্য আজকের রাত্তির টুকুও আমাদের বাড়ীতে থাকতে পাচ্ছ না। কিন্তু তারা ত বুঝছে না !

বাদল। এ মেয়েটা কে ভাই ?

অরুণ। পরে বলব।

রুক্মা। কেন, এখনি বল না কেন !

অরুণ। বলবার মুখ রাখলুম কই রুক্মা ! কোথায় আনন্দের সঙ্গে আজকের শুভদৃষ্টের কথা আমার এই সঙ্গীকে শোনাতে শোনাতে ঘরে

যাব, তা না ক'রে তোমাকে দেখে আমাকে মাথা হেঁট ক'রে চলে যেতে হচ্ছে।

রুক্মা। তাহলে তুমি যাবে না!

অরুণ। আমায় ক্ষমা কর।

রুক্মা। রাজার ছেলে তুমি—ছি ছি! তোমার এই নীচ ব্যবহার!

বাদল। দেখ্ ছুঁড়ী, গাল দিস্‌নি।

অরুণ। ভাই বাদল, চুপ কর।

বাদল। চুপ করবো কি! আমার সুমুখে এক বেটী চাষার মেয়ে তোমাকে যা খুসী তাই বলবে!

অরুণ। ওর কোন অপরাধ নেই ভাই। ওদের মনে আমি বড় কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু রুক্মা! ভগবানের নাম ক'রে বলছি - আমাকে বিশ্বাস কর, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাদের মনে এই কষ্ট দিচ্ছি না। প্রাতঃকালে এই সুধার আধার দেখে আমি পিপাসায় আকুল হয়েছিলুম। সন্ধ্যায় যখন সেই দুরন্ত পিপাসাশান্তির সুযোগ উপস্থিত হ'ল, তখন নিষ্ঠুর বিধাতা আমাকে সেখান থেকে টেনে এত দূরে নিক্ষেপ করেছে যে, এ জীবনে আর সে পিপাসার শান্তি হ'ল না। রুক্মা! তোমা হতে এখন আমি বহুদূরে। তোমাদের এ মহত্বের আকর্ষণও আর আমাকে ফেরাতে পারে না। মাঝে মৃত্যু-প্রাচীরের ব্যবধান।

রুক্মা। কি বলছ, বুঝতে পারছি না।

অরুণ। আমি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত।

রুক্মা। সে কি!

অরুণ। বিবাহের পরক্ষণেই তুমি বিধবা হবে। জেনে শুনে তোমার প্রতি পিশাচের ব্যবহার কেমন ক'রে করি। তাই আমি তোমাদের না ব'লে পালিয়ে এসেছি।

রুক্মা। আগে বলনি কেন?

অরুণ। আগে ত আমার এ অবস্থা হয়নি। তবে শোন—আমার অবস্থার কথা শোন। শুনে তোমার বিচারে যা ভাল বোধ হয় কর। আমার পিতা মহারাণা আদেশ দিয়েছিলেন যে, রাজপুত সরদারদের যে কেউ আজ সন্ধ্যার ঘণ্টা ধ্বনির পর একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত না হবে সে যদি অনুপস্থিতির সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারে, তাহ'লে তার প্রাণদণ্ড হবে। আমি সেখানে সময়ে উপস্থিত হ'তে পারিনি।

রুক্মা। তোমার প্রাণদণ্ড হবে?

অরুণ। আমি ত সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারব না! প্রাণের জন্য মিথ্যা কইতে পারব না—সুতরাং রুক্মা আমাকে প্রাণ দিতেই হবে।

রুক্মা। তুমি না রাণার ছেলে!

অরুণ। বিচারে তাঁর কাছে আত্মপর নেই। তিনি পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করেন।

রুক্মা। এমন যদি জান, তাহ'লে সকাল সকাল গেলে না কেন?

অরুণ। গেলুম না কেন? তা তোমাকে কি বলব রুক্মা! আর বললেই কি তুমি বুঝবে! তোমাকে দেখে অবধি, আমি কে, কোথায়, কি করতে এসেছি, কিছুই আমার জ্ঞান ছিল না। শেষ ঘণ্টার শব্দ শুনে, আর আমার এই সখাকে দেখে আমার জ্ঞান ফিরেছে! তখন দেখি আমি আত্মহত্যা করেছি।

রুক্মা। এখন চলেছ কোথায়?

অরুণ। পিতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে।

রুক্মা। তা' হ'লে এক কাজ করনা কেন—একবার আমার বাবা মার সঙ্গে দেখা ক'রে ফিরে এস না কেন? দেখ পাঁচজন প্রতিবাসীতে তোমার নিন্দে করছে, এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

অরুণ। আমরা আর এ অন্ধকার বনে ঢুকতে পারবো না।

রুক্মা। আমি সুগম পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

বাদল। এতই যদি বন্ধুর প্রতি তোমার দয়া, তাহ'লে বন্ধুর হ'য়ে তুমিই সব কথা বলগে যাওনা কেন! এইত সব কথা শুনলে!

রুক্মা। তোমার বন্ধু কি আমার আর ঘরে ফেরবার উপায় রেখেছে! তোমারা যাও, আমার মর্য্যাদা থাকে; না যাও, আমার ঘরের বাস উঠে গেল। পথে পথে ঘুরবো, লোকের দোরে দোরে ভিক্ষে মেগে খাব, তবু ঘরে ফিরতে পারবো না।

অরুণ। কেন রুক্মা?

রুক্মা। কেন যদি তুমি বুঝতে পারবে, তাহ'লে তুমি আত্মহত্যা কর। আমার বাপকে তুমি অঙ্গীকার করিয়ে এসোছো না! তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ আমার আগেই ঠিক হয়ে গেছে—শুধু মন্ত্র ক'টা পড়তে বাকী, তা রাজপুতনীর সব সময় মন্ত্র পড়া ঘটে ওঠে না। এখন বুঝতে পারলে কেন?

অরুণ। সর্ব্বনাশ! তা'হলে উপায়!

রুক্মা। যখন তোমার মুখে সব শুনলুম, তখন তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব। তোমার অদৃষ্টে কি আছে স্বচক্ষে দেখবো। তারপর নিজের অদৃষ্ট আমি ঠিক ক'রে নেবো।

অরুণ। কি করলুম ভাই বাদল!

বাদল। বেশ করেছো—যে মরতে সুখ পায়, তুমি তাকে বাঁচাবার জন্যে ব্যাকুল হচ্ছ কেন!

রুক্মা। আমি একা ফিরলে, বাপ আমাকে ঘরে নেবে না—তোমাকে সঙ্গে না পেলে আমিও আর ঘরে ফিরবো না। আমি চন্দাওনী রাজপুতনী। আমার কথাও যা কাজও তা।

বাদল। ভাই! মেয়েটার ঘরে একবার ফিরে চল।

অরুণ। চল রুক্মা তোমার পিতার কাছে যাই।

রুক্মা। চল।

(লক্ষ্মণসিংহ ও সিপাহীগণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। এই যে, এই যে নরাধম কাপুরুষ রাজপুত কুলাঙ্গার।

অরুণ। রুক্মা ! আর যে আমার যাওয়া হ'ল না।

লক্ষ্মণ। কাপুরুষ ! তোমাকে পুত্র ব'লে সম্বোধন করতেও আমার ঘৃণা হ'চ্ছে। সমস্ত মেবারী আপন আপন মর্য্যাদা রাখলে, আর তুমি কেবল প্রজার সম্মুখে আমার মাথা হেঁট করালে ! তোমাকে জীবিত রেখে, আমি যুদ্ধে যেতে পারছি না। তুমি বেঁচে আছ জেনে, রণক্ষেত্রে শত্রুসংহারে সুখ পাব না ব'লে, তোমাকে আমি আগেই যমভবনে পাঠা'বার জন্য অনুসন্ধান করছিলুম। দেশের সৌভাগ্য, তোমাকে পেতে আমার বিলম্ব হয় নি।

রুক্মা। (প্রণাম) রাণা !

লক্ষ্মণ। কে তুই ?

রুক্মা। তোমার ছেলের কোন অপরাধ নেই—অপরাধী আমি। আমিই তাকে বনে ধরে রেখেছি। গুরু হয়ে আমাকে শাস্তি দাও।

অরুণ। না পিতা ! ওর কথা শুনবেন না। আমাকে কেউ ধরে রাখেনি।

লক্ষ্মণ। এ কে ?

অরুণ। এই বনের ভিতরের এক কৃষক-কন্যা।

লক্ষ্মণ। আমার পুত্রের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি ?

অরুণ। কোনও সম্পর্ক নেই।

রুক্মা। সম্পর্ক আছে কি না, তুমি রাজা, তুমিই বিচার কর। আমাকে বিয়ে করবার জন্যে রাজপুত্র আমার বাপের কাছে আমাকে ভিক্ষে চেয়েছিল। বাপ আমাকে দিতে স্বীকার করেছে। শুধু মন্ত্র পড়া বাকী। বাপ আমার আত্মীয় কুটুম্বদের নেমন্তন্ন করে এসেছে—রাত্রে বিয়ে হবার কথা।

লক্ষ্মণ। তুমি শুধু কাপুরুষ নও—প্রবৃত্তিও তোমার কি এতই নীচ! মেবারের রাজপুত্র হয়ে তুমি কি না, একটা চাষার মেয়ের জন্য লালায়িত হয়ে, তার বাপের কাছে মাথা হেঁট করেছো! তোমার প্রবৃত্তিকে ধিক্, তোমার জীবনেও ধিক্। তোমার বেঁচে থাকবার কোন প্রয়োজন আমি দেখতে পাচ্ছি না। এই—একে নিয়ে জল্লাদের হাতে সমর্পণ কর।

রুক্মা। আমার কথা?

লক্ষ্মণ। তোমার আবার কি কথা! তোমার সঙ্গে ওর কোনও সম্বন্ধ নেই। তোমার পিতাকে গিয়ে বল, তোমার অন্য স্থানে বিবাহ দিক্।

রুক্মা। আমি সুখ ভোগের জন্য বলছিনি—ধর্ম্মের জন্য বলছি—সুবিচার কর রাজা, সুবিচার কর।

লক্ষ্মণ। বিচার ঠিক করেছি—

রুক্মা। কোন সম্পর্ক নেই?

লক্ষ্মণ। কই সম্পর্ক ত দেখতে পাচ্ছি না।

রুক্মা। কিন্তু আমি যে দেখতে পাচ্ছি রাজা!

লক্ষ্মণ। দেখতে পাও, বৈধব্য ভোগ কর।

রুক্মা। বেশ, তা হ'লে নিজের হাতে কাটো, জল্লাদকে দিয়ো না।

লক্ষ্মণ। তোমার কথা শুনবো কেন?

রুক্মা। বেশ, কে নিয়ে যেতে পারে নিয়ে যাক্!

(বল্লম তুলিয়া দাঁড়াইল)

লক্ষ্মণ। তাইত একি দেখি! বন্যসরলতা, প্রকৃতিকমনীয়তা ও নগেন্দ্রনন্দিনীর ভুবনবশীকরণী শক্তি পরস্পরে বিজড়িত হয়ে, একি অপূর্ব্বমূর্ত্তি সহসা আমার চোখের উপর প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো!

রুক্মা। তুমি রাজা, তার ওপর আমার জ্ঞানে শ্বশুর, তাই তোমাকে আমি কিছু বলতে পারছি না। আমি বেঁচে থাকতে আমার চোখের

ওপরে অস্ত্রে আমার স্বামীর গায়ে হাত তুলবে! জান রাজা, সতীর মনে কষ্ট দিলে কি হয়? তুমি রাজা, আমি গরীব চাষার মেয়ে, মদগর্ব্বে তুমি আমাকে যা খুসী তাই বলতে পার। কিন্তু শোননি কি রাজা—পুরাণে কি কখন শোননি, সতীর শাপে দক্ষরাজার কি হয়েছিল! তুমিও যদি আমাকে অবলা মনে ক'রে জোর ক'রে আমার স্বামীকে নিয়ে যাও, তাহলে—

(পদ্মিনীর প্রবেশ)

পদ্মিনী। অভিসম্পাৎ দিওনা মা! অভিসম্পাৎ দিওনা! রক্ষা কর সতী, রক্ষা কর—ক্রোধ ক'রনা।

লক্ষ্মণ। একি মা, তুমি এখানে!

পদ্মিনী। সতীর মনোবেদনা আমার বুকে লেগেছে রাণা, তাই আমি ছুটে এসেছি। যদি প্রজার মঙ্গল সাধনাই রাজার কর্ত্তব্য হয়, যদি দীন নিরাশ্রয়কে রক্ষা করাই রাজপুতের ধর্ম্ম হয়, যদি সংগ্রামে শত্রু-দলন ক'রে দিগ্বিজয়ী নাম গ্রহণ করাই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সতীকে কষ্ট দিয়ে অভিসম্পাৎ নিয়ো না। তোমার কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট সন্তানের জন্য আমি বলছি না—সতীর মর্য্যাদা রাখবার জন্য আমি অনুরোধ করি, হতভাগ্য পুত্রকে ক্ষমা কর। নইলে যে কার্য্য সাধনের জন্য অগ্রসর হয়েছো, সে কার্য্যে তোমার কিছুতেই সিদ্ধি হবে না। ভারত-রমণীর সতীত্ব গৌরবে এখনও পবিত্র আর্য্যভূমি বিধর্ম্মীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে আসছে। মেবাররাজ! তুমিই সেই রত্ন-ভাণ্ডারের রক্ষক। তুমি নিজে সেই পবিত্র ভারের অপব্যবহার ক'র না। সন্তানকে ছেড়ে দাও।

লক্ষ্মণ। তা'বলে এক নীচকুলের রমণীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করব?

কৃষ্ণা। নীচকুল নহি রাজা—অগ্নিকুল। আমি গরীবের মেয়ে বটে, কিন্তু আমি চন্দাওনী রাজপুতনী।

লক্ষ্মণ। সত্য?

পদ্মিনী। তেজ দেখে বুঝতে পারছ না—আমি তোমাদের অন্তরালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ না করলে কি হৃদয়ের এত বল হয়!

রুক্মা। আমার বাপ অগ্নিকুল-শ্রেষ্ঠ চৌহান। গজনীর মামুদ যে সময় নগরকোট ধ্বংস করেন, সেই সময় নগরকোটের রাজপুত্র সমস্ত পরিবার নিয়ে চিতোরের অরণ্যে আশ্রয় নেন; আর তিনি লোকসমাজে মুখ দেখান নি। সেইকাল থেকে আমরা বনে বাস করে আসছি।

লক্ষ্মণ। যাও মা! আমি পরাভব স্বীকার করলুম। এ অভাগ্যকে তুমি নিয়ে যাও। কিন্তু শোন কাপুরুষ! তোমার উপর আমার ক্রোধশান্তির কারণ নাই। তুমি চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হও। রাণাবংশধর ব'লে তোমার যদি কিছুমাত্রও গর্ব্ব থাকে, তাহ'লে প্রাণ থাকতে যেন চিতোরের ফটকে মাথা প্রবেশ করিয়ো না।

বাদল। আমার উপর কি শাস্তি রাণা?

লক্ষ্মণ। তুমি সিংহলী, তোমাকে শাস্তি দিতে আমার অধিকার নাই।

[প্রস্থান।

পদ্মিনী। যাও মা ঘরে যাও—যেখানেই থাকো, মনে রেখো এখন হতে তুমি বাপ্পারাও কুলবধূ, শ্বশুর কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হ'লে ব'লে যেন তাঁর কল্যাণ কামনা করতে ভুল না। প্রয়োজন হ'লে সৎপরামর্শে সৎকার্য্যের উদাহরণে এই মূর্খ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য স্বামীকে দেশের সহায়তায় নিযুক্ত ক'র। যাও আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও।

বাদল। আমি এখন কোথায় যাব?

পদ্মিনী। তুমি আমার সঙ্গে যাবে। মরবার জন্য এত ব্যগ্র কেন—রাজপুতের ছেলের মরবার অনেক উপযুক্ত অবসর পাবে। এস, সঙ্গে এস।

চতুর্থ দৃশ্য ।

[চিতোর সীমান্ত—কানন ।]

উজীর ।

উজীর । সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে. দিন কতকের জন্য উজীরী ক'রে আবার আমি যে ফকীর, সেই ফকীর । যাক্, নেশা কেটে গেছে, আপদ মিটেছে । দরিদ্রাবস্থায় ঐশ্বর্য্যভোগের একটা আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল, খোদা সে আকাঙ্ক্ষা মিটিয়েছেন । এখন বুঝেছি, সে অবস্থার চেয়ে এ অবস্থা শতগুণে ভাল । চিন্তার মধ্যে এক কন্যা, কিন্তু তারই বা আর চিন্তা কি ? ঘাতকের হাতে আমার প্রাণ গেলে, তার জন্য চিন্তা করত কে ? ফকীরী ঈশ্বরের দান । ফকীরী নিয়ে দুনিয়ায় আসা, ফকীরী নিয়েই যাওয়া । মাঝে দু'চারদিন বাসনার তরঙ্গে ওঠা নামা ; সুতরাং সে বাসনা আর কেন ? এই আমার ভাল । দেখতে দেখতে অন্ধকারে পথ আচ্ছন্ন হয়ে গেল, দৃষ্টি আর চলে না । কাজেই আজ রাত্রের মতন এই গাছের তলায় আশ্রয় নেওয়া যাক্ । (উপবেশন)

(চরদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম চর । হর হর বোম্—চিতোরী বেটারা কি সতর্কই হয়েছে ! সন্ন্যাসীবেশ ধ'রেও কিছু ক'রে আনতে পারলুম না ! এখন বাদশাকে গিয়ে বলি কি !

২য় চর । যখন ঢুকেছি, তখন কি কিছু খবর না নিয়ে ফিরেছি ।

১ম চর । খবর বা'র করতে পেরেছিস্ ?

২য় চর । পেরেছি বইকি—জাঁহাপনাকে শোনাবার ঢের খবর আছে । রোস, আগে মেবারের গণ্ডী ছাড়াই, তারপর ধীরে সুস্থিরে বলব । বেটাদের ফকীর সন্ন্যাসীর প্রতি অগাধ ভক্তি । সন্ন্যাসী কিছু জানতে চাইলে. তারা কি না ব'লে চুপ ক'রে থাকতে পারে ! গাঁজার

ঝোঁকে, একবেটা সেপাই পেটের অর্দ্ধেক কথা বার ক'রে ফেলেছিল। শেষে বোধ হয় নেশা কেটে গেল—আমাকে সন্দেহ ক'রে ফেললে, বলতে বলতে—বললে না।

১ম চর। আমাকে আগে থাকতেই সন্দেহ করেছিল—সঙ্গে সঙ্গে লোক ফিরতে লাগল, কাজেই আমার জানবার বড় সুবিধে হ'ল না। আসল আঁচটা কি পেলি বল্ দেখি ?

২য় চর। বলব—আগে একটা বসবার জায়গা দেখ্। বড় অন্ধকার ! আর পথ চলবার বড় সুবিধে হ'বে না।

১ম চর। সুমুখের মাঠে প্রকাণ্ড বটগাছ। আয়, তার তলায় আড্ডা নিই।

২য় চর। পাছে ধরা প'ড়ে কাজ নষ্ট হয়, এই জন্য লোকালয়ে থাকতে ভরসা হ'ল না।

১ম চর। আর দু'তিন ক্রোশের ভেতর গ্রাম নেই, এ পথে এতরাত্রে লোক চলবারও সম্ভাবনা নেই ! তা হ'লে আজকের মতন এইখানে থাকাই বিধি। দু'জনে মনসুখে কথা কইতে পারবো।

২য় চর। বেশ, তুই জায়গা ঠিক ক'রে কম্বল-টম্বল পেতে রাখ্। আমি কাঠ-কুটো খুজে নিয়ে আসি। কি জানি বাবা ! বাঘভালুকের দেশ, ধুনী জ্বালতে হবে।

১ম চর। অমনি এক বদ্না—থুড়ি—এক কমণ্ডলু জল নিয়ে আয়। [দ্বিতীয় চরের প্রস্থান।

বাল্যকাল থেকে বদ্নার জলে মুখ ধুয়ে নেমাজ করে আসছি, জিবকে কত সামলাবো ! হর হর হর বোম্ !—কেউ কোথাও নেই—এইবারে একটু আল্লা আল্লা বলে বাঁচি। এখানটা এবড়ো-খেবড়ো—এখানটা গর্ত্ত—এখানটা খোঁচা—এই ঠিক জায়গা—এই-এই-এই-এই !

(ভীতি প্রদর্শন)

উজীর। ভয় নেই বাবা! আমি ফকীর।

১ম চর। ফকীর!

উজীর। হাঁ বাবা!

১ম চর। (স্বগত) ঠিকত, ফকীরইত বটে!—বুড়ো ফকীর। (প্রকাশ্যে) কি বললি—ভয় নেই কি বললি?

উজীর। কম্বল গায়ে বসে আছি—যদি ভাল্লুক মনে ক'রে ভয় পাও, তাই বলছিলুম।

১ম চর। কি! ভয়! আমরা সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ, আমাদের ভয়!

উজীর। তাইত, ফকীর সন্ন্যাসীর আবার ভয় কি!

১ম চর। আমি মন্তর আওড়াচ্ছিলুম—ভাল্লুক হ'লে এখনি হাঁক ক'রে মরে যেতিস্।

উজীর। তা বাবা আমি ভাল্লুক নই।

১ম চর। তার পর?

উজীর। নিরাশ্রয়।

১ম চর। বেছে বেছে ভাল জায়গাটী ত দখল করেছ!

উজীর। গাছতলার আর প্রতিদ্বন্দ্বী নেই জেনে, একটু জায়গা নিয়ে বসেছি।

১ম চর। এ কি একটু জায়গা—চৌদ্দপো মানুষ, একেবারে বিঘে খানেক জমি জুড়ে বসেছো! নে—ওঠ্।

উজীর। কেন বাবা! বৃদ্ধ তোমার কি অনিষ্ট করেছে?

১ম চর। রাজপুতের দেশে ফকীর কি! তুই শালা নিশ্চয়ই মুসলমানের চর।

উজীর। কটুকাটব্য কেন ভাই, আমি উঠছি।

১ম চর। শিগ্‌গির ওঠ। নে, উঠে বরাবর সিধে রাস্তায় চলে যা।

উজীর। কেন ভাই, আর পীড়ন কর। যাবার স্থান থাকলে কি এতরাত্রে এই গাছতলা আশ্রয় করি!

১ম চর। তা আমি জানি না, এখানে থাকতে পাচ্ছ না।

উজীর। (উঠিয়া) একে অন্ধকার, তার ওপর চলবারও ক্ষমতা নেই। আমি বৃদ্ধ, আমা হতে আর তোমাদের কি অনিষ্ট হবে!

১ম চর। তুমি মুসলমান, আমরা সন্ন্যাসী, কাছে থাকলে যোগের ব্যাঘাত হবে।

উজীর। বেশ, আমি একটু দূরে গিয়ে বিশ্রাম করি।

১ম চর। যাও, এখনি যাও। ওই—ওইখানে গিয়ে ব'সগে। (উজীরের দূরে অবস্থান) ফকীর দেখে কোথায় সেলাম করবো, তা না ক'রে তাকেও কটু ক'য়ে কাছ থেকে সরিয়ে দিতে হ'ল। না দিয়ে করি কি! কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে যে,ফকীরকে আদাব দেখাচ্ছি। দেখে সন্দেহ করে বসবে! কাজ কি, সাবধান হওয়া ভাল। দু'টো কথা কইলে ফকীরই আমাদের ধ'রে ফেলতে পারে। আর ও যে ফকীর, তারইবা ঠিক কি। সরিয়ে দেওয়াই ঠিক হয়েছে। দূরে গিয়ে বসেছে। ওখান থেকে আমাদের কথা শুনতে পাবে না। কম্বলটা এইবারে নিরুদ্বেগে পেতে নেওয়া যাক্। (কম্বল বিছান) তল্পী দুটো গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখি। [প্রস্থান।

(পশ্চাৎ হইতে গোরার প্রবেশ)

গোরা। ভাই রাখ, আমি ততক্ষণ তোমার কম্বলে বিশ্রাম করি।

[উপবেশন।

(১ম চরের আগমন)

১ম চর। উঃ! কি অন্ধকার! কোলের মানুষ পর্য্যন্ত দেখা যায় না। (গোরার মস্তকে বসিতে যাইয়া) কেরে! দাদা?

গোরা। না দাদা, গোরা।

১ম চর। গোরা কে ?

গোরা। দারার নানা।

১ম চর। তাইত—কে তুমি ? হিন্দু দেখছি না ?

গোরা। যা দেখছ, তাকি আর মিছে।

উজীর। ঠিক হয়েছে—ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মেরেছে। বুড়ো ব'লে যেমন বেটারা আমাকে তাড়িয়েছিল, হাতে হাতে তার ফল পেয়েছে। এই বারে শক্তের পাল্লায় প'ড়েছেন।

১ম চর। হিন্দু হয়ে তুমি যোগীর আসন দখল কর !

গোরা। তুমি যোগী—আমি ভোগী। তুমি যোগের জন্য আসন করেছ—আমি ভোগের জন্য বসেছি !

১ম চর। ভাই ! আমরা যোগী সন্ন্যাসী—আমাদের স্থান কি অধিকার করতে আছে ?

গোরা। দাদা ! আমিও তাক্‌তাক্‌সিন—বসো, আমিও তোমাকে যোগের প্রক্রিয়া দেখিয়ে দেবো।

১ম চর। (স্বগত) একবেটা শয়তানের পাল্লায় পড়া গেল দেখছি। থাক্, বেটাকে এখন আর ঘাঁটাব না। আগে সঙ্গী আসুক, তার পর দু'জনে পড়ে বেটাকে শিখিয়ে দেবো।

গোরা। কি দাদা! চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে মতলব আঁটছো নাকি ! ব'স না।

১ম চর। এই বসছি ভাই ! তাহ'লে তুমি যোগের প্রক্রিয়া জান ?

গোরা। জানি বইকি ! অঙ্গন্যাস জানি, করাঙ্গন্যাস জানি।

১ম চর। কই কি রকম দেখাও দেখি।

গোরা। আগে অঙ্গন্যাস দেখবে, না আগে করাঙ্গন্যাস দেখবে ?

১ম চর। বেশ, আগে অঙ্গন্যাস।

গোরা। (১ম চরকে ধরিয়া মুখ ফিরাইয়া বসাইল) এই হচ্চে মূলাধার;—বুঝেছো ?

১ম চর। বুঝেছি।

গোরা। (চিৎ করিয়া ফেলিয়া) এই হচ্ছে স্বাধিষ্ঠান। আর এই হচ্ছে (গলা টিপিয়া) অনাহত—আর এই হচ্ছে বিশুদ্ধ (মুষ্ট্যাঘাত)।

১ম চর। এই এই! মেরে ফেললে! ও আল্লা মেরে ফেললে—

(দ্বিতীয় চরের বেগে প্রবেশ)

২য় চর। কেরে—কেরে!

গোরা। (উঠিয়া দ্বিতীয়কে মুষ্টি প্রহার করিতে করিতে) আর এই হচ্ছে করাঙ্গন্যাস।

২য় চর। ওরে বাবা! এ আল্লা! (উভয় চরের পলায়ন)

গোরা। যোগিরাজদের করাঙ্গন্যাসে আল্লা বলিয়ে ছেড়েছি। যখনি চিতোরে তোমাদের দেখেছি, তখনি বুঝেছি চর। আর তখন থেকেই তোমাদের পিছু নিয়েছি। আসুন ফকীর সাহেব, আপনার জায়গায় আসুন।

উজীর। কি আর তোমাকে বলব ভাই! দেখছি তুমি হিন্দু। তবে আমি বৃদ্ধ ফকীর। বার্দ্ধক্যের অধিকার নিয়ে, আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করি,তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাক। ও শয়তান আমার বড়ই লাঞ্ছনা করেছে।

গোরা। বসুন ফকীর সাহেব! সেলাম—বসুন। দেখুন ফকীর সাহেব! মানুষ হ'লে তার আর হিন্দু মুসলমান নেই—মানুষ দেখলেই ভক্তি হয়। আপনাকে দেখেই আমার ভক্তি হয়েছে। বসুন।

উজীর। হিন্দু মুসলমান দুইই যাঁর সৃষ্টি, তাঁর কাছে ত বিভেদ নেই ভাই—বিভেদ আমরা আপনা আপনির ভেতর ক'রে আত্মহত্যা করি।

গোরা। বসুন—বসুন—বেশ আপনার মিষ্টি কথা—বসুন বসুন!

উজীর। তুমি আগে বস ভাই। অঙ্গন্যাস করাঙ্গন্যাস দেখাতে তোমারও কিছু মেহনত হয়েছে ত?

গোরা। তা একটু হয়েছে। ওরা কে জানেন ফকীর সাহেব?

উজীর। আগে জানতে পারি নি, শেষে মারের চোটে আল্লা নাম শুনেই বুঝেছি।

গোরা। তাই—

উজীর। বোধ হয় চিতোরের রহস্য জানতে এসেছিল।

গোরা। রহস্যটা বেশ ক'রে জানিয়ে দেওয়া গেছে, কেমন?

উজীর। তাতো দেখলুম, আর মনে মনে তোমার সাহস ও বলের বহু প্রশংসা করলুম। এমন শক্তিমান্ সাহসী তোমরা—তোমাদের রাজ্য আমরা নিলুম কি ক'রে?

গোরা। আমরা একটু কিছু বিশেষ রকমের দাতা, বুঝেছেন?

উজীর। তাই বোধ হয়। নইলে আর ত কোন কারণ দেখতে পাই না। হিন্দু যুদ্ধে জয়ী হ'লেও রাজ্য হারায়।

গোরা। আপনি কি কখন যুদ্ধ ক'রেছেন?

উজীর। নিজহাতে অস্ত্র ধরিনি বটে—তবে ঘরে বসে কল টিপিছি।

গোরা। তা'হলে এ দশা কেন?

উজীর। খোদার মর্জি! তবে ইচ্ছায় এ বেশ গ্রহণ করিনি। এক নরাধমের ওপর প্রতিহিংসা নিতে ছদ্মবেশের জন্য ফকীরী নিয়েছিলুম। নিয়ে দেখলুম, আমার অবস্থার তুলনার সম্রাটের অবস্থাও তুচ্ছ। হিন্দুদ্বেষী মুসলমান, মুসলমানদ্বেষী হিন্দু, রাজা থেকে আরম্ভ করে ভিখারী পর্য্যন্ত যে আমায় দেখে সেই ভক্তির সহিত আমাকে অভিবাদন করে। আমার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, আমায় ফল জল এনে দেয়—স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে ক্রীতদাসের ন্যায় আমার সেবাতৎপর হয়। তখন বুঝলুম, ভেক নিয়ে যখন এত সৌভাগ্য, তখন আসল ফকীর হলে না জানি কত ভাগ্যেরই অধিকারী হ'ব। ভাবতে ভাবতে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি দূরে গেল। ফকীরীই আমার সার হ'ল।

গোরা। আপনি বুঝি আলাউদ্দীনের ওপর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করেছিলেন ?

উজীর। কি করে বুঝলে ?

গোরা। আপনি বুঝি উজীর ছিলেন ?

উজীর। ছিলুম।

গোরা। (হাস্য) আপনার ওপর বুঝি বাদশা অত্যাচার করেছে ?

উজীর। আমার উপর করলে ততটা দুঃখ ছিল না। আমার এক কন্যার উপর।

গোরা। হা—হা—

উজীর। হাসলে যে ?

গোরা। শুনে বড়ই সুখী হলুম।

উজীর। কন্যার উপর অত্যাচারের কথা শুনে!

গোরা। হাঁ বাবা। (হাস্য)

উজীর। সেকি! তুমি উন্মাদ নাকি ?

গোরা। কতকটা—বাদবাকী যেটুকু বুদ্ধি ছিল—সেটুকু তুমি গুলিয়ে দিয়েছো। তোমার দুঃখের কথা শুনে, প্রাণে আমার আনন্দ ধরছে না।

উজীর। তা'হলে তুমি নরাধম।

গোরা। হাঁ বাবা! অধমাধম।

উজীর। তা'হলে এস্থান ত্যাগ কর।

গোরা। আচ্ছা বাবা! এখনি ?—তাহ'লে নসীবনকে কি বলব ?

উজীর। নসীবন!

গোরা। হাঁ বাবা! নসীবন যে আমার বোন।

উজীর। সেকি—এ তুমি কি বলছ ?—ওবাপ্ ফেরো—শোন—

গোরা। আর না বাবা!

[প্রস্থান।

উজীর। দোহাই তোমার! হে প্রহেলিকাময় স্বর্গীয় দূত! ফেরো। আমার এ ফকীরের আবরণ—আমি ঘোর সংসারী—আমার প্রাণে অসংখ্য কামনা—অসংখ্য যাতনা—মুছতে এসে, শান্তি দিতে এসে ফিরে যেয়ো না।

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। পিতা!

উজীর। কে ও—নসীবন! ও কে নসীবন?

নসী। ঈশ্বরদত্ত সহোদর। পিতৃপরিত্যক্তা স্বামীনিগৃহীতা হত-ভাগিনীর দুঃখে বিগলিত হয়ে, ঈশ্বর আমাকে এক পবিত্র আশ্রয় প্রদান করেছেন। যথার্থ কথা বল্‌তে কি পিতা—আমি এত আদর, এত ভাল-বাসা, জীবনে কখন অনুভব করিনি।

উজীর। তুমি কোথায়?

নসী। চিতোরে।

উজীর। এ অন্ধকার রাত্রে তুমি এখানে কেন?

নসী। কেন, এখানে দাঁড়িয়ে সব বলতে সাহস করি না। এইমাত্র বলতে পারি, অপমানে, মনস্তাপে আত্মহারা হয়ে প্রতিহিংসা নিতে আমি এক বিষম কার্য্য করে ফেলেছি। যদি কন্যার প্রতি মমতা রেখে সে কথা শুনতে ইচ্ছা করেন, তাহ'লে তার আশ্রমে পদার্পণ করুন।

উজীর। আমি যে প্রতিহিংসা মন থেকে দূর করে দিয়েছি মা! আমি যে এখন ফকীর।

নসী। পরোপকার কার্য্য কি ফকীরীর অন্তরায়? তা যদি না হয়, তাহ'লে আমার আশ্রয়দাতা, পালয়িতা, রক্ষাকর্ত্তার মঙ্গলসাধন করুন।

উজীর। বেশ, চল। ব্যাপারটা কি নিশ্চিন্ত হয়ে শুনি।

পঞ্চম দৃশ্য।

[গুজরাট্—সম্রাটের শিবির]

আলাউদ্দীন।

(প্রথম চরের প্রবেশ ও অভিবাদন *)

আলা। কি খবর ?

১ম চর। জাঁহাপনা খবর বড় বিষম। আপনি যদি আর দু'দিনের মধ্যে গুজরাট দখল না করেন, তা'হলে আপনার গুজরাট দখল করাত অসম্ভব হবেই, এমন কি দিল্লীতে ফিরতেও কষ্ট পেতে হবে।

আলা। মেবার কি বাধা দিবার উদ্যোগ করছে ?

১ম চর। শুধু উদ্যোগ নয় জাঁহাপনা, এক বিরাট আয়োজন করেছে। করেছে কেন—অর্দ্ধেক সৈন্য ইতিমধ্যে মেবার পরিত্যাগ করেছে। তারা আপনার দিল্লী ফেরবার পথে বাধা দিবার জন্য আরাবলীর গিরিসঙ্কট অবরোধ করতে চলেছে। আর একদল আজমীরের দিকে ছুটেছে। রাণা নিজে গুজরাটের সাহায্যার্থ সৈন্য নিয়ে আসছে। মেবারীরা আপনাকে একেবারে বেড়াজালে ঘেরবার চেষ্টা করছে।

আলা। এত সৈন্য চালাবে কে ?

১ম চর। মেবারের যত বিজ্ঞ সরদার সৈন্য পরিচালনার ভার নিয়েছে। কিন্তু কে কোথায় থাকবে তা বলতে পারি না।

আলা। চিতোরে রইল কে ?

১ম চর। বৃদ্ধ রাজা ভীমসিংহ। আর একজন সিংহলী বীর নগর রক্ষার ভার নিয়েছে, তার নাম গোরা।

আলা। হুঁ! বুঝেছি। তাহ'লে তুমি এখন বিশ্রাম নাওগে। তুমি যে চিতোরে প্রবেশ ক'রে এতটা সংবাদ আনতে পারবে এটা বিশ্বাস করিনি।

১ম চর। আমি সন্ন্যাসী সেজে চিতোরে প্রবেশ করেছিলুম। চরের কার্য্যে পারিদর্শিতা লাভ করতে পারবো ব'লে, আমি হিন্দুর শাস্ত্র সব অধ্যয়ন করেছি।

আলা। তোমার কার্য্যের যোগ্য পুরস্কার নাই। তথাপি আপাততঃ এই পুরস্কার নাও। দিল্লীতে পৌঁছিলে অন্য পুরস্কার তোমার পাওনা রইল। (অঙ্গুরী প্রদান।)

(চরের প্রস্থান—ওমরাওয়ের প্রবেশ)

ওমরাও। জাঁহাপনা! বড়ই দুঃখের কথা! আমাদের সৈন্য সপ্তাহ ধ'রে প্রাণপণে যুদ্ধ করেও সহরের কোনও অনিষ্ট করতে পারলে না, এই সাতদিনের ভেতরে নগর প্রাচীরের সামান্য মাত্র অংশও ভগ্ন করতে আমরা সমর্থ হইনি!

আলা। তাহ'লে এখন কি করতে চাও?

ওমরাও। আমার ইচ্ছা, নগর অবরোধ করি।

আলা। অর্থাৎ?

ওমরাও। অর্থাৎ যতদিন সম্ভব, নগর মধ্যে আগম-নিগমের পথ রোধ করে বসে থাকি! এ দিকে কতক ফৌজকে গুজরাট দেশ লুণ্ঠন করতে নিযুক্ত করি, না খেতে পেলেই নগর বশে আসবে।

আলা। আর তিন দিন মাত্র সময় আমি নষ্ট করতে পারি, এর বেশী পারি না। আমি ক্ষুদ্র গুজরাটের জন্য, দিল্লী হারাতে ইচ্ছা করি না। জান কি, চিতোরে রণসজ্জার এক বিরাট আয়োজন হচ্চে?

ওমরাও। কই, তাতো শুনিনি জাঁহাপনা!

আলা। শোননি, আমার কাছেই শোন। একথা শুনে, তুমি কি আর একদিনও থাকতে সাহস কর?

ওমরাও। তা কেমন ক'রে করতে পারি?

আলা। আমরা রাজধানী থেকে বহুদূরে। চিতোরী সৈন্য যদি একবার পথের মাঝে আমাদের গতি রোধ করে বসতে পারে, তাহ'লে দিল্লী থেকে সৈন্য সাহায্য পাবার আর কোন উপায় থাকবে না।

ওমরাও। তাহ'লে কি করব হুকুম করুন!

আলা। আমার পুনরাদেশ পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখ।

ওমরাও। যো হুকুম। তাহ'লে কি সৈন্য নিয়ে শিবির সন্নিবেশিত ক'রে বসে থাকবো?

আলা। সসজ্জ হয়ে বসে থাকবে। যেন আদেশ মাত্র মুহূর্ত্তের ভেতরে তাদের সমাবেশ করতে পার। আমি দুইদিন মাত্র সময় অপেক্ষা করবো।

ওমরাও। যো হুকুম। [প্রস্থান।

আলা। কে আছ? পাঠনপতিকে সেলাম দাও।—বলে, সকলে প্রাণপণে যুদ্ধ করছে! আরে মূর্খ! প্রাণপণে যুদ্ধ করলে কি কথন রাজ্য জয় হয়! শশকও ছোটে, কুকুরও তার পেছনে পেছনে ছোটে। শশক ছোটে তার প্রাণের জন্য, কুকুর ছোটে তার মনিবের মনস্তুষ্টির জন্য। এ দুই ছোটাতে কত প্রভেদ! কুকুর শশকের সঙ্গে ছুটতে পারবে কেন? গুজরাটবাসী স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, ধর্ম্মরক্ষার জন্য, স্ত্রীপুত্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণপাত করছে। উৎপীড়নে সে প্রাণের প্রসার বৃদ্ধি করে, কথন হ্রাস করতে পারে না। দেশ জয় করতে হ'লে, বিশ্বাসঘাতক হওয়া চাই। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের গোপনক্রিয়ায়, দেশবাসীকে আত্মরক্ষার অস্ত্র হতে বঞ্চিত করা চাই; দেশের কুলাঙ্গারের সহায়তা চাই। যেখানে আলোক তার পাশেই অন্ধকার। ঈশ্বরের রচিত দুনিয়াতেই শয়তানের বাস, যেথানে স্বদেশ হিতৈষী, তার পাশেই স্বদেশদ্রোহী নীচাশয়। এইবারে আমি গুজরাট জয়ের জন্য, এইসব তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ব্যবহার করবো—সাত দিনে তোমরা যে কার্য্য করতে

পারনি, সে কার্য্য আমি একদিনে নিষ্পন্ন করবো। আসুন রাজা! আমি শুনেছি, আপনি বংশগৌরবে রাজপুতদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(পাঠনপতির প্রবেশ)

পাঠন। তা যা শুনেছেন, তা কতকটা ঠিক। আমি অগ্নিকুল প্রমার বংশ।

আলা। তবে চিতোর আপনাদের মধ্যে প্রধান হল কি ক'রে?

পাঠন। কি ক'রে হ'ল যে সম্রাট্ সেই কথা নিয়ে আজও ভাটেদের মধ্যে তর্ক চলছে। তবে একটা মীমাংসা তারা করে ফেলেছে! তারা যখন আমার কাছে আসে, তখন বলে আমি শ্রেষ্ঠ। আবার যখন রাণার কাছে যায়, তখন বলে রাণা শ্রেষ্ঠ।

আলা। ভাল, আমি যদি তর্কের মীমাংসা করে দিই?

পাঠন। মীমাংসা করা দরকার হয়ে পড়েছে। কেননা রাণার অহঙ্কারটা আমার আর সহ্য হচ্ছে না।

আলা। আমারও সহ্য হচ্চে না। বড় বংশ মাথা হেঁট ক'রে থাকে, এ আমার দেখতে বড় কষ্ট হয়।

পাঠন। তাতো হবেই—আপনি হচ্চেন দিল্লীর বাদশা—তার ওপর বড় বংশের ছেলে—খিলিজী—কত উঁচু—হিন্দুকুশ পর্ব্বতের মাথা থেকে দয়া করে মাটীতে নেমে এসেছেন।

আলা। বিশেষতঃ আপনি আমার বন্ধু।

পাঠন। আমার কত বড় অদৃষ্ট!

আলা। ভাল দোস্ত! আমি যদি রাজপুতনার ভেতরে আপনাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেবার চেষ্টা করি।—

পাঠন। আপনি চেষ্টা করলে, না হয় কি!

আলা। কিন্তু আপনাকেও একটু সাহায্য করতে হবে।

পাঠন। সাহায্য! আমাকে!

আলা। আমি আপনার সৈন্য সাহায্য চাই না—কেবল জানতে চাই কোনো সুগম পথ দিয়ে চিতোরে উপস্থিত হ'তে পারি কি না?

পাঠন। এখানে থেকে চিতোরে পৌঁছিবার অনেক পথ আছে। সিরোহীর পথ, আরাবলীর পথ, আজমীরের পথ।

আলা। পাঠন রাজ? এসকল পথ ত তেমন সুগম নয়।

পাঠন। না ততটা সুগম নয়।

আলা। তাহ'লে—

পাঠন। তাইত, তাহ'লে!

আলা। শোন বন্ধু! মনের ভাব গোপন ক'রে আমার সঙ্গে কথা কইলে আমি বন্ধুত্বের সুখ পাব না। আমার ইচ্ছা হিন্দুর সঙ্গে সৌহার্দ্দ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হিন্দু মুসলমানে ভাই ভাই হয়ে, দিল্লীর সিংহাসনকে উভয়ের জাতীয় সম্পত্তি ক'রে দিই।

পাঠন। অতি মহৎ উদ্দেশ্য।

আলা। সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনার সাহায্য প্রয়োজন, চিতোরের দাম্ভিক রাণার জন্য, আমি ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করতে পারছি না। আপনি বুদ্ধিমান্। রাজপুতনার শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবার এ শুভ সুযোগ আপনি ত্যাগ করবেন না। আমি বহু সৈন্য নিয়ে এখানে উপস্থিত। চিতোর জয় মনে মনে সঙ্কল্প। গুজরাট জয় অছিলা মাত্র। অজ্ঞাত পথ দিয়ে, যে পথে চিতোর আপনাকে চিরদিন নিরাপদ মনে করে রেখেছে,—সেই পথ দিয়ে তাকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করবো। আপনি কেবল সেই সুগম পথটা ব'লে দিন।

পাঠন। আছে, পথ আছে, সুগম—অতি সুগম! কিন্তু বলতে যে সাহস করছি না সম্রাট!

আলা। বুঝতে পেরেছি পথ আপনার রাজ্যমধ্য দিয়ে—

পাঠন। রাজ্য কেন—আমার নগরের মধ্য দিয়ে—তাইবা কেন—আমার ঘরের ভেতর দিয়ে—আমার বুকের ওপর দিয়ে।

আলা। আপনি চিতোরের ভয়ে, সে পথ দিতে সাহস করছেন না?

পাঠন। যতদিন চিতোর ভূমিসাৎ না হয়, ততদিন কেমন ক'রে পারি!

আলা। আমি রাত্রে যাব। এমন নীরবে যাব যে পাঠনবাসীর নিদ্রার ব্যাঘাত হবে না।

পাঠন। আ! তা যদি যেতে পারেন, খুব বজায় রেখে যদি চলতে পারেন, তাহ'লে বুকের ওপর দিয়েই চলে যান না।

আলা। তাহ'লে আপনি আসুন; সময়মত আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করব। কিন্তু একথা যেন তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগত না হয়।

পাঠন। বাপ্! এও কি একটা কথা! আপনি কি তা'হলে গুজরাট জয় করবেন না?

আলা। আমি কি বঙ্গ দেশজয় করতে বেরিয়েছি। আমি হিন্দুস্থানের সমস্ত অধিবাসীকে, হিন্দু মুসলমানকে এক করতে বেরিয়েছি। মানুষকে এক করবার দুই উপায়—প্রেমের উত্তাপ আর শক্তির চাপ। প্রেমে গ'লে গেলে, শত্রু-মিত্র ভেদ থাকে না, মানুষে মানুষে মিলে যায়। যেখানে প্রেমে কার্য্যসিদ্ধি হয় না—সেখানে শক্তি। প্রেমে গুজরাটকে দিল্লীর সাম্রাজ্যের সঙ্গে এক করে নেব। চিতোরকে এক করব শক্তিতে।

পাঠন। কি মহত্ত্ব!—কি মহত্ত্ব!—তা প্রেমটা কোন জাতীয়—উদ্দণ্ড না অপোগণ্ড?

আলা। সে কি রকম?

পাঠন। আজ্ঞে সম্রাট প্রেমটা দু'রকম আছে। একটাতে মানুষ নাচে, আর একটাতে গুম্ হয়ে বসে যায়। কিন্তু ফল দুয়েই এক। এই আপনাদের ভেতরে কেউ কেউ খোদার নাম নিয়ে নাচে, আমাদের

ভেতরে—কেউ হরি হরি, কেউ বা হর হর বোলে নৃত্য করে—তার নাম উদ্দণ্ড প্রেম।

আলা। আর একটা।

পাঠন। তাতে একটু আলুলায়িত কেশ, একটু বিগলিত বেশ—একটু মৃদুহাস্য, একটু মিঠেলাস্য—আরত সব বুঝতেই পারলেন—একবার সেই প্রেমপ্রতিমাকে দেখা—আর হাঁটুতে মাথা রেখে গুম্ হয়ে বসা।

আলা। বেশ বেশ। এ আমোদ উপভোগ রণক্ষেত্রে করবার বড় সুবিধা হ'লনা বন্ধু—দিল্লীতে বসে করা যাবে।

পাঠন। যথা আজ্ঞা—যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

আলা। দিল্লীর চিড়িয়াখানায় যতদিন না তোমায় পুরতে পারছি, ততদিন আমার আমোদ হচ্ছে না। তোমার মত ভাঁড়-রাজার চিড়িয়াখানা বাসই যোগ্য।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। জাঁহাপনা। একজন গুজরাট সরদার—

আলা। শিগ্‌গির নিয়ে এস।—আর যতক্ষণ হুকুম না করব, ততক্ষণ আর কাউকেও এখানে আসতে নিষেধ ক'র।

প্রতিহারী। যো হুকুম! [প্রস্থান।

আলা। চারদিক থেকে আশা বাহুজাল বিস্তার ক'রে আমাকে আবদ্ধ করতে আসছে। চিতোর আপনার কৌশলজালে আপনি আবদ্ধ হচ্ছে। আমাকে ধরবার জন্য ফাঁদ পাতছে, আমি এক অজ্ঞাত প্রদেশ দিয়ে, বাজের মতন, অরক্ষিত চিতোরের বুকে পড়বো। আর গুজরাট! তোমার রাণী আমার পার্শ্বশোভিনী হবার জন্য লালায়িত। তোমাকে দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত করা না করা আমার ইচ্ছা।

(গুজরাটী সরদারের প্রবেশ)

সর। জাঁহাপনা সেলাম !

আলা। আর সেলামে কুলুচ্ছে না — কাজের কথা বল।

সর। কাজের কথা ত বলছিই জনাব ! আপনি অদ্যরাত্রে পূর্ব্ব ফটক দিয়ে সহরে প্রবেশ করুন। সমস্ত প্রধান সরদারেরা আপনার সহায়তা করবেন। তাঁহাদের সাহায্যে আপনিই রাণীর উদ্ধার করুন।

আলা। তোমরা সকলে একমত হ'তে পারলে না ?

সর। একমত কি জনাব ! সমস্ত হিন্দু সরদার আপনার পক্ষ। এক বিপক্ষ কাফুর খাঁ। তাঁকে কিছুতে কোন প্রলোভনে আমরা সম্মত করতে পারলুম না। রাণী তাঁরই আদেশে দুর্গ-গৃহে বন্দিনী।

আলা। বেশ, অদ্য রাত্রেই আমি গুজরাটে প্রবেশ করবো। দেখ, সকলে একমত হ'লে, আমাকে আর শত্রুভাবে প্রবেশ করতে হ'ত না। গুজরাটের রাণী কমলাদেবী দিল্লীশ্বরী হবেন। আমি সেই দিল্লীশ্বরীর প্রতিনিধি স্বরূপ হয়ে তোমাদের সঙ্গে পান আতরের আদান প্রদান করতে পারতুম।

সর। আমাদেরও ত তাই ইচ্ছা ছিল জনাব ! কিন্তু কি করব— অদৃষ্ট।

আলা। বেশ, আজ রাত্রেই আমি গুজরাটে প্রবেশ করবো। কাফুর খাঁ কোন্ ফটকে আছে ?

সর। তিনি পশ্চিম ফটক রক্ষা করছেন।

আলা। বেশ, তোমরা প্রস্তুত হওগে।

সর। যো হুকুম। [প্রস্থান।

(প্রথম ওমরাওয়ের প্রবেশ)

আলা। আজ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে পঞ্চাশ হাজার ফৌজ নিয়ে,

তুমি পশ্চিম ফটক আক্রমণ কর। প্রবেশ করতে না পার গুজরাটী সৈন্যকে আবদ্ধ রাখ। আমার অন্য আদেশ ব্যতীত স্থানত্যাগ ক'র না।

ওমরাও। যো হুকুম।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[গুজরাট—দুর্গতোরণ]

সিপাহীদ্বয়। (নেপথ্যে রণবাদ্য ও কোলাহল)

১ম সিপাহী। বিষম শব্দ! যেন সহস্র বজ্রাঘাতে হিমালয় বিচূর্ণ হয়ে গেল। দেখ, দেখ—শীঘ্র দেখ ব্যাপার কি।

২য় সিপাহী। আর ব্যাপার কি দেখতে হবে না—ও বোঝা গেছে। দিল্লীর সৈন্য বুঝি পূর্ব্ব ফটক ভেঙ্গে সহরে প্রবেশ করলে! হায়, এতদিন পরে গুজরাটের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হ'ল! রাজার মৃত্যুর পর দুই-মাস সময়ও বিলম্ব হ'ল না।

১ম সিপাহী। হতাশ হও কেন, তুমি দেখ না।

২য় সিপাহী। এখান থেকে কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

১ম সিপাহী। আরও একটু উপরে, দুর্গ প্রাকারে উঠে দেখ। চারিদিক দেখ। প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

২য় সিপাহী। (প্রাচীরে উঠিয়া) উঃ কাতারে কাতারে সৈন্য!

১ম সিপাহী। আমাদের নয়? নিশান দেখ, নিশান দেখ।

২য় সিপাহী। ধূলায় ধূলায় দিক্ আচ্ছন্ন—দর্পের সঙ্গে উঠতে উঠতে যেন পর্ব্বত শিখর গ্রাস করতে চলেছে। সূর্য্যের মুখ পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। একি! অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে অঙ্কিত ও কার বিজয় নিশান নগর তোরণে প্রোথিত হল? ও ত আমাদের নয়—আমাদের নয়!

১ম সিপাহী। তবে আর কেন ভাই, নেমে এস।

২য় সিপাহী। ভাই, কি শোচনীয় দৃশ্য! অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্নিত নিশানের আবরণে দিল্লীর উৎসাহপূর্ণ উল্লসিত অগণ্য সৈন্যের বেষ্টনে মাথা হেঁট করে অস্ত্রশূন্যহস্তে আমাদের পরাজিত সৈন্য নগরে প্রবেশ করছে। কি শোচনীয় দৃশ্য! সঙ্গে সঙ্গে হতমান সরদার।

১ম সিপাহী। আর ও দৃশ্য দেখছ কেন ভাই—নেমে এস। বুঝতে পারা গেল, গুজরাটের ভাগ্যলক্ষ্মী বাদশাকে বরণ করলেন। আর কোন দিকে কিছু দেখছ?

২য় সিপাহী। ধন্য ধন্য!

১ম সিপাহী। কি কি! বল ভাই, এখনও যদি কোন আশার সংবাদ থাকে, শীঘ্র বল।

২য় সিপাহী। ধন্য কাফুর! ধন্য তোমার বীরত্ব! সার্থক রাজা তোমাকে ক্রয় করে এনেছিলেন। তুমিই পরলোকগত প্রভুর মর্য্যাদা রাখলে। আমরা আজন্ম গুজরাটে বাস করেও যা করতে পারলুম না, তুমি দু'দিন এসে তাই করলে! হও তুমি মুসলমান, তুমিই জন্মভূমির প্রিয়সন্তান। আমরা মাতৃঘাতী কুলাঙ্গার।

১ম সিপাহী। নেমে এস, নেমে এস।

২য় সিপাহী। একি! একি সর্ব্বনাশ!

১ম সিপাহী। কি?

২য় সিপাহী। রাণী একটা প্রকাণ্ড মই দিয়ে দুর্গ প্রাচীরের বাইরে চলে গেলেন। কি সর্ব্বনাশ হ'ল!—গুজরাটের স্বাধীনতা গেল—সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম গেল। ভাই! কি সর্ব্বনাশ হল—কি সর্ব্বনাশ হ'ল।

[প্রস্থান।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। দোহাই গুজরাটবাসী! আর এক দিনের জন্য নগর রক্ষা কর। নিশ্চয় বলছি, কাল তোমাদের কর্ম্মের অবসান হবে। এক

মহাবীর তোমাদের সহায়তার জন্য সৈন্য নিয়ে আসছেন। দোহাই এতদিন প্রাণপণে জন্মভূমির জন্য যুদ্ধ ক'রে মুক্তির মুহূর্ত্তে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ো না—দোহাই দোহাই! [প্রস্থান।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। ফিরে আয় কাপুরুষ, ফিরে আয়। দেশ নষ্ট করতে বেইমানদের সঙ্গে যোগ দিসনি। আমরা এখনও বেঁচে আছি। শুধু বেঁচে নয়, যুদ্ধে শত্রুকে হটিয়ে বীরগর্ব্বে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের চতুর্গুণ সৈন্য নিয়ে ভীমবেগে আক্রমণ ক'রেও শত্রু যখন তিন তিনবার এ ফটক থেকে ফিরে গেছে, তখন নিরাশ হয়ে সহর শত্রুর হাতে তুলে দিস্‌নি। এরপরে নিত্য অপমান, লাঞ্ছনা ও বিজয়ীর পদাঘাত খেয়ে তোদের দিন কাটাতে হবে। ফের্ এখনও ফের্। কেউ ফিরলোনা। যা, তবে জাহান্নামে যা। তোদের রাণীর, তোদের স্ত্রীপুত্রের ইমান যদি তোরা নিজে রক্ষা না করিস, তাহ'লে যা, সকলে জাহান্নামে যা।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। আর লোক ডেকে লাভ কি জনাব, আর বাধা দিয়েই বা ফল কি? রাণী বাদশার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। এক সিঁড়ি সংগ্রহ ক'রে, তাই দিয়ে পাঁচিল পার হ'য়ে, তিনি নিজে সম্রাট শিবিরে উপস্থিত হয়েছেন।

কাফুর। যাক্, তবে আর কি! অভিমানী গুজরাটপতির স্ত্রীর এই পরিণাম হ'ল! হিন্দুর ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সমস্ত হিন্দু রাজাদের সাহায্য চাইলুম, কেউ এল না! চিতোরও এলোনা! তাহ'লে বাদশার হাত থেকে যদি প্রাণ রক্ষা হয়, যদি কখনও অবকাশ পাই, তা'হলে প্রতিজ্ঞা করছি, এই স্বার্থান্ধ মনুষ্যত্বহীন হিন্দু রাজাদের একবার শিক্ষা দেব।

পরি। আপনি একবার আসুন, রাণী আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করেন।

কাফুর। কোথায়? হেটমুণ্ডে শত্রু শিবিরে? তোমাদের রাণীকে ব'ল,দাসের ধর্ম্মরক্ষা করতে,আমি তার অন্য সমস্ত আদেশ পালন করতে পারি, কেবল প্রভুপত্নীর জারের কাছে গিয়ে মাথা হেঁট করতে পারিনা।

(কমলাদেবীর প্রবেশ)

কমলা। কাফুর!

কাফুর। কি রাণী?

কমলা। তুমি ধার্ম্মিক-চূড়ামণি। আমি কিন্তু ধর্ম্মত্যাগিনী। তথাপি পরলোকগত রাজার নামে, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করবে?

কাফুর। বিশ্বাস যোগ্য হ'লে করবো।

কমলা। আমি প্রতিহিংসার বশবর্ত্তিনী হয়ে ধর্ম্ম ত্যাগ করতে চলেছি। মৃত্যুকালে স্বামী আমাকে আদেশ দিয়ে যান, যদি কখন চিতোররাজ কর্ত্তৃক আমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পার, তবেই জানবো তুমি আমার স্ত্রী। যদি এর জন্য তোমাকে ধর্ম্ম ত্যাগ করতে হয়, পত্যন্তর গ্রহণ করতে হয়, তথাপি তুমি আমার স্ত্রী। প্রতিশোধের উপায়ান্তর না দেখে, আমি মুসলমান সম্রাটের শরণাপন্ন হয়েছি। ক্ষুদ্র গুজরাটের রাণী হয়ে যখন কিছু করতে পারলুম না, তখন ভারত-সাম্রাজ্ঞী হবার বাসনা হ'ল। দেখবো, আত্মনাশ করেও চিতোরের সর্ব্বনাশ করতে পারি কি না!

কাফুর। সত্য?

কমলা। এর একটী কথাও মিথ্যা নয়। মনের একটী কথাও তোমার কাছে গোপন করিনি। প্রভুভক্ত বীর! আমি তোমার পরলোকগত প্রভুর নাম ক'রে, তোমার কাছে সহায়তা ভিক্ষা করি। সম্রাট আমাকে দিয়ে তোমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছেন।

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

আলা। সম্রাট নিজেই নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। বীরশ্রেষ্ঠ! এই যুদ্ধে তুমি আমার সর্ব্বপ্রধান শত্রু ব'লেই, আমি তোমার মিত্রতা বাঞ্ছা করি। তুমি এসে দিল্লীর সম্রাটের সেনাপতিত্ব গ্রহণ কর।

কাফুর। সম্রাট! যদি প্রতিজ্ঞা করেন, আমি যখন হিন্দুস্থানের যে রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করতে ইচ্ছা করবো, আপনি সন্তুষ্ট মনে তার অনুমোদন করবেন, তবে আমি আপনার গোলামী গ্রহণ করতে পারি।

আলা। কাফুর! প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি যদি আমারও বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে চাও, আমি তৎক্ষণাৎ তোমাকে গলা বাড়িয়ে দেবো।

কাফুর। (আলার পায়ে অস্ত্র রাখিয়া) জাঁহাপনা! গোলামের সেলাম গ্রহণ করুন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[চিতোর—গিরিসঙ্কট]

উজ্জীর

উজ্জীর। একি চিতোরের চরিত্র! একি চিতোরের প্রতিজ্ঞা! একি আতিথেয়তা! একটা অপরিচিতা মুসলমান মহিলার আবেদনে, এরা কি না সমস্ত চিতোরী অম্লানবদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চলেছে! রাণা কিনা একটা তুচ্ছ ভিখারিণীর মর্য্যাদা রাখতে, বংশের প্রদীপ, চিতোরের ভাবী রাণা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নির্ব্বাসিত করে দিয়েছে! তার অপরাধ—সে কি না যথাসময়ে অপরাপর সরদারের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হ'তে পারিনি! অথচ মৃত্যুকে সম্মুখে ক'রে সে সাহসী যুবক, অভিযানের পূর্ব্বক্ষণে পিতার কাছে উপস্থিত হচ্ছিল! একি উন্মাদ ধর্ম্মজীবন! এই হিন্দুজাতিকে আমরা চিনতে পারলুম না! সামান্য আত্মীয়তায়, অতি সহজে যাদের আমরা আপনার করতে পারতুম, ক্ষুদ্র স্বার্থে, নীচ অভিমানে, চক্ষে ইচ্ছা পূর্ব্বক একটা মোহের আবরণ দিয়ে আমরা কিনা তাদের দেখেও দেখলুম না! এক ঘরে বাস করতে এসেও তাদের কিনা দূরে দূরে রেখে দিলুম! অথচ যে শক্তি-সাধনের উদ্দেশ্যে তাদের দুর্ব্বল করতে চলেছি, তাদের আত্মীয়তায় আবদ্ধ করতে পারলে, সেই শক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হ'ত। হিন্দুস্থান আত্মকলহে বীরশূন্য হ'ত না! হীনবীর্য্য না হয়ে জগতে বীরত্বের কেন্দ্রভূমি হ'তে পারত!

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। পিতা!—

উজীর। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, এক প্রাণহীনকে বরণ করলি! অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, একটা দেশকে নষ্ট করতে চললি! এমন সোণার দেশ, এমন সোণার মানুষ, দেবকুমারের মত এক একটা বালক, যেখানে হাসিভরা মুখ নিয়ে স্বর্গের আলোকে প্রতিফলিত স্বর্গীয় প্রাণপূর্ণ চিত্রের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে সাধ ক'রে কি অন্ধকারের আবাহন করলি মা!

নসী। অরুণসিংহকে দেখেছো?

উজীর। তাকেও দেখেছি, তার তেজোময়ী বধকেও দেখেছি, বীরত্ব গর্ব্বভরা তার বাপের সংসার দেখেছি—অতিথি হয়ে আদর পেয়েছি। আর কেঁদেছি।

নসী। শুধু কাঁদলে ত হবে না, আমাকে ত রক্ষে করতে হচ্ছে! রাণার ঘরের সে অমূল্য রত্ন ত আবার ঘরে আনতে হচ্ছে! নইলে চিতোরে আমি যে লোক সমক্ষে বেরুতে পারছি না!

উজীর। রাণা না ফিরলে ত কিছু করতে পারছি না। কিন্তু রাণা যে কবে ফিরিবে তার কিছুমাত্র স্থিরতা নেই। তাঁর ফেরবার পূর্ব্বে চিতোরের বিপদ না হয়, তবেই রক্ষা। চিতোরের সৌভাগ্য সম্বন্ধে আমি বড়ই সন্দিগ্ধ হয়েছি।

নসী। আপনার সন্দেহের কারণ?

উজীর। তুমি ত আলাউদ্দীনকে চিনেছ?

নসী। না পিতা! এখনও চিনতে পারিনি। তাকে যখন আত্ম-সমর্পণ করি, তখন বুঝেছিলুম সে দেবতা। তৎকর্ত্তৃক অপমানিত হয়ে যখন আমি দিল্লী পরিত্যাগ করি, তখন বুঝেছিলুম সে শয়তান। যখন

এই নগর সন্নিহিত পার্ব্বত্যপথে, এক আততায়ী বালককে সে কোলে ক'রে আমার হাতে সমর্পণ করে তখন বুঝেছিলুম যে মানুষ। তার পর যখন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, জল্লাদের হাতে সমর্পিত আপনাকে অক্ষতদেহে জীবিত দেখলুম—তখনই আমার সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে। সে যে কি, এখন আমি কিছু বুঝ্‌তে পারছি না।

উজীর। সে রাজা। সে দুনিয়ায় রাজত্ব করতে এসেছে। রাজ্য-বিস্তারই তার অভিলাষ। সে যখন মানুষ, তখন তাতে দয়া, মায়া, মমতা সমস্তই আছে। সে যখন রাজা, তখন দয়া, মায়া, মমতা তার ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে সে দেবতা হতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে সে শয়তান। সে যে তোমাকে প্রীতি করে না, এটা আমার মনে হয় না। কিন্তু রাজ্যবৃদ্ধির জন্য যদি প্রীতির বিসর্জ্জন দিতে হয়, পিতৃব্যকে হত্যা করতে হয়, আমাকে নির্ব্বাসিত করতে হয়, তা সে অনায়াসে করতে পারে। যদি গুজরাটের রাণীকে বিবাহ করলে রাজ্যবৃদ্ধি হয়, তাহ'লে সে বিবাহের জন্য প্রস্তুত—যদি চিতোর ধ্বংসে রাজ্য বৃদ্ধি হয়,ত আলাউদ্দীন চিতোরের সর্ব্বনাশে ইতস্ততঃ করবে না।

নসী। তাহ'লে ত সর্ব্বনেশে কথা কইলেন পিতা!

উজীর। যদি সে আত্মহারা না হয়, তাহ'লে অতি অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত হিন্দুস্থান তার পদানত হবে। তুমি বোধ হয়, তার পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলে?

নসী। হয়েছিলুম। সম্রাট আরবী, পারসী, সংস্কৃত তিন ভাষাতেই সুপণ্ডিত।

উজীর। কিন্তু দুই বৎসর পূর্ব্বে কোনও ভাষাতে তার অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না।

নসী। বলেন কি!

উজীর। এখন বোঝ সে কতবড় শক্তিমান! আত্মহারা হয়ে সে

যদি শক্তির অপলাপ না করে, তাহলে হিন্দুস্থানে এমন কেউ নেই, যে তার সাম্রাজ্য-বিস্তারে বাধা দেয়।

নসী। রাণা লক্ষ্মণসিং ?

উজীর। রাণা ধর্ম্মবীর। কিন্তু তাঁর কাজ দেখে তাঁকে কর্ম্মবীর বলে ত বোধ হয় না। উদ্দেশ্যের গুরুত্ব নিয়ে কর্ম্মের গুরুত্ব। একজন ভিখারিণীর অভিমান বজায় রাখতে তিনি যে চিতোরকে বিপন্ন করতে চলেছেন, এতে ধর্ম্মের রাজ্যে তাঁর কাজ গৌরবান্বিত হতে পারে, কিন্তু কর্ম্মের রাজ্যে তা নিন্দার্হ। এই সময় যদি কোন প্রবল বহিঃ-শত্রু চিতোর আক্রমণ করে, তাহ'লে চিতোর রক্ষা করবে কে! যদি আলাউদ্দীনই রাণার চক্ষে ধূলি দিয়ে চিতোরে এসে উপস্থিত হয়!

নসী। তাই ত পিতা তা'হলে কি হবে ?

উজীর। কি হবে, তা এক সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকার্য্যের নিয়ন্তা ভিন্ন আর কে বলতে পারে ? তবে আমি আছি কেন তা জান ?

নসী। অভাগিনী কন্যার মান রক্ষার জন্য।

উজীর। কতকটা সে কারণে বটে। কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। তুমি জান, চিরদিনই আমি দাম্ভিক। দরিদ্র ভিখারী বেশে যখন আমি হিন্দুস্থানে প্রবেশ করি, তখনও পর্য্যন্ত একমাত্র দম্ভ আমার সম্বল ছিল। গর্ব্বিত সৈয়দ বংশে আমার জন্ম। আমি অর্থ প্রলোভনে, ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে, এমন কি রাজ্য প্রলোভনেও গর্ব্ব বিসর্জ্জন দিইনি। তোমাকে সুন্দরী দেখে, কত আমীর ওমরাও এই গর্ব্বিত ভিখারীর শরণাপন্ন হয়েছিল। বৃদ্ধ জালালউদ্দীন পর্য্যন্ত তোমাকে আমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিল। সে ভিক্ষা দিলে, আজ আলাউদ্দীনকে দিল্লীর সিংহাসন পেতে হ'ত না— আমিই হিন্দুস্থানের সম্রাট হতুম। বংশ-সম্মানের জন্য আমি হিন্দুস্থান পুরস্কার পরিত্যাগ করেচি। কিন্তু নসীবন, সে অহঙ্কার আমার চূর্ণ হয়ে গেছে: ভিখারী হয়ে আমি যা রক্ষা করতে পেরেছিলুম, উজীর

হয়ে তা পারিনি। ভিখারী কন্যা নসীবন গর্ব্বরক্ষা করেছিল, উজীর কন্যা নসীবন সে গর্ব্ব আলাউদ্দীনের হাতে উপঢৌকন দিয়েছে। তখনি বুঝেছিলুম, যে যার মান নিজে ভিন্ন অন্যে রক্ষা করতে পারে না।

নসী। তবে কেন পিতা এ মর্য্যাদাহীনার জন্য কষ্ট পান?

উজীর। এই যে বললুম মা, সম্পূর্ণ তোমার জন্য নয়। শুধু তোমার জন্য হ'লে অনেক পূর্ব্বেই এস্থান ত্যাগ করতুম। অবশ্য ক্রোধে নয়। ফকীর আমি, উজীরের ক্রোধ সেই আলাউদ্দীনের শিবিরেই রেখে এসেছি। বিশেষতঃ আমার যেন মনে হয়, তুমিই আমার ফকীরীর সহায়তা করেছ, তুমিই আমাকে সুখী করেছ।

নসী। তাহ'লে কিসের জন্য আছেন পিতা?

উজীর। আছি কতকটা তোমার জন্য, আছি কতকটা ধর্ম্মপ্রাণ চিতোরের জন্য, আর বেশির ভাগ আছি আমার সেই অহঙ্কারের জন্য। ফকীরী নিয়েছি, কিন্তু উজীরী বুদ্ধিটা পথে ফেলে দিয়ে আসতে পারিনি। আমি আলাউদ্দীনের গতিবিধির ভাব দেখে বুঝেছি, সে রাণার চক্ষে ধূলি দিয়ে চিতোর আক্রমণ করবে। আমি এখন আমার সেই বুদ্ধির পরীক্ষা করতে বসে আছি। যতদিন না রাণা নিরাপদে চিতোরে ফিরে আসছে, ততদিন চিতোর ত্যাগ করতে পারছি না। যদি ইতিমধ্যে আলাউদ্দীন চিতোরে এসে উপস্থিত হয়, তাহ'লে যথাসাধ্য তার উদ্দেশ্য পণ্ড করতে চেষ্টা করবো। সে এসে দেখবে, যে এখানে শুধু সরল বিশ্বাসী চিতোরী নেই, তা হ'তেও কূটবুদ্ধি আর একজন লোক ঈশ্বর-প্রেরিত হয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছে।

নসী। তাই কি আপনি চিতোরের বাহিরে এই পাহাড়ে অবস্থান করছেন?

উজীর। আমি চিতোরের প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত আছি।

নসী। আমার ভাই জানে?

উজীর। সে চিতোরের রক্ষক—তোমার ভাই—আমার পরমাত্মীয়, আমি কি তার কাছে মনের কথা গোপন করতে পারি! ওকি নসীবন! ওই পাহাড়ের আড়াল থেকে—নিঃশব্দে পিঁপড়ের সারের মতন—ওকি ধীরেধীরে চিতোর অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে!

নসী। তাই ত পিতা! ওযে সৈন্য—

উজীর। সৈন্য! ঠিক দেখতে পাচ্ছ?

নসী। ঠিক দেখ্‌তে পাচ্ছি।

উজীর। নসীবন! শিগ্‌গির যাও—তোমার ভাইকে খবর দাও।

নসী। আপনার বিশ্বাস ওকি শত্রু সৈন্য?

উজীর। নিশ্চয়—শত্রু—প্রবল শত্রু—শিগ্‌গির যাও, তোমার ভাইকে খবর দাও।

(গোরার প্রবেশ

গোরা। খবর আর দিতে হবে না—আমি নিজেই উজীর সাহেবের কাছে খবর দিতে এসেছি।

(হরসিংএর প্রবেশ)

হর। হুজুর---হুজুর!

গোরা। থাম্ থাম্।

হর। এসে পড়্‌লো—এসে পড়্‌লো!

গোরা। আসুক, থাম্।

হর। সর্ব্বনাশ করলে—কেল্লার গায়ে এসে পড়্‌লো!

গোরা। তোর কি—আমি তাদের কেল্লার ভিতর পর্য্যন্ত আনবো। তোর কি?

উজীর। চেঁচিয়োনা ভাই—চেঁচিয়োনা—জেগে আছ—শত্রুকে বুঝতে দিয়োনা। প্রস্তুত আছ?

গোরা। আছি।

উজীর । রাজা ?

গোরা । আছেন ।

উজীর । আমার উপদেশ মত সৈন্য রক্ষা করেছ ?

গোরা । একচুল এদিক ওদিক করিনি । শত্রুসৈন্য অন্ধকারে আমাদের বাহিরের সৈন্যের একরকম গা দিয়েই চলে এসেছে । তবু তারা কিছু বলেনি ।

হর । ও হুজুর ! পাচিলে মই লাগাচ্ছে ।

গোরা । চোপ্—লাগাক না বেটা ! গাছে তুলছি বুঝতে পাচ্ছিস্ না । এর পর মই কেড়ে নেব ।

উজীর । নসীবন ! অস্ত্র ধরা ভুলে গেছ ?

নসী । না পিতা, ভুলিনি ।

উজীর । তাহলে কৃতজ্ঞতা দেখাবার এই সময়—চলে এস ।

গোরা । উজীর সাহেব কি অস্ত্র ধরবেন না ?

উজীর । ফকীরী নিয়েছি, আর ওটা কেন বাপ্ ! মন্ত্রণায় যদি তোমাদের রক্ষা করতে পারি, তা'হলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট । নাও চল —ঠিক হয়েছে, কোনও ভয় নেই ।　　[প্রস্থান ।

হর । ও গাছে তুলছ—গাছে তুলছ ।

প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[চিতোর—পার্ব্বত্য পথ]

পাঠনপতি।

সৈন্যগণের কোলাহল করিতে করিতে প্রবেশ।

(নেপথ্যে—রণকোলাহল)

১ম সৈন্য। পালাও, পালাও—যমের মুখে আর এগিয়ো না। আমাদের অর্দ্ধেক সঙ্গী শেষ। আর এগুলে কেউ বাঁচবে না। পালাও পালাও।

পাঠন। যা—সব মাটী হ'ল। বিশ্বাসঘাতক স্বজাতিদ্রোহী হয়ে নিজের রাজ্য দিয়ে সম্রাটকে আনলুম—অন্ধকারে অন্ধকারে চিতোর আক্রমণ করলুম—কিন্তু কিছু করতে পারলুম না! কাল প্রাতঃকালে আমার বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাবে। আমার রাজ্য ভিন্ন গুজরাট থেকে এদিক দিয়ে চিতোর আসবার অন্য পথ নেই। প্রভাতে চিতোরীরা যখন বুঝবে, আমি আমার ঘরের ভেতর দিয়ে শত্রুকে এনে চিতোরের পথ দেখিয়েছি, তখন কি তারা আমাকে রাখবে! সর্ব্বনাশ করলুম! জয়োৎফুল্ল চিতোর কালই আমাকে পাঠন থেকে দূর করে দেবে! কি, ধ'রে বন্দী করে চিতোরে এনে শূলে চড়িয়ে দেবে! বাদশা সম্পূর্ণ হেরে গেছে—তার সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। কে কোথায় গেছে, কে কোথায় আছে, আছে কি না আছে ঠিক নেই। সর্ব্বনাশ হ'ল! সর্ব্বনাশ হ'ল! আবার এদিকে আসে যে! তাহ'লে ত গেলুম—(নেপথ্যে কোলাহল) ধরা পরলুম।

(গোরা ও হরসিংএর প্রবেশ)

গোরা। কে তুমি? খাড়া রও।

হর। পালালে মৃত্যু, খাড়া রও।

গোরা। কে তুমি?

পাঠন। আমি হিন্দু।

গোরা। হিন্দু!

পাঠন। হিন্দু ক্ষত্রিয়।

হর। শুধু হিন্দু! হিন্দু কুলতিলক। যেহেতু তুমি মুসলমানের পক্ষ হয়ে ক্ষত্রিয় প্রতিবাসীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছ!

পাঠন। বাধ্য হয়ে এসেছি—

গোরা। বেশ করেছ। হরু। আর বিলম্ব কেন?

পাঠন। দোহাই! আমাকে মেরো না।

গোরা। সেকি ভাই ক্ষত্রিয় ধুরন্ধর—আমরা কি জল্লাদ! আর তাই যদি তোমার বোধ হয়, তাহ'লে তোমাকে কি স্বর্গে পাঠিয়ে দিতে পারি! তুমি যতকাল পার বেঁচে থাক। তোমার জন্য যে নরক তৈরি হবে, তার কারিকর এখনও দেবলোকে সৃষ্টি হয়নি। র'স বাবা— বিশ-কর্ম্মার বেটা বেয়াল্লিশ-কর্ম্মা অপুত্রক আছে। সে আগে পুষ্যিপুত্তুর নিক্, সেই পুত্তুর নরক গড়ুক—তারপর তুমি ম'র! দে হরু—ক্ষত্রিয় ধুরন্ধরের গোঁফে, ওর যে সকল জ্ঞাতিভাই যুদ্ধক্ষেত্রে মরেছে তাদের রক্ত মাখিয়ে দে। (হরুর তথাকরণ) যাও ভাই! এই গোলাপী আতরের গন্ধ নাকে নিয়ে তুমি ক্ষত্রিয় জন্ম সার্থক কর। যাও।

[পাঠনপতির প্রস্থান।

গোরা। ধরা পড়বে না কিরে বেটা! ধরা ত পড়েছে।

হর। কোথায় হুজুর—কখন হুজুর?

গোরা। হেথায় হুজুর এখন হুজুর। যা তুই এই পথ ধরে যা। গিয়ে ওই পাহাড় আগলে দলবল নিয়ে বসে থাক্। আমি ঠিক জানি, এখনও বাদশা পালাতে পারিনি। যদি পালায়, তাহ'লে বুঝবো তোর দোষে। আমি চললুম, নিশ্চিন্ত হয়ে চললুম।

হর। একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে চললে হুজুর?

গোরা। একেবারে। দেখিস্ বেটা যেন চোখে ধুলো দিয়ে পালায় না। [প্রস্থান।

হর। হুজুর কি তামাসা করে গেল। সবাই পালালো, আর বাদশা পড়ে রইল! যাক্—হুকুম তামিল করি। লোক লস্কর নিয়ে পাহাড়ে চড়ি। [প্রস্থান।

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। তাইত একি হ'ল! সম্রাটকে দেখতে পাচ্ছিনা যে। তবে কি সাধারণ সৈনিকের সঙ্গে অন্ধকারে দিল্লীর সম্রাট রণশয্যায় শয়ন করলেন! তাহ'লে এই কি তাঁর শোচনীয় পরিণাম!

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। নসীবন! আর কেন, সরে এস।

নসী। কই পিতা! সমস্ত রণক্ষেত্র সন্ধান করলুম, কিন্তু কোথাও ত সম্রাটকে দেখতে পেলুম না!

উজীর। দেখবার প্রয়োজন?

নসী। দিল্লীর সম্রাট হীনব্যক্তির ন্যায় রাজোয়ারার নির্ম্মম মরুবক্ষে বান্ধবশূন্য অবস্থায় পড়ে থাকবে!

উজীর। দুরাকাঙ্ক্ষের পরিণাম চিরদিনই এই রকম হয়ে থাকে। তাতে দুঃখ করবার কিছু নেই।

নসী। যদি প্রাণ থাকে, বাঁচবার আশা সত্ত্বেও শুশ্রূষার অভাবে, সম্রাট অমন অমূল্য প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে?

উজীর। তুমি করতে চাও কি?

নসী। আমি তাকে খুঁজবো।

উজীর। বেশ, তবে খোঁজ। আমি চললুম। আমার কার্য্য শেষ হয়েছে। আর আমি এ দেশে অপেক্ষা করতে পারবো না।

নসী। দোহাই পিতা! ক্ষণেকের জন্য অপেক্ষা করুন।

উজীর। আর আমাকে মায়ায় জড়িয়ো না নসীবন ! আমি ফকীর।

নসী। দোহাই, আজকের মত কন্যাকে দয়া করুন। কাল আর আপনাকে কোনও অনুরোধ করবো না, আর আপনার গন্তব্য পথে বাধা দেবো না।

উজীর। দোহাই মা ! আর আমাকে আবদ্ধ ক'র না।

নসী। দোহাই পিতা ! একবার—আজ আমার শেষ অনুরোধ।

উজীর। বেশ, খুঁজে দেখ।　　　[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

আলা। অর্দ্ধেক সৈন্য মৃত—অবশিষ্ট ছত্রভঙ্গ। কেবল দূরপ্রান্তরের মরণোন্মুখ সৈনিকের দুটো একটা আর্ত্তনাদ ভিন্ন, আর কোনও শব্দ নেই। শৈলমালা নিস্তব্ধ—নিস্তব্ধ আকাশের কোলে মাথা তুলে সে নিস্তব্ধ তারকার সঙ্গে যেন ইঙ্গিতে কি পরামর্শ করছে। ইঙ্গিতে আমার পরাজয় বার্ত্তা জ্ঞাপন করছে। এরূপ পরাভব আমার ভাগ্যে আর কখন ঘটেনি ! এরূপভাবে শত্রু-কর্ত্তৃক আর কখন প্রতারিত হইনি। নিদ্রিতের ভাণ দেখিয়ে জাগ্রত চিতোর আমাকে প্রলুব্ধ ক'রে জালে ঘেরেছিল।　　　(মোজাফরের প্রবেশ)

মোজা। জাঁহাপনা ! বেগমসাহেব হাজার হাজার সেলাম জানিয়ে বলে দিলেন, আপনি ফিরে আসুন।

আলা। বেগমসাহেবকে আমার সেলাম জানিয়ে বল, ফিরবো কেন ?

মোজা। তিনি বলেন, তুচ্ছ চিতোর বশে আনবার,—কিম্বা জাঁহাপনার ইচ্ছা হ'লে—ধ্বংস করবার ঢের সময় আছে।

আলা। এখন ?

মোজা। এখন যুদ্ধজয়ী উন্মত্ত চিতোরীর দেশে থাকবেন না।

আলা। পালাবো ?

মোজা। আজ্ঞে পালাবেন কেন, পালাবেন কেন। জাঁহাপনা দুনিয়ার মালিক। আপনি কার ভয়ে পালাবেন?

আলা। তবে?

মোজা। চিতোরের দিকে পেছন ফিরে, লম্বা লম্বা পা ফেলে দিল্লীর দিকে চলে আসবেন।

আলা। তুমি এ রকম যুদ্ধে হারলে কি করতে?

মোজা। আমার কথা ছেড়ে দিন।

আলা। তবু শুনি—

মোজা। আমি এ রকম যুদ্ধ করতুমই না, তার আবার হার জিত কি! যুদ্ধের প্রারম্ভেই আমি বিশ ক্রোশ তফাতে প্রস্থান করতুম। বীরত্ব দেখবার দরকার হ'ত, সেখানে কোন গাছের তলায় বসে একটা শটকায় টান দিতে দিতে অম্বুরী তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বীরত্ব দেখাতুম। এ কি বীরত্ব না মনুষ্যত্ব! অন্ধকারে অন্ধকারে লড়াই—কেউ কাউকে দেখলে না—চিনলে না। শব্দভেদী বাণ খেলে, বাপ করলে, আর ম'ল!

আলা। তুমি তাহ'লে পালাতে?

মোজা। আমার কথা ছেড়ে দিন, আমি পালাতুমও বলতে পারি না—থাকতুমও বলতে পারি না! আমি বীরের মতন কিছু একটা করতুম। আমার কথা ছেড়ে দিন।

আলা। অন্যের কথা?

মোজা। তারা যুদ্ধের আগেই পালাতো।

আলা। মোজাফর! তাহ'লে তুমি বেগমসাহেবকে বল—আমি অন্য যোদ্ধার ন্যায় সমরে পরাভূত হ'য়ে পালাতে পারলুম না। আমি শত্রুর অভিমুখে একা চললুম—হয়ত চিতোরে প্রবেশ করবো।

[মোজাফরের প্রস্থান।

যার বুদ্ধিতে আমার এই কৌশলের আক্রমণ ব্যর্থ হ'ল—তাকে আমি একবার দেখতে চাই। তাতে বন্দী হই—প্রাণ যায়, সেও স্বীকার।

(পাঠানপতির পুনঃ প্রবেশ)

পাঠন। ও বাবা! এ পথেও শত্রু যে! মানও গেল, প্রাণও গেল! কেও সম্রাট! জাঁহাপনা! বড় বিপদ—এ পথেও শত্রু ঘাঁটি আগলে বসে আছে।

আলা। পাঠন রাজ!

পাঠন। কি সম্রাট!

আলা। তুমি না বলেছিলে চিতোরীরা সরল বিশ্বাসী, উদার আতিথেয় বীর, অথচ ধর্ম্ম যোদ্ধা--যুদ্ধ করতে হয়, তাই যুদ্ধ করে, অত কলকৌশল জানে না!

পাঠন। আজ্ঞে ঠিকই ত বলেছি জনাব!

আলা। ঠিক বলেছ?

পাঠন। আজ্ঞে তা যদি না বলব, তাহ'লে কি আমার অন্তঃপুরের মধ্য দিয়ে আপনাকে চিতোরের পথ দেখিয়ে দিই!

আলা। উত্তরে সন্তুষ্ট হলুম।

পাঠন। এ বিপদ সঙ্কুল স্থানে আর দাঁড়াবেন না।

আলা। আমার অবশিষ্ট সৈন্যের সংবাদ?

পাঠন। কে কোথায়, কিছুই ত বুঝতে পারছি না জনাব!

(কোলাহল করিতে করিতে হরসিং ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

জনাব! জনাব! ওধারে। জনাব! এ ধারে। জনাব! জনাব!

আলা। ভয় নেই দাঁড়িয়ে থাকো।

হর। সম্রাট! অস্ত্র পরিত্যাগ করুন।

আলা। শক্তি থাকে পরিত্যাগ করাও।

সৈন্যগণ। হর-হর-হর-হর ! (আক্রমণ)

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

হর। ক্ষান্ত হও—মায়ের আদেশ।

নসী। হরসিং, বাদশাকে পরিত্যাগ কর।

হর। তোমার আদেশ ?

নসী। আমারই আদেশ।

হর। ভাই সব চলে এস।

নসী। সম্রাট ! স্থান ত্যাগ করুন। আর আপনার গায়ে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না।

আলা। কে—নসীবন !

নসী। হাঁ সম্রাট—আমি।

আলা। চিতোরীর উপর তোমার এত অধিকার ?

নসী। আমার ভাই এ যুদ্ধের সেনাপতি।

আলা। আমার দুর্ভাগ্য, তোমার ভাইকে কখনও দেখিনি।

নসী। আপনি কাকেই বা দেখলেন জাঁহাপনা !

আলা। এখন যদি দেখতে চাই,—

নসী। কেন ?

আলা। তাকে আমার সেলাম দিয়ে আসি। অতি বড় বুদ্ধিমান না হ'লে, আমার আজকের আক্রমণ কেউ পণ্ড করতে পারতো না।

নসী। তাহ'লে বলি, আমার পিতাই এ যুদ্ধের মন্ত্রদাতা। তিনি আপনার চিতোর আক্রমণ পূর্ব্ব থেকেই অনুমান ক'রে সেনাপতিকে শিক্ষিত ক'রে রেখেছিলেন।

আলা। নসীবন ! শুনে আমার সকল আক্ষেপ দূর হ'ল ! আমি এ বিষম পরাভবেও গৌরবান্বিত। এখন বুঝলুম স্থূলবুদ্ধি চিতোরীর

কাছে আমি পরাভূত হইনি। পাঠনপতি! তোমার প্রতি আর আমার অবিশ্বাস নেই। এখন বুঝলুম, তুমি আমার হিতৈষী বন্ধু।

পাঠন। হিতৈষী বন্ধুই যদি না হ'ব, অবিশ্বাসের কাজই যদি করব, তাহ'লে আপনাকে অন্দর দেখাব কেন?

আলা। তা ঠিক বলেছ—তোমার অন্দরের একটি গবাক্ষে কি দুটী উজ্জ্বল চক্ষু!

পাঠন। আর জনাব, ওই দুটি চক্ষুই আমার সর্ব্বস্ব! ওই দুটী চক্ষুর প্রাখর্য্যেই আমি মৃতবৎ।

নসী। (স্বগতঃ) নরাধমের মনের ভাব বিপদেও দেখি কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নি। (কমলার প্রবেশ)

কমলা। জনাব!

আলা। কি বেগমসাহেব?

কমলা। অধিনীর প্রতি কৃপা ক'রে ফিরে আসুন। একে অন্ধকার, তাই শত্রুপুরী, এখানে আর থাকবেন না। অধিনীকে আর অনাথিনী করবেন না।

পাঠন। হাঁ জনাব! অনাথিনী হবার যে কি কষ্ট তা উনি একবার টের পেয়েছেন। আর ওঁকে সে দারুণ কষ্ট ভোগ করতে দেবেন না।

আলা। এ রণক্ষেত্র বেগমসাহেব, এ অধিনী অনাথিনীর স্থান নয়—এখানে বীর বীরাঙ্গনা বিচরণ করে। পাঠনপতি! তোমার আত্মীয়াকে শিবিরে নিয়ে যাও।

পাঠন। তাইত! জাঁহাপনা যা বললেন—তা অদ্ভুত সত্য! জলন্ত সত্য! কত বড় সত্য! নাও শিবিরে চল, শিবিরে চল। ইনি ততক্ষণ ওঁর সঙ্গে দুটো বীর-যোগ্য কথা ক'ন।

কমলা। তাইত—একে! একি! কি হ'ল—ধর্ম্মও গেল—স্থানও গেল! [পাঠনপতি ও কমলার প্রস্থান।

নসী। এই বুঝি গুজরাটের রাণী কমলাদেবী ?

আলা। হাঁ নসীবন ! ইনিই এখন আমার হৃদয়েশ্বরী।

নসী। কিন্তু এখনও পাপিনীর হৃদয়ে তার পূর্ব্ব স্বামীর হৃদয়-স্পর্শের অনুভব আছে।

আলা। তাহ'ক—কিন্তু ও ফুলটী বাদশার বাগানেই শোভা পায়।

নসী। ও কীটদষ্ট ফুলের মুখে আগুন দিলে—বাগানের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

আলা। সেটা ক্রোধে বলছ—কিন্তু অমন ফুলটা হিন্দুস্থানে আর দু'টী নাই।

নসী। না বেইমান ! আমি যে ভুবনমোহিনীর আশ্রয়ে আছি, তার এক একটা বাঁদীর কড়ে আঙুলের রূপে—অমন লাখ লাখ ফুল প্রস্ফুটিত হয়।

আলা। কে তিনি ?

নসী। রাজা ভীমসিংহের পত্নী, রাণী পদ্মিনী।

আলা। তাঁকে দেখা যায় না ?

নসী। সূর্য্য তাঁকে দেখতে পায় না, তুমি কে ?

আলা। বেশ, আমি তাকে দেখ্‌বার চেষ্টা করবো—চেষ্টা করবো কেন, দেখবো।

নসী। তুমি ! সে জীবিতের চক্ষু নিয়ে নয়।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। জাঁহাপনা ! পলায়িত সৈন্যদের ফিরিয়ে একত্র করেছি। আর এক বার আক্রমণ করি, আদেশ করুন।

আলা। না সেনাপতি ! রাত্রি শেষ হতে চলেছে, আজ আর নয়। অপর আদেশ পর্য্যন্ত তাঁবুতে বিশ্রাম কর।

[কাফুরের প্রস্থান।

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। নসীবন! পর্ব্বতশিখর থেকে দেখলুম পূর্ব্বদিকে উষার আভাষ। আর কেন, আমাকে বিদায় দাও।

আলা। কাফুর।

(কাফুরের পুনঃ প্রবেশ)

কাফুর। জনাব!

আলা। যদি চিতোর জয়ে অভিলাষ থাকে—তাহ'লে জয়পথের প্রধান কণ্টককে এখনি পথ থেকে দূর কর। এক ভুলে সর্ব্বনাশ করেছি—শীঘ্র বৃদ্ধকে ধর। (কাফুর কর্ত্তৃক উজীরকে ধারণ) নিয়ে যাও। সেনাপতির যোগ্য সম্মানে ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দাও।

নসী। তোমার জীবন রক্ষার কি এই পুরস্কার?

আলা। (হাস্য) জীবন কি আমার দেহে নসীবন!—জীবন আমার রাজ্যে।

উজীর। আক্ষেপ ক'রনা মা—তুমি ত সব বুঝেছ—আমার জীবনে আর সুখও নেই, দুঃখও নেই। বহুদিন পূর্ব্বেই ত আমার জীবন যাওয়া উচিত ছিল। বুঝি ধার্ম্মিক চিতোরীর মান রাখতে ঈশ্বর আমাকে এত কাল বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, জীবনের সে কার্য্য শেষ, আমি চলি—আক্ষেপ ক'র না। চল ভাই, মেয়েটীর সুমুখে আর আমাকে হত্যা ক'র না—অন্তরালে চল।

[উজীর ও কাফুরের প্রস্থান।

আলা। সে সময় যদি তোমার পিতার প্রাণগ্রহণ করতুম, তাহ'লে আজ তুচ্ছ চিতোরীর সঙ্গে যুদ্ধে, তোমার মত হীন রমণীর অনুগ্রহে আমাকে বেঁচে থাকতে হ'ত না। নাও চল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পদ্মিনী সুন্দরীকে দেখছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে বন্দিনী থাকতে হবে।

নসী। ছাড়্ বেইমান! হাত ছাড়্—　　　　(হস্তধারণ)

আলা। আহা! কি কোমল—কি প্রাণোন্মাদকর স্পর্শ! প্রেম! তুমি বিশ্ববিজয়ী বটে, কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত আর লোভীর কাছে তোমাকে মাথা হেঁট করতে হয়।

নসী। ছাড়্ বেইমান! ছাড়্।

তৃতীয় দৃশ্য।

[চিতোর—তোরণ সম্মুখস্থ পথ]

গোরা ও হরসিং।

গোরা। কিরে বেটা শুধুহাতে এলি যে?

হর। হুজুর! তুমি অন্তর্য্যামী।

গোরা। তাতো জানিরে বেটা! তারপর করলি কি? আমার বন্দী কোথায়?

হর। র'স হুজুর! তোমাকে একটা প্রণাম করি।

গোরা। প্রণাম ক'রে আমাকে ভোলাবি রে ব্যাটা!—আমার আসামী কই?

হর। আসামী আমি আর একদিন ধরে এনে দেবো! আগে বল তুমি কে?

গোরা। আর একদিন আনবি কি?

হর। সে তুমি যখন হুকুম করবে। এখন এই গরীব ভৃত্যকে দয়া ক'রে বল, কে তুমি চিতোরে তোমার এ ভৃত্যকে ছলতে এসেছো। লঙ্কা থেকে যখন এসেছো, তখন তুমি নিশ্চয় বিভীষণ। তুমি চারযুগের খবর জান।

গোরা। দেখতে পেলিনি?

হর। পাবো না! তুমি যখন বলছো ঠিক আছে, তখন পাব না!

তুমি বিভীষণ—তুমি ত্রেতাযুগে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে বেড়িয়েছো, সুগ্রীব হনুমানের সঙ্গে প্রেম করেছো, তোমার কথা কি মিছে হয়। তুমি বলেছ পাবো, আমি পাব না! পেয়েছিলুম।

গোরা। তারপর?

হর। ধরেছিলুম।

গোরা। তারপর?

হর। ছেড়ে দিলুম।

গোরা। ছেড়ে দিলি!

হর। তোমার দিদি বললে, "হরসিং ছেড়ে দাও"। মায়ের হুকুম, হরসিং অমনি ছেড়ে দিলে।

গোরা। দিদি বললে! বলিস্ কি! ব্যাপারটা কি বল্ দেখি!

হর। ব্যাপারটা নিশ্চয় কিছু আছে। বাদশার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ।

গোরা। য়ঁ্যা!—

হর। আমার বোধ হয়, বাদশা তোমার বোনাই।

গোরা। ঠিক বুঝেছিস্—হর! ভগিনী আমার দিল্লীর রাণী। তাহ'লে ত বোনাইকে ছাড়া কাজ ভাল হয়নি!—ভগিনী কোথা? সেই খানেই শালাকে ধরবো—ধরে ঠিক করবো। আবার বহিনের রাজ্য বহিনের হাতে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করবো।

হর। তোমার বহিনই তার নিজের রাজ্য আদায় করে নিয়েছে।

গোরা। কি করে জানলি?

হর। দু'জনে দেখাদেখি ক'রে কখন হাস্‌ছে, কখন কাঁদছে। আমি চলে আসতে আসতে দেখলুম। কথা আর ফুরুলো না দেখে চলে এলুম।

গোরা। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে।

হর। দেখছ না, এখনও এলো না!

গোরা। দরকার নেই, বেশ হয়েছে। নিশ্চিন্ত! এতকাল পরে আমি নিশ্চিন্ত। নসীবনের কথা ভাবতুম আর আমার পাষাণ প্রাণ গলে আসতো—নিশ্চিন্ত, নিশ্চিন্ত।

হর। হুজুর—হুজুর!

গোরা। কি—কি?

হর। মামার বোনাই কি হয় হুজুর?

গোরা। বাবা রে বেটা!

হর। তাহ'লে বাবা বাবা—আসছে—আসছে।

গোরা। কই—কই।

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

গোরা। আসুন সম্রাট! আসুন—আসুন। ঘর আমাদের পবিত্র হলো!

আলা। গতরাত্রের যুদ্ধে আপনি কে?

হর। উনিই সে যুদ্ধের সেনাপতি!

আলা। আপনাকে সেলাম। আপনি সুদক্ষ নীতিকুশল সেনাপতি। আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন না?

হর। আজ্ঞে সেকি! আমি আপনার ভৃত্যতুল্য। তবে প্রভুর আদেশ—

আলা। আপনি ধর্ম্মবীর। আপনাকেও সেলাম করি।

গোরা। কিছুনা কিছুনা—ওরে রাজাকে খবর দে।

আলা। আমি তাঁরই সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। আমি তাঁর গৃহে আজ অতিথি।

গোরা। আসুন—আসুন। পবিত্র হ'ল, গৃহ আমাদের পবিত্র হ'ল! [সকলের প্রস্থান।

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

সকলে। ওরে বাদশা—বাদশা—অতিথি—অতিথি—দেখবি চল্‌ —দেখবি চল্‌। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

[চিতোর প্রাসাদ—কক্ষ]

ভীমসিংহ ও অনুচর।

ভীম। আতিথ্য ধর্ম্ম—আতিথ্য ধর্ম্ম! হে ভগবন্‌! ধর্ম্ম রক্ষা কর। অসম্ভব অতিথির প্রার্থনা। অতিথি-পরায়ণ বাপ্পারাওয়ের গৃহ। আমি তাঁর বংশের সন্তান—সেখানে সম্রাট অতিথি! তার অসম্ভব প্রার্থনা! সে আমার মহিষীর রূপ দেখতে চায়! হে ভগবন্‌! ধর্ম্ম রক্ষা কর।

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

আলা। মহারাজ!

ভীম। আজ্ঞা সম্রাট!

আলা। আমার প্রার্থনা?

ভীম। পূরণ অসম্ভব!

আলা। তাহ'লে আমাকে বিদায় দিন।

ভীম। সম্রাট! হিন্দুকুলকামিনীর অপরিচিত পরপুরুষ সম্মুখে উপস্থিত হওয়া রীতি নয়। আমার স্ত্রী আপনার কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন, আপনি তাঁকে আপনার সম্মুখে আস্‌তে অনুরোধ করবেন না। কৃপা ক'রে, তাঁর দর্পণে প্রতিফলিত চিত্র নিরীক্ষণ করুন।

আলা। আপনাকে, আপনার মহিষীকে ধন্যবাদ—তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

ভীম। শীঘ্র যাও—রাণীকে সংবাদ দাও। [অনুচরের প্রস্থান।

আলা। ঈশ্বরের কৃপায় আমি আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে

এসেছিলুম। আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেও আমি ধন্য, আপনাদের আতিথ্য গ্রহণেও আমি ধন্য। (অনুচরের পুনঃ প্রবেশ)

অনুচর। মহারাজ!

ভীম। সম্রাট! প্রস্তুত হ'ন।

[পটপরিবর্ত্তন। দর্পণে প্রতিফলিত পদ্মিনীমূর্ত্তি]

আলা। একি ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি! আমার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে আসছে। হে জীবনময়ী-প্রতিমা অবনমিত পলক একবার তোল—একবার হতভাগ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর! প্রতিমূর্ত্তির ছায়ায় যদি প্রাণ বিজড়িত থাকে, যদি মনের কথা শোনবার তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহ'লে আমার নীরব আবেদনে কর্ণপাত কর! আমি তোমারই ওই চিবুক সন্নিহিত তিলের জন্য—আমার সাম্রাজ্য তোমার পায়ে বিকিয়ে যাই।

ভীম। সম্রাট!

আলা। আমি সাম্রাজ্যপতি—কিন্তু রাজা আপনি দেবরাজ্যের ঈশ্বর।

ভীম। আর অপেক্ষা করবেন না?

আলা। না।

ভীম। তাহ'লে চলুন আপনাকে শিবির পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

আলা। আমাকে সকলে ধূর্ত্ত আলাউদ্দীন বলে। আপনি বিশ্বাস করে যাবেন কি করে?

ভীম। সম্রাট! অল্পদিনমাত্র বাকী। এখন আর অবিশ্বাস ক'রে জীবনটাকে অসুখী করবো কেন?

আলা। আপনার যদি কোনও অনিষ্ট হয়।

ভীম। আমার অদৃষ্ট।

আলা। আপনার মহিষীর?

ভীম। তাঁরও অদৃষ্ট। চলুন সঙ্গে যাই।

আলা। চলুন। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

[চিতোর প্রাসাদ—ভীমসিংহের কক্ষ]

মীরা ও বাদল।

বাদলের গীত।

না বুঝে পরের পায়ে জীবন বিকায়ে দিয়ে,
আছরে অভাগা দাস জীবনে কি সুখ লয়ে!
চলিতে চরণ বাধে, তবু ধরে আছ সাধে—
শিকল সোনার বলে দিবা নিশি দুটি পায়ে।
ও পারে গহনবন রয়েছে আকাশ ছেয়ে ॥

মীরা। কেন বালক প্রতিদিন আপনাকে দুশ্চিন্তায় দগ্ধ কর।

বাদল। মহারাণী! আমার প্রতি রাণার অবিচার হ'য়েছে।

মীরা। ঠিক বিচারই হয়েছে।

বাদল। অরুণসিংহ ও আমার এক অপরাধ। তবু আমাদের দণ্ড আলাদা হ'ল! সে নির্ব্বাসনে যন্ত্রণা ভোগ করছে, আর আমি এখানে চিতোর-রাণীর কাছে আদর পাচ্ছি! এক অপরাধের এ বিভিন্ন ব্যবস্থা কেন? তার যখন নির্ব্বাসন হ'ল তখন আমারও হ'ক।

মীরা। তুমি ত নির্ব্বাসিত হয়েই আছ বালক! চিতোর ত তোমার জন্মভূমি নয়!

বাদল। জন্মভূমি জননীর সঙ্গে সঙ্গে যায়। পিতৃস্বসাই আমাকে শৈশবে পালন করেছেন, আমি তাঁকেই জননী বলে জানি, তাঁর সঙ্গেই আমি সিংহলের সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে চিতোরে এসেছি। সিংহলের জ্ঞান আমার অতি অল্প। চিতোরের বক্ষে পালিত হয়েছি, চিতোরী বালকদের সঙ্গে এই মায়ের কোলেই আশ্রয় পেয়েছি। অরুজী আমার খেলার সঙ্গী —অরুজী আমার ভাই—আমি রাণীকে পিসী বলি, আপনাকে মা বলি।

মীরা। বাদল! তবু আমার মনে সুখ নেই। তোমাকে গর্ভে না ধ'রে, সে নরাধমকে গর্ভে ধরলুম কেন?

বাদল। মহারাণী! রাণারও ভুল, তোমারও ভুল। অরুন্ধী নরাধম নয়। তোমরা তার মনের অবস্থা কেউ জানলে না, বিচার করলে না।

মীরা। তবে বলি শোন বাপ্! আমিও তাই জানতুম—সে নরাধম নয়। কিন্তু বড় দুঃখ। সমগ্র দেশবাসী জানলে সে নরাধম। যাও বালক! আপনার কর্ত্তব্য করগে—তার চিন্তা ছেড়ে দাও!

বাদল। মহারাণী! তুমি কাঁদছ?

মীরা। না বালক! অযোগ্য পুত্রের বিয়োগে চিতোরের মহারাণী কাঁদে না।

বাদল। যথার্থ কথা বল দেখি রাণী, তুমি কি কাঁদছ না?

মীরা। তুমি একি বলছ বাদল!

বাদল। মায়াময়ী মা! তুমি কাঁদছ। মর্য্যাদার জন্য তুমি প্রাণপণ চেষ্টায় জল চোখে আস্‌তে দিচ্ছ না। কিন্তু তোমার চোখ ফেটে যাচ্ছে, তোমার হৃদয়ের ভেতরে জলের ধারা ছুটেছে।

মীরা। বাপ্! ভগবান একলিঙ্গ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন। তোমাকে পুত্র বলে সম্বোধন করলেও আমার অনেক যন্ত্রণার লাঘব হয়। তেজোমাধুর্য্যময় সন্তান পেয়ে, রাণা বড় সাধে অভাগ্যের নাম অরুণ রেখেছিলেন। অমন সুন্দর কার্ত্তিকের তুল্য সন্তান—বাপ্পারাওয়ের বংশধর—সে বর্ত্তমান থাকতে, আজ কিনা সিংহলীবীর বাদশার আক্রমণ থেকে চিতোর রক্ষা করলে!

বাদল। আমাদের পর ভাবছ কেন মা!

মীরা। পর! বাদল! তোমরাই চিতোরেশ্বরীর আত্মীয়—তুমিই আমার সন্তান।

বাদল। দেখো মা—একদিন দেখো—দুই ভায়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কেমন শত্রু কটক ভেদ করি, একদিন দেখো।

মীরা। তুমি বেঁচে থাক।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। মহারাণী! বড় বিপদ!

মীরা। বিপদ কি?

পরি। খুড়ো রাজা বাদশার শিবিরে গি'ছিলেন। পাপিষ্ঠ বাদশা তাঁকে বন্দী করেছে।

মীরা। এমন কি কখন হ'তে পারে!

পরি। তাই হয়েছে—বাদশা বলেছে—"যতক্ষণ না রাণীকে আমাকে দেবে, ততক্ষণ তোমাকে মুক্ত করবো না।"

মীরা। কি ঘৃণা—কি ঘৃণা!

(পদ্মিনীর প্রবেশ)

পদ্মিনী। বাদল! তখন মরবার জন্য কাতর হয়েছিলে, এখন মরবার শুভ সময় উপস্থিত—সঙ্গে এসো।

মীরা। একি শুনছি খুড়ীমা!

পদ্মিনী। আর যে বলবার সময় নেই মা! বলেছিলুম ত কালনাগিনী আমি চিতোর-রাজ সংসারে প্রবেশ করেছি। এখন যদি সে পিশাচের কাছ থেকে রাজাকে অক্ষত শরীরে ফিরিয়ে আনতে পারি, তবেই কথা কইব, নইলে মা, এই আমার শেষ কথা! আয় বাদল চলে আয়।

মীরা। একি ভবানী! চিতোরে একি অনর্থ উপস্থিত হ'ল! মা! একবার দাঁড়াও—আমি শুনেছি। এখন কি কর্ত্তব্য শোনবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি।

পদ্মিনী। বেশ, তোমার সুমুখেই দরবার করি। তুমি একটু

অন্তরালে দাঁড়াও। আলাউদ্দীন দূত প্রেরণ করেছে। আমি দূত-মুখে উত্তর দেবো। কি উত্তর দিই তুমি অন্তরালে দাঁড়িয়ে শোন। যাও বাপ, পাঠনপতিকে এইখানে ডেকে আন।

[মীরা ও বাদলের প্রস্থান।

আর আমার মান অপমান কি আছে মা! প্রতি মুহূর্ত্তেই যখন বাদশার হারেমে বাঁদী হবার বিভীষিকা দেখছি, তখন নিরর্থক সরম দেখিয়ে কার্য্যহানি করি কেন?

(বাদল ও পাঠনপতির প্রবেশ)

পাঠন। ওঃ এত রূপ! মানুষে এত রূপ! ও! এ রূপ দেখে বাদশা উন্মত্ত হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

পদ্মিনী। আসুন রাজা! আপনি চিতোররাজের আত্মীয়—আমার পিতৃস্থানীয়—আপনি নিঃসঙ্কোচে কন্যার গৃহে পদধূলি দিন।

পাঠন। মা! আমি নরাধম! ক্ষত্রিয়-কুলাঙ্গার। অপারগবোধে বাদশার বশ্যতা স্বীকার করেছি—এখন তার গোলামী করছি। তাই এই অপ্রিয় বিষয় নিয়ে আপনার সম্মুখে উপস্থিত।

পদ্মিনী। আপনি জানেন, আমার পিতা রাজা ভীমসিংহের কাছে কৃতজ্ঞ। সেই স্নেহময় পিতাকে স্মরণ ক'রে, স্বামীর ধর্ম্ম ও প্রাণ বজায় রাখ্‌তে, আমি সম্রাটকে ধরা দিতে ইচ্ছুক হয়েছি।

পাঠন। ইচ্ছুক হয়েছেন!

পদ্মিনী। শুধু স্বামীর বিপদ স্মরণ করে ইচ্ছুক হচ্ছি না। বুঝতে পারছি, সেই সঙ্গে চিতোরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। রাণা নেই—চিতোর রক্ষা করতে পারে, এমন একটী বীরও চিতোরে নেই—রাজা বন্দী। এ অবস্থায় আমার ধরা দেওয়া ভিন্ন চিতোর রক্ষার অন্য উপায় নেই।

পাঠন। তা যা বলছেন, তা ঠিক। বাদশা আপনার প্রতিবিম্ব

দেখে উন্মত্ত হয়েছে। সে আপনাকে দিল্লীতে না নিয়ে ছাড়বে না। আপনি আত্ম-সমর্পণই করুন। তাহ'লেই সকল দিক রক্ষা হবে!

(মীরার প্রবেশ)

মীরা। আপনি কি ক্ষত্রিয়?

পাঠন। য়্যাঁ-য়্যাঁ—আমি—আমি—ক্ষত্রিয় বইকি।

মীরা। মিথ্যা কথা!—ক্ষত্রিয়ের মুখ দিয়ে একথা বেরুতে এই প্রথম শুনলুম।

পদ্মিনী। মীরা চুপ কর।—ওঁর অপরাধ কি!

মীরা। ওঁর অপরাধ কি!—রাণা চিতোরে নেই, নইলে কি অপরাধ তিনি তোমার পত্তনে গিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। ক্ষত্রিয়-কুলাঙ্গার! তুমি না তোমার পত্নীর পালঙ্কের পার্শ্ব দিয়ে বিদেশীকে এনে, আমাদের ধ্বংস করতে এসেছো!

পাঠন। না-না—তা—আমি—আমি চললুম।

পদ্মিনী। যাবেন না—আমার বক্তব্য শুনে যান। চিতোর বাঁচাতে হ'লে, আমাকে যেতেই হবে।

মীরা। কি বলছ রাণী!

পদ্মিনী। তোমার শুনতে কষ্ট হয়, তুমি চলে যাও। রাজা আপনি বাদশাকে গিয়ে বলুন। তবে আমি রাণী—আমার সাতশো সখী। সাতশো পালকী নিয়ে আমি সম্রাট শিবিরে উপস্থিত হব। কিন্তু, সাবধান! পথে কেউ পালকী খুলে যেন আমাদের কারও অমর্য্যাদা করে না। তাঁরাও সম্ভ্রান্ত মহিলা।

পাঠন। বাপ্! কার সাধ্য। তাহ'লে আমি এই সংবাদ বাদশাকে দিইগে?

পদ্মিনী। যান।—কি মা! মনে মনে আমাকে ঘৃণা করছ?

[পাঠনপতির প্রস্থান।

মীরা। মা! রূপে রাণী, আবার বুদ্ধিতেও তুমি রাণী তা জানতুম না! পাপক্ষালনের জন্য তোমায় প্রণাম করি। (প্রণাম)

বাদল। আমি বুঝেছি—আমিও একটা পালকীতে চড়বো।

মীরা। তোমায় বেহারা হ'তে হবে।

সখীগণের প্রবেশ ও গীত।

আমরা এবার দেব ধরা প্রেমিক রতনে।
বাঁধব তারে "সাত শ" সখীর বাহুর বাঁধনে॥
আসবে ছুটে হেসে হেসে, কর্‌বে আদর পাশে বসে,—
ঘুমটা যখন প'ড়্‌বে খসে, উঠ্‌বে দেখে চোখ কপালে,—
ছুয়ে ছু' জনে।
সঙ্গোপনে কাছে যাব, প্রেমের ছুরি বুকে দেব
(ও তার) রক্তে নেয়ে, প্রেম শিখা'ব পরম যতনে।
রূপের নেশা যাবে টুটি, ছিন্ন বক্ষ প'ড়্‌বে লুটি,
প্রাণের দায়ে ছুটোছুটি, প্রেমের স্বপনে!
"আহা" "উহু" প্রেম কলরব ছাইবে গগনে॥

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[চিতোর সীমান্ত—শিবির সম্মুখ]

নসীবন ও আলাউদ্দীন।

নসীবনের গীত

অরুণ দেখিয়া, পূরব চাহিয়া, ধরিনু প্রভাতী গান,
এস এস বলি দিনু হিয়া খুলি দিতে গো পিয়ারে স্থান।
ছাড়িল গগন আঁধার সঙ্গ,
অরুণে অরুণে মিশিল রঙ্গ,
উঠিল প্রাণে প্রেম তরঙ্গ—ভাবি দুখ নিশি অবসান।

আকুল নয়নে হেরিতে ছবি
দেখিনু জাগিয়া নিদাঘ রবি
প্রখর কিরণে জ্বলিয়া মরিনু, যাতনায় দহে প্রাণ।

আলা। নসীবন! তুমি কাঁদছ? মুখ ফেরালে যে? আমার মুখ দেখবে না? না দেখ, মুখ ফিরিয়েই আমার একটা কথা শোন। তোমার ক্রন্দনের সুর কি মিষ্টি! কি হৃদয়গ্রাহী! আমারও ওইরূপ কাঁদতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু নসীবন! সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা নিয়ে আমি এত ব্যস্ত যে, নিশ্চিন্ত হয়ে দুদণ্ড কাঁদবারও অবকাশ পাচ্ছি না!

নসী। তোমার সে দিন আসতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

আলা। বল নসীবন, তাই বল—তাই আশীর্ব্বাদ কর। কাঁদলে মানুষের হৃদয় প্রশস্ত হয়। কাঁদতে না পেয়ে, আমার প্রশস্ত হৃদয় সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে।

নসী। দুনিয়ার লোককে কাঁদাচ্ছ, শয়তান! তোমার হৃদয় প্রশস্ত!

আলা। নসীবন! দুনিয়ায় যদি শয়তান না থাকতো, তাহ'লে মানুষকে স্বর্গের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেত কে? এই দেখ না, যারা ভুলেও এক দিন ধর্ম্মের নাম করত না, তারা আমার তাড়নায় অস্থির হয়ে কাঁদছে, আর দু'হাত তুলে ঈশ্বরকে ডাকছে। যারা কেবল এতদিন নরকে যাবার পথ পরিষ্কার করছিল, তারা আমার ভয়ে স্বর্গের অভিমুখে ছুটেছে। শয়তানকে নিন্দা ক'র না নসীবন! শয়তান না থাকলে এত দিন স্বর্গের খুঁটি আলগা হয়ে যেত। এই তোমার বাপ্ মৃত্যুকালে আমায় কত আশীর্ব্বাদ করে গেলেন! বললেন, "সম্রাট! তুমি ধন্য! তুমিই আজ আমার জীবনের স্পৃহা মিটিয়েছ, তুমিই আমাকে অমূল্য ফকীরী দান করেছ।"

নসী। সম্রাট্! আমি ভিখারিণী ব'লে, আমার সঙ্গে এরূপ মর্ম্মান্তিক রহস্য করবেন না।

আলা। রহস্য! উজীর-পুত্রী। রহস্য করা আমার স্বভাব নয় যা বলি, সে সমস্ত আমার প্রাণের কথা। বেশ, রহস্যই যদি বললে, তাহ'লে বলি, দুনিয়াই একটা বিরাট রহস্য! গোল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নয়—কমলালেবুর ন্যায় উত্তর দক্ষিণ প্রান্তে কিঞ্চিৎ চাপা—কি রহস্য, কি রহস্য! তার ভেতরে সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র রহস্য তুমি ও আমি। অর্থাৎ এক মানব-দম্পতির একাংশ বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আলাউদ্দীন, অপরাংশ ভিখারিণী বেগম নসীবউন্নীসা।

নসী। সম্রাট! আমায় হত্যা করতে চান ত হত্যা করুন। অথবা আমাকে মুক্ত করুন। আর বন্দিনী রাখাই যদি আপনার অভিপ্রায় তাহ'লে আর আপনি আমার কাছে আসবেন না। যদি আসেন, তা'হলে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আপনার প্রদত্ত অন্নজল ত্যাগ করবো।

আলা। হত্যা! তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী, তোমাকে আমি হত্যা করবো! আমার সিংহাসনের পাশে বসতে ধর্ম্মতঃ তোমারই একমাত্র অধিকার। তুমি বেঁচে আছ জেনে, আমি সিংহাসনের সে অংশ আজও শূন্য রেখে দিয়েছি।

নসী। যে রাজপুতনী বিধবাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন, তাকে কোথায় রাখবেন?

আলা। ও ত সম্রাটের হারেমের উদ্যান-শোভাকরী কুসুমিতা লতা। বাগান সাজা'বার জন্য দিল্লী নিয়ে যাচ্ছি। ও ত সবে একটী—বাগান সাজাতে হ'লে ওরূপ দু'দশটা না হ'লে চলবে কেন? একটী এনেছি, আর একটী আজ আনছি। নসীবন! দ্বিতীয় কুসুম-লতা—চিতোরের রাণী পদ্মিনী।

নসী। মিথ্যা কথা!

আলা। একটু অপেক্ষা কর, তাহ'লেই বুঝবে।

নসী। আমি দেখলেও বিশ্বাস করি না।

আলা। তাহ'লে আর কি করব!

নসী। যে পতিব্রতার উপদেশে তোমার মত নিষ্ঠুর. মনুষ্যত্বহীন স্বামীর উপর আমি ঘৃণা পরিত্যাগ করেছি, সেই সতীত্ব-ঐশ্বর্য্যময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী পদ্মিনী স্বামী পরিত্যাগ করে তোমার কাছে আসবে!

আলা। আসবে কি আস্‌ছে—এতক্ষণ এলো।

নসী। তাহ'লে বুঝবো, দুনিয়াটা রহস্য বটে!

আলা। মুক্তিলাভ কর, আর মুক্ত চক্ষে রহস্যটা নিরীক্ষণ কর।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। জাঁহাপনা! আপনি নাকি রাণী পদ্মিনীর লোভে সম্রাটের নীতি ত্যাগ করছেন? ভীমসিংহকে মুক্তি দিচ্চেন?

আলা। কে তোমাকে একথা বললে?

কাফুর। সমস্ত শিবিরে, ওমরাওদের মধ্যে, সৈন্য মধ্যে এ কথা প্রচারিত।

আলা। তোমার কি তাই বিশ্বাস হয়?

কাফুর। বিশ্বাস না হবার কথা। কিন্তু দেখলুম, সাতশো পালকী আপনার শিবির অভিমুখে আসছে। শুনলুম, রাণী পদ্মিনী ও তার সহচরীগণ রাজা ভীমসিংহের বিনিময়ে আপনাকে আত্মসমর্পণ করতে আসছেন।

আলা। বিনিময় ত এখনও হয়নি সেনাপতি! তাদের আসতেই দাও।

কাফুর। দেখবেন সম্রাট! আমি একমাত্র পণে আপনার নকরী গ্রহণ করেছি।

আলা। ভয় নেই? তুমি এই সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে যাও; যেন নিরাপদে ছাউনীর বাহিরে উপস্থিত হতে পারেন।

[নসীবন ও কাফুরের প্রস্থান।

(বাদলের প্রবেশ)

আলা। কি বালক-বীর! তবে নাকি তুমি চিতোরী নও?

বাদল। আগে ছিলুম না সম্রাট্! এখন হয়েছি। তোমার উৎপীড়নে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে সিংহল পর্য্যন্ত সব হিন্দুরাজ্য এক হতে চলেছে। তাই সিংহলের অধিবাসী হয়েও আমি আজ চিতোরী।

আলা। তুমি সিংহলী?

বাদল। হাঁ!

আলা। রাণী পদ্মিনী তোমার কে হয়?

বাদল। পিতৃস্বষা।

আলা। রাণী কতদূর?

বাদল। তিনি আপনার শিবির-দ্বারে। কিন্তু তাঁর একটা আবেদন আছে।

আলা। কি আবেদন, বল।

বাদল। তিনি বলেছেন, স্বামীর সঙ্গে যখন চিরবিচ্ছেদ, তখন একবার তাঁর কাছে শেষ বিদায় গ্রহণ করবেন। আপনি অনুমতি দিন।

আলা। বেশ, অনুমতি দিলুম। তুমিই তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও।—তোমার সেই তলোয়ার ত ভাই?

বাদল। হাঁ জাঁহাপনা, আপনার দত্ত দান।

আলা। তুমি আমার সঙ্গে দিল্লী যাবে?

বাদল। (স্বগতঃ) দেখি কতদূর কি হয়! কে কোথায় থাকে, কে কোথায় যায়!

(নেপথ্যে পালকী বাহকের শব্দ)

আলা। যাও ভাই—রাণীকে ভীমসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে নাও।

[বাদলের প্রস্থান।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। এই কি আপনার প্রতিজ্ঞা-রক্ষা সম্রাট্! সাম্রাজ্যের প্রলোভন দেখিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করলেন ?

আলা। শঠে শাঠ্যং বিবিজান্—শঠে শাঠ্যং।

[আলাউদ্দীনের প্রস্থান।

কমলা। হা ভগবান! কি করলুম! ধর্ম্মও হারালুম, স্থানও হারালুম!

সপ্তম দৃশ্য।

[শিবিরাভ্যন্তর]

খোজা ও বাঁদীগণ—পালকীর ভিতরে গোরা।

(খোজা ও বাঁদীদের কোলাহল)

১ম খোজা। উঃ! বেগম সাহেবের কি রূপ!

সকলে। তুলনা নেই, তুলনা নেই,!

১ম বাঁদী। তবু এখনও পালকী মোড়া।

সকলে। রূপ ঝরছে।

১ম বাঁদী। পালকী ফুঁড়ে চারিদিকে রূপের ছটা ছুটো-ছুটি করছে! দোর খুলে দে—এই বড় খোজা, পালকীর দোর খুলে দে।

১ম খোজা। উঃ! বাপ্! কি এঁটে গেছে!

১ম বাঁদী। ওরে! তাহ'লে শিগ্‌গির খোল্। বেগমসাহেব হাঁপাচ্ছেন।

সকলে। শিগ্‌গির খোল।

১ম খোজা। ও বাবা! ভারী জোর লাগে।

১ম বাঁদী। এই সর্ব্বনাশ করলে! ওরে তাহ'লে আগে খোল্।

সকলে। আগে খোল।

১ম খোজা। ভেতর থেকে আঁটা—বেগমসাহেব ধ'রে আছেন।

১ম বাঁদী। ওমা দোর খুলুন।

গোরা। (বিকৃতস্বরে) আমার প্রাণেশ্বর কই?

২য় বাঁদী। আসছেন, আসছেন—দোর খুলতে খুলতে তিনি এসে পড়বেন!

গোরা। এসে পড়বেন? এসে পড়বেন? (বহিরাগমন)

সকলে। আহা! কি রূপ!

গোরা। যা বলেছো! আমার নিজেররূপে আমি নিজেই পাগল! (অবগুণ্ঠন উন্মোচন)

২য় বাঁদী। ও আল্লা! একি!

সকলে! ওরে বাবা! একে!

গোরা। হর-হর-হর-হর।

সকলে। ওরে মেরে ফেললে, মেরে ফেললে! দুসমন দুসমন।

(সকলের পলায়ন)

নেপথ্যে। দুসমন দুসমন—সাতশো পালকীভরা দুসমন। জাঁহাপনা হুঁসিয়ার! দুসমন!

নেপথ্যে। হর-হর-হর-হর!

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। দাদা! মোড় আগলাও, আমি রাজার পালকী রক্ষা করি।

গোরা। জলদি যাও, জলদি যাও। হর-হর।

[উভয়ের প্রস্থান]

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

আলা। দলে দলে চেপে পড়, রাজাকে যেতে দিও না।

যে আটকাতে পারবে রাজ্য বক্‌সিস দেবো। যাও যাও—পাকড়ো পাকড়ো।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। জাঁহাপনা! কি আজ্ঞা?

আলা। সেনাপতি! এই মুহূর্ত্তে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে লক্ষ্মণসিংহের চিতোরে ফেরবার পথ রোধ কর। প্রাণপণে তাকে বাধা দাও। যতদিন না চিতোর ধ্বংস করতে পারি, ততদিন সে যেন তোমাকে অতিক্রম করতে না পারে। জলদি যাও, জলদি যাও।

কাফর। যো হুকুম!

অষ্টম দৃশ্য।

[চিতোর প্রান্তর]

ভীমসিংহ।

(নেপথ্যে—রণকোলাহল)

ভীম। হে চিতোরের মর্য্যাদারক্ষক ছদ্মবেশী দেবতা! ফেরো ফেরো—আমি নিরাপদ হয়েছি—কণ্টকের মুখে এসেছি। ফেরো বাদল—ফেরো মাতুল—ফেরো। শ্রাবণের বারিধারার মত বাদলের গায় অস্ত্র পড়ছে—ফিরে এসো ক্ষুদ্রবীর! ফিরে এসো দেবসেনাপতি স্কন্দ—অভিমন্যুর মত সপ্তরথীর বেষ্টনে পড়ে, প্রাণ হারিও না!

(জনৈক সরদারের প্রবেশ)

সরদার। রাজা এদিকে আসুন—এদিকে আসুন—বিশ হাজার শত্রু সৈন্য পশ্চাতের দুর্গপ্রাচীর ভাঙতে নিযুক্ত হয়েছে।

ভীম। এদিকে বালক যে আর রক্ষা পায় না।

সরদার। সে আমি দেখছি, আপনি দুর্গপ্রাচীর রক্ষা করুন। নইলে সব কার্য্য পণ্ড হবে।

ভীম। আমাকে একটু অগ্রসর হয়ে স্থানটা দেখিয়ে দাও।

সরদার। চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রক্তাক্ত কলেবরে গোরার প্রবেশ)

গোরা। বস্, সব মান রক্ষা হয়েছে—ভগবন্! এইবারে এই শবস্তূপের মধ্যে বসে একটু তোমার জয়ধ্বনি করি। আমার সময় হয়েছে! হৃদয়বিদ্ধ—রক্তস্রোত ক্রমে নিশ্চল হয়ে আসছে! এইত দেখছি এখানে কতকগুলো বাদশার সৈন্যের মৃতদেহ—এর একটাকে তাকিয়া করে বসা যাক্। (উপবেশন)

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। এই যে দাদা! তুমি এসে পড়েছো! তোমার আশীর্ব্বাদে এদিকের আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ করেছি।

গোরা। বেশ করেছ, এইবারে ভাই আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা কর।

বাদল। সেকি দাদা! তুমি বাঁচলে না!

গোরা। না দাদা, বাঁচা হ'ল না! বুকে অস্ত্র বিঁধেছে। ভাই, আমার একটী কাজ কর। না, তুমিও যে দেখছি ভাই ক্ষতবিক্ষত দেহ! তাহ'লে যাও, তোমার পিসীমার কাছে যাও। মা-আমার তোমার চিন্তায় ছটফট করছেন—মহারাণী ঘরবার করছেন—যাও ভাই, তাঁদের দেখা দিয়ে তাঁদের আনন্দ বিধান কর।

বাদল। শত্রু ফিরিয়ে বড়ই আনন্দে আসছিলুম যে দাদা! সে আনন্দে বাদ সাধলে—বাঁচলে না।

গোরা। আমার বাঁচার কাজ হয়ে গেছে। তুমি বেঁচে থাক—চিতোরের সেবা কর।

বাদল। কি বলছিলে দাদা!

গোরা। আর বলবো না।

বাদল। না দাদা—বল। আমার এ সব সামান্য আঘাত। আমি তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে ত যেতে পারবোনা!

গোরা। তা'হলে এক কাজ কর—অর্জ্জুন ভীষ্মের শরশয্যা করেছিলেন, তুমি আমার নরশয্যা ক'রে দাও।—দাও দাদা! আর বসতে পারছি না।—ক্রমে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ছে। একটা মাথায়, দু'টো দু'পাশে, একটা পায়ে—দাও দাদা!—আ! কি সুখের শয্যা—কি সুখের মরণ। (শবের উপর শয়ন)

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। দাদা! দাদা! ঈশ্বরদত্ত সহোদর! একি! আমি যে বড় আনন্দে আসছি। একি করলে ভাই!

গোরা। কেও নসীবন! এসেছো! বড় সুসময়ে এসেছো। ভাই বাদল! আমার এই দুখিনী ভগিনীটার ভার গ্রহণ কর। (মৃত্যু।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[চিতোর—পার্ব্বত্য কানন]

লক্ষ্মণসিংহ ও অজয়।

অজয়। মহারাণা! সর্ব্বস্থানেই সন্ধান নিলুম। কোনও স্থানে আমাদের সৈন্যের সঙ্গে বাদশার সৈন্যের সাক্ষাৎ হয়নি।

লক্ষ্মণ। কিছু বুঝতে পারলে?

অজয়। বাদশা এ সকল পথ দিয়ে দিল্লীতে ফেরেনি।

লক্ষ্মণ। তাতো ফেরেনি, গেল কোথা?

অজয়। আমার বোধ হয়, দাক্ষিণাত্যের পথে বাদশা সৈন্য নিয়ে চলে গেছে।

লক্ষ্মণ। না অজয়সিংহ!

অজয়। তাহ'লে বোধ হয়, মুলতানের পথে দিল্লীতে ফিরেছে।

লক্ষ্মণ। না ভাই, তাও নয়। আরাবলীর পথে, সিরোহীর পথে, আর আজমীরের পথে সৈন্য স্থাপন ক'রে বাদশার দিল্লী ফেরবার পথ রোধ করতে গিয়ে, আমি নিজের গৃহ প্রবেশের পথ রোধ করেছি।

অজয়। বলছেন কি মহারাণা!

লক্ষ্মণ। আর একটু মেবার মুখে অগ্রসর হলেই সব বুঝতে পারবে। বুঝতে পারবে, বাদশা বিনা যুদ্ধে গুজরাট জয় ক'রে, রাণীকে অপহরণ ক'রে তার রাজ্যের সমস্ত সরদারের সহায়তা লাভ ক'রে—আমার ভয়ে পালায় নি। একটা প্রবল জাতির সঙ্গে সম্মিলিত, লক্ষবিজয়ীসেনার

অধিনায়ক দিগ্বিজয়ী আলাউদ্দীনের দেশে পালিয়ে যাবার কোনও কারণ আমি দেখতে পাইনি।

অজয়। দিল্লীতে ফেরেনি, পাঞ্জাবে প্রবেশ করেনি, দাক্ষিণাত্য অভিমুখে অগ্রসর হয়নি, তাহ'লে বাদশা গেল কোথা ?

লক্ষ্মণ। যে গুজরাটীর সাহায্যে আমি চলেছিলুম, পথে যখন সেই গুজরাটী সৈন্য কর্ত্তৃক বাধা পেয়েছি, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। তারপর ফেরবার মুখে, যখন পাঠনরাজ্যপ্রান্তস্থ দুর্গে পাঠনি-রাজপুত আমাকে এক দিনের জন্যও বিশ্রাম করতে দেয়নি, তখনই আমার আশঙ্কা হয়েছিল। ভাই! এখন আতঙ্ক!

অজয়। আপনার কি বোধ হচ্চে, আলাউদ্দীন চিতোর অভিমুখে চলেছে।

লক্ষ্মণ। চলেছে কি—এসেছে!

অজয়। কেমন ক'রে বুঝলেন ?

লক্ষ্মণ। এই পথের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছ না! যে পথে দিবারাত্রির মধ্যে মুহূর্ত্তমাত্র সময়ের জন্যও লোক চলাচল বন্ধ থাকে না, দস্যু-ভয় নেই বলে যেটা রাজোয়ারার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য পথ, তাতে আজ লোক নেই। এই সারাদীর্ঘ পথ শ্মশানতুল্য নির্জ্জন।

অজয়। সেটা আমিও দেখছি, দেখে বিস্মিত হচ্ছি।

লক্ষ্মণ। ভাই! আমি ধূর্ত্ত আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক প্রতারিত হয়েছি।

অজয়। কোন পথ দিয়ে গেল ?

লক্ষ্মণ। আমাদের ঘরের লোক যদি শত্রু হয়, তাহ'লে পথ পাবার ভাবনা কি!

অজয়। তাহ'লে কি পাঠনরাজ্যের মধ্য দিয়ে গেল ?

লক্ষ্মণ। আমার তাই বিশ্বাস! পাঠনের মধ্যে দিয়ে গেছে, মরুভূমি পার হয়েছে।

অজয়। তাই যদি আপনার বিশ্বাস হয়ে থাকে, তাহ'লে রাত্রিমুখে এখানে আর আমাদের বিশ্রাম করবার প্রয়োজন কি?

লক্ষ্মণ। সম্মুখে থান্দোয়ানার ঘন-বনাচ্ছন্ন গিরিপথ। রাত্রিমুখে সমস্ত সৈন্য নিয়ে এই পথে প্রবেশ করতে পারবে? কৃষ্ণপক্ষের রজনী, চন্দ্রালোকের পর্য্যন্ত প্রত্যাশা নেই।

অজয়। নাই বা থাকলো, আপনি আদেশ করলেই পারি।

লক্ষ্মণ। তাহ'লে প্রস্তুত হও। হ'ক অন্ধকার—পথে আমি মুহূর্ত্তমাত্র সময় নষ্ট করতে সাহস করছি না। তুমি যাও, রন্ধ্র-মুখ পরীক্ষা করতে সর্ব্বাগ্রে চর-সেনা প্রেরণ কর। [অজয়ের প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। তাইত করলুম কি! এক প্রতারকের কথায় বিশ্বাস ক'রে মূর্খতার পরাকাষ্ঠা দেখালুম! বৃদ্ধ রাজার উপর শিশু, নারীগুলোর ভার দিয়ে, সমস্ত সবল রণক্ষম দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে এই দীর্ঘকাল মরীচিকার সঙ্গে ছুটোছুটি করে এলুম! [প্রস্থান।

(বাদল ও নসীবনের প্রবেশ)

নসী। প্রায় সমস্ত গিরিপথ বাদশার সৈন্য ঘেরে ফেললে। আজ রাত্রের মধ্যে রাণা যদি এ দুর্গম স্থান পার না হ'তে পারেন, তাহ'লে ত কখনই হতে পারবেন না। এ দিকে কালকের মধ্যে সৈন্য নিয়ে তিনি যদি চিতোরে উপস্থিত হ'তে না পারেন, তাহ'লে ত চিতোর গেল! কি সর্ব্বনাশ হ'ল ভাই, কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

বাদল। কই রাণার আসবার কোনও লক্ষণ ত দেখতে পাচ্ছি না দিদি! কিন্তু আমিও ত আর থাকতে পারি না! চিতোর পরিত্যাগ ক'রে বহুদূর এসে পড়েছি, বিপন্ন বৃদ্ধ রাজাকে একা ফেলে রেখে এসেছি। এখনও পর্য্যন্ত ফিরে যাবার এক পথ আছে, দেরি করলে আর যে সে পথ পাবো না! শেষে কোন কাজে আসবো না! না বাইরে থেকে সাহায্য করতে পারবো, না চিতোর থেকে শেষক্ষণ পর্য্যন্ত

শত্রুকে বাধা দিয়ে, রাজার পাশে ধূলি-শয্যায় শয়নের সুখ পাবো! দিদি! আর আমি থাকতে পারি না।

নসী। তাহ'লে তুমি ফেরো।

বাদল। এই সম্মুখে গুজরাটের পথ। তুমি এই পথ ধ'রে অগ্রসর হও।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। কেও?

বাদল। কেও রাণা! জয় একলিঙ্গের জয়। দিদি! পথ দেখাও, পথ দেখাও।

লক্ষ্মণ। কি সংবাদ! কি সংবাদ!

বাদল। আমার বলবার সময় নেই রাণা। রাণা! দিগ্‌ব্যাপিনী অনলশিখা ক্ষুধার্ত্ত হয়ে চিতোরকে রসনায় বেষ্টিত করেছে! রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমি বিপন্ন রাজাকে আপনার আগমন বার্ত্তা দিতে চললুম।

লক্ষ্মণ। কেও—মা!

নসী। রাণা! আমাকে ও মধুর নামে সম্বোধন করবেন না। আত্ম সন্তানঘাতিনী নাগিনীকে যদি আপনি ওই পবিত্র আখ্যার অধিকারিণী মনে করেন, তা'হলে আমি মা।

লক্ষ্মণ। তুমি আর ওই বালক ছাড়া কি চিতোর থেকে আমার কাছে সংবাদ পাঠাবার পর্য্যন্ত লোক নেই?

নসী। বুঝতেই ত পেরেছেন। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবেন না। অবকাশ পাই, আপনাকে সমস্ত ইতিহাস বলবো। তবে এমন দুঃসময় রাণা, বুঝি চিতোরীর বীরত্বের সে উজ্জ্বল অক্ষর আপনার চক্ষে ধরতে পারলুম না! তুর্কী-দেশীয় মুসলমান আমি—পার্ব্বত্যজাতির ভিতর হ'তে উদ্ভূত হয়ে, রণকোলাহল নিনাদিত নির্ম্মম তুষারাচ্ছন্ন শৈলের শৃঙ্গে শৃঙ্গে এক সময় বন্য বাঘিনীর ন্যায় বিচরণ করেছি। পিতার সঙ্গে সঙ্গে

তুর্কী দেশ থেকে, কত সশস্ত্র লোকারণ্যের মধ্য দিয়ে সেই সুদূর বাঙ্গালা দেশ পর্য্যন্ত বেড়িয়ে এসেছি। কিন্তু মৃত্যু-রাজ্যে উল্লাসময়ী প্রেমতরঙ্গিনী প্রবাহিত হয়, এ আমি কখন দেখিনি! মহারাজ! আপনার দেবরাজ্যে এসে তা দেখেছি।

লক্ষ্মণ। বল্ মা! চিতোরকে রক্ষা করতে পারবো?

নসী। উপরে চাও রাণা! তোমাদের কোন্ দেবতা মরা ফিরিয়ে দেয়, তার আবাহন কর।

লক্ষ্মণ। এস মা! তা'হ'লে সঙ্গে এস। তোমরা যখন এসেছ, তখন পথে বোধ হয় বিপদ নেই।

নসী। সমস্ত পথ অবরুদ্ধ। আমরা অতি কষ্টে শত্রুর অজ্ঞাত পথ দিয়ে এসেছি। এসেছি, কিন্তু বোধ হয় একা আর সে পথে ফিরতে পারি না।

লক্ষ্মণ। যাও, অদূরে সন্নিবিষ্ট আমার শিবির। এই আমার পাঞ্জা নাও, কিয়ৎক্ষণের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ কর।

[নসীবনের প্রস্থান।

(অজয়সিংহের প্রবেশ)

অজয়। রাণা! সকলে প্রস্তুত—আপনার আদেশের অপেক্ষা।

লক্ষ্মণ। সমস্ত পথ শত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ।

অজয়। সমস্ত!

লক্ষ্মণ। সমস্ত। কেবল আমাদের মন্ত্র-গুপ্ত পথটী অবশিষ্ট আছে। সুতরাং এক কার্য্য কর, তুমি অন্যান্য রাজকুমার, চিতোরী সরদার ও কিয়দংশ সৈন্য নিয়ে, সেই পথ দিয়ে চলে যাও। অতি সাবধানে, অতি সঙ্গোপনে সেই পথ অবলম্বন করবে। সে পথ দেবতারও অজ্ঞেয়। চিতোরের ধ্বংস সম্ভাবনা না হ'লে, সে পথের ব্যবহার নিষিদ্ধ। যখন

খুল্লতাত সে পথে লোক পাঠিয়েছেন, তখন চিতোর রক্ষা তাঁর অসাধ্য হয়েছে ব'লেই পাঠিয়েছেন। সে পথের অস্তিত্ব তিনি জানেন, আমি জানি, আর জানেন চিতোরের রাজ পুরোহিত। অন্যের জানবার অধিকার নাই। এস ভাই, তোমাকে সেই পথ দেখিয়ে দিই। একবারে ভবানীমন্দিরের মধ্যে উপস্থিত হবে।

অজয়। অন্যের পক্ষে যখন সে পথ জানা নিষিদ্ধ, তখন আমাকে সে পথ জানাচ্ছেন কেন রাণা?

লক্ষ্মণ। বুঝতেই ত পারছ, আমি চিতোরে উপস্থিত হ'তে পারি কি না সন্দেহ।

অজয়। তাহ'লে আপনিই সেই পথে যাননা কেন?

লক্ষ্মণ। ভাই! এ সঙ্কট সময়ে আমাকে বাধা দিয়ো না।

অজয়। না রাণা! ভৃত্যের প্রতি এরূপ আদেশ করবেন না। পিতার সাহায্যে আমাকে প্রেরণ করছেন, কিন্তু পিতা যদি শোনেন, আমি আপনাকে বিপদের সমস্ত ভার বহন করতে রেখে, তাঁর সাহায্যে চিতোরে এসেছি, তাহ'লে সাহায্য নেওয়া দূরের কথা তিনি আমার মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করবেন না। আমি শত্রুকটক ভেদ করতে করতে অগ্রসর হই, আপনি সমস্ত রাণাবংশধরদের নিয়ে গুপ্তপথে চিতোরে প্রবেশ করুন।

লক্ষ্মণ। তোমার সঙ্গে তর্ক করবার সময়ও নাই, সুতরাং গত্যন্তরও নাই। তবে এস।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[চিতোর—পার্ব্বত্য পথ]

বাদল।

(নেপথ্যে—রণকোলাহল)

বাদল। তাইত! এ যে বড় মুস্কিলে পড়লুম! গুহামুখ যে আর খুঁজে পেলুম না! যুদ্ধ বেধেছে—ঘোর যুদ্ধ বেধেছে! অন্ধকারে শত্রুতে শত্রুতে আলিঙ্গন! কি রণউল্লাস! কি রণউল্লাস! আমি করলুম কি—আমি করলুম কি! না চিতোরে প্রবেশ করতে পারলুম—না রাণার সাহায্য করতে সক্ষম হলুম! সময়টা বৃথা গেল! কোন কাজে এলুম না! কি রণউল্লাস! হর-হর-হর-হর—চিতোরীর রণকোলাহল! কি মত্ত-মাতঙ্গের উৎসাহে চিতোরী বীর রন্ধ্র মুখে প্রবেশ করছে। হা ভগবান্! হা একলিঙ্গ! আমি শুধু দাঁড়িয়ে কোলাহল শুনতে রইলুম! এ অন্ধকারে এ দুরারোহ পর্ব্বত শৃঙ্গে, সংসার থেকে বিছিন্ন হয়ে, যেন সাক্ষী গোপালের মত দাঁড়িয়ে রইলুম!

(নেপথ্যে—রণকোলাহল)

[বাদলের প্রস্থান।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। সব কৌশল ব্যর্থ হ'ল। চিতোরীর গতিরোধ করতে পারলুম না। এ আমাদের অপরিচিত দেশ, আমরা বাধা দেবার যোগ্যস্থান গ্রহণ করতে পারিনি। চিতোরীরা আমাদের ওপর নিয়েছে। আর বেশীক্ষণ থাকলে বিপদে পড়তে হবে। সম্পূর্ণ পরাজয়—প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবো না।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। শত্রুরা ওপর নিয়েছে। পাথর গড়াচ্ছে। পাথরের আঘাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি। সৈন্য সব ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে—রণকোলাহল)

কাফুর। আর নয় ফেরো—জাঁহাপনার সৈন্যের সঙ্গে যোগদান কর। যথেষ্ট কার্য্য হয়েছে। অর্দ্ধেক চিতোরীর সংহার করেছি। চলে এস, চলে এস।

[প্রস্থান।

(অজয়সিংহের প্রবেশ)

অজয়। কি দুঃখ। কি আক্ষেপ! একজন সরদারের অভাবে আমি শত্রুগুলোকে নির্ম্মূল করতে পারলুম না! একজন একজন—এ পার্ব্বত্য স্থানে কে কোথায় একজন রাজপুত সেনানায়ক আছ, শীঘ্র এসো—আমার সমস্ত সঙ্গী-সরদার প্রাণ দিয়েছে। আমি একা আছি—একজনের অভাবে আমি শত্রুসৈন্যকে বেড়াজালে ঘেরে মারতে পারছি না।

(অরুণসিংহের প্রবেশ)

অরুণ। খুল্লতাত! আমি আছি।

অজয়। তুমি! কে তুমি? অরুণসিংহ! তুমি আজও বেঁচে আছ

অরুণ। খুল্লতাত! মৃত্যু হয়নি। কিন্তু মরণ আমার ভাল ছিল। আমি মরণের চেয়ে সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করতে, অনুতাপানলে দগ্ধ হ'তে বেঁচে আছি। আমাকে আদেশ কর, আমি অবশিষ্ট সৈন্যের ভার নিয়ে এ যুদ্ধে তোমার সহায়তা করি।

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। অজয়সিংহ!

অজয়। এই যে, এই যে, শীঘ্র এসো—অর্দ্ধেক সৈন্যের ভার গ্রহণ

ক'রে তোমাকে শত্রু সংহার করতে হবে। পার্ব্বত্য দেশ পার হবার পূর্ব্বে, যেমন ক'রে হ'ক তাদের শেষ করা চাই।

বাদল। বেশ এখনি চল।

অরুণ। খুল্লতাত! আমি?

অজয়। রাণার আদেশ ভিন্ন আমি তোমার সাহায্য গ্রহণ করতে পারি না।

অরুণ। চিতোরের এ বিপদে আমি যোগ দিতে পারবো না?

অজয়। আমি এর উত্তর দেবার অধিকারী নই।

বাদল। কেও অরুণসিংহ! ভাই তুমি!

অজয়। সিংহলী বীর! কথা কইতে চাও ত কথা কও,আর চিতোর রক্ষা করতে চাও ত চক্ষের পলক ফেলবার অবকাশ গ্রহণ ক'র না— আমার সঙ্গে এস।

বাদল। চল।

[অজয় ও বাদলের প্রস্থান।

(অরুণের অবনত মস্তকে উপবেশন)

(রুক্মার প্রবেশ)

রুক্মা। কিগো! মাথায় হাত দিয়ে বসলে যে!

অরুণ। কেও, রুক্মা!

রুক্মা। হাঁ! গোলমাল শুনে, তুমি ব্যাপারটা কি জানতে এলে, তা পথের মাঝে এমন ক'রে মাথা গুঁজে বসে রইলে কেন? একিগো! তুমি বসে কাঁদছ!

অরুণ। রুক্মা! বৃথাই আমি বাপ্পারাওয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলুম! আমি বংশযোগ্য কোনও কাজ করতে পারলুম না।

রুক্মা। কি করতে চাও? চুপ করে রইলে কেন?

অরুণ। কি বলব!

রুক্মা। বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? আমার জন্য যদি তুমি কাজে বাধা পাও, তাহ'লে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করনা কেন! তুমি রাজার ছেলে, তুমি আমার সঙ্গে বনে বনে ঘোর, এটা আমার ভাল দেখায় না।

অরুণ। রুক্মা! তাতেও যদি দেশের কাজ করতে পারতুম, তাহ'লে তোমার হাত দু'টী ধ'রে তোমার মত প্রিয়সামগ্রীর কাছ থেকেও আমি জন্মের মতন বিদায় গ্রহণ করতে পারতুম! কিন্তু রুক্মা! তাতেও আমার পাপক্ষয় হয় না—আমি নির্ব্বাসিত। আত্মীয় বন্ধুরও ঘৃণার পাত্র।

রুক্মা। আমায় বুঝিয়ে বল দেখি ব্যাপার কি! কিসের গোলমাল জেনে এলে?

অরুণ। জেনেছি—শত্রু এসে চিতোর আক্রমণ করেছে। তাদের সঙ্গে চিতোরীর খান্দোয়ানা গিরিপথে যুদ্ধ বেধেছে।

রুক্মা। তারপর?

অরুণ। আমার খুল্লতাত কুমার অজয়সিংহ সেই জন্য কোনও চিতোরী বীরের সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন। শুনে সাহায্য করতে ছুটে এলুম। কিন্তু আমি নির্ব্বাসিত ব'লে খুল্লতাত আমার সাহায্য গ্রহণ করলেন না। সেই যে বালককে আমার সঙ্গে বনে দেখেছিল, সেও সেই কথা শুনে এইখানে এসেছিল। খুল্লতাত তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। সে বালক আমার বাল্য-সখা। সেও আমার পানে আর ফিরে চাইলে না! রুক্মা! বড় অপমান! আমার আর বাঁচবার ইচ্ছে নেই।

রুক্মা। বড়ই অপমান—আমারও মর্ম্মভেদ হয়ে গেল!

অরুণ। এ অপমানের জ্বালা সহ্য করার চেয়ে মরা ভাল।

রুক্মা। বড় অপমান! আমার জন্যেই তোমাকে এই অপমান সহ্য করতে হ'ল! আমি হতভাগী সে দিন তোমাকে যদি সঙ্গে করে না আনতুম!

(রাহুলের প্রবেশ)

রাহুল। মেয়ে জামাই যে অন্ধকারে বেরুলো তা কোন চুলোয় গেল!

রুক্মা। কেও, বাবা এলি?

রাহুল। এই যে, এখানে দুজনে কি গুজ গুজ করছিস্?

রুক্মা। বাবা! আমরা প্রাণ রাখবো না।

রাহুল। কেনরে!

রুক্মা। না বাবা! প্রাণে আর সুখ নেই।

রাহুল। কেন রে! মাঝখান থেকে প্রাণটার ওপর রাগ হয়ে গেল কেন?

রুক্মা। তোর জামাইয়ের বড় অপমান করেছে।

রাহুল। কে অপমান করলে?

রুক্মা। কিগো—কি হয়েছে বলনা।

অরুণ। আর বলব না।

রাহুল। আমার আত্মীয় স্বজনের ভেতর কেউ?

রুক্মা। তারা করবে কেন? তারা কি এমন হীন! করেছেন ওঁরই আত্মীয়—কাকা। শত্রু এসে চিতোর আক্রমণ করেছে, সেই জন্য খান্দোয়ানার পাহাড়ে লড়াই বেধেছে। তোমার জামাই দেশের জন্য লড়াই করতে চেয়েছিল, ওঁর কাকা ঘৃণা ক'রে ওঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সাহায্য নেয়নি। বলে—তুমি নির্ব্বাসিত।

রাহুল। এই! তাই বল্। তাতে অভিমান কি! জন্মভূমি ত রাজার একার নয়। জন্মভূমি রক্ষা করা রাজা প্রজার সমান অধিকার। তোমার আত্মীয়েরা তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেছে, তাতে তাদের কাছে তোমার যাওয়াই অন্যায় হয়েছে। কেন? আমরা গরীব হয়েছি বলে কি মরে গেছি? যুদ্ধের প্রয়োজন হয়, আমার ত আত্মীয় স্বজন আছে। তাদের আমি ডেকে দি'। যাও, তাদের নিয়ে যাও। তুমি

আমার বনভূমের রাজা। তোমার প্রজারা হাসতে হাসতে তোমার জন্য প্রাণ দেবে।

রুক্মা। তবে আবার কি, ওঠ।

রাহুল। যা বেটী, তোর ভাইদের খবর দে; আমি ডঙ্কা দি'। এস বাপ্! দেশের জন্যে প্রাণ দিলে যদি তোমার অপমানের প্রতিশোধ হয়, এস আমরা সবাই মিলে তোমার জন্যে প্রাণ দি।

তৃতীয় দৃশ্য।

[চিতোর প্রাসাদ—ভীমসিংহের কক্ষ]

পদ্মিনী ও মীরা।

(নেপথ্যে—রণকোলাহল)

পদ্মিনী। মা মীরা! যা বলেছিলুম, তাই হ'ল! ধ্বংসরূপিণী আমি চিতোরে এসে এমন সোনার চিতোর ধ্বংস করলুম।

মীরা। ও কথা ব'ল না মা! তুমি সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী, সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী। কমলার প্রাণ তোমার ওই কমনীয় মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। দেবতার বাঞ্ছনীয় জ্ঞানে রাণা তোমাকে চিতোরের মন্দিরে আবাহন ক'রে এনেছিলেন। জয়লক্ষ্মীজ্ঞানেই মুসলমান সম্রাট তোমাকে চিতোরের হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে। তোমার জন্য চিতোরী প্রাণ দেবে, এ ত চিতোরীর সৌভাগ্য! ওসব কথা মুখেও এনো না মা! সুখে মরতে চলেছি, আমাদের মরতে দাও। এখন আদেশ কর, আমরা কি করব। সমস্ত পুরবাসিনী নববেশ-ভূষিতা হয়ে, বরণডালা মাথায় নিয়ে অগ্নিকুণ্ড সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তারা নবরাজ্যে গিয়ে, তাদের অগ্রগামী স্বামীদের বরণ করবে।

পদ্মিনী। একবার মাত্র রাজার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

মীরা। কিন্তু আমার আর অপেক্ষা সহিল না—রাণার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল না!

(নেপথ্যে—হর-হর-হর-হর)

পদ্মিনী। রাণা এসেছেন—রাণা এসেছেন। ওই চিতোরী সৈন্যের উল্লাস কোলাহল।

(নেপথ্যে—রাণা—রাণা—ওই—রাণা)

ওই শোন মা! ওই শোন রাণার জয়ধ্বনিতে গগনমার্গ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে!

মীরা। মুখ রাখ মা ভবানী—মুখ রাখ।

পদ্মিনী। রাণার মর্য্যাদা রাখ মা! রাণার মর্য্যাদা রাখ।

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম। রাণী।

পদ্মিনী। কি সংবাদ রাজা? রাণার সংবাদ কি?

ভীম। রাণা এসেছে—কিন্তু রাণী! বড় অসময়—এসে ফল হ'ল না! দুরাত্মা সম্রাট নগর প্রাচীর ভেঙ্গে সহরে প্রবেশ করেছে। অসংখ্য সৈন্য নিয়ে দুর্গ ঘেরেছে। শত্রু অসংখ্য—রাণার সৈন্য মুষ্টিমেয়। পরিণাম কি বুঝতে পারছি না! দুর্গপ্রাচীরের বাইরে ভবানী-মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রান্তরে দুই দলে ভীষণ সংগ্রাম বেধেছে। কিন্তু রাণী! অনন্ত শত্রু-সৈন্য-সাগর মধ্যে রাণার সৈন্য ডুবে গেল!

মীরা। খুল্লতাত! রাণা কি সমরশায়ী হলেন?

ভীম। আর ত তাকে ভাসতে দেখলুম না মা! দেখার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলুম। দেখতে না পেয়ে,শেষে সংবাদ দেবার জন্য চলে এসেছি

পদ্মিনী। তা'হলে আমরা প্রস্তুত হই?

ভীম। প্রস্তুত হও। আমি দুর্গ প্রবেশে বাধা দিতে নিযুক্ত আছি।

শুধু তোমাদের সংবাদ দিতে এসেছি। দাঁড়াতে পারলুম না—তোমাদের কর্ত্তব্য তোমরা স্থির কর। আমি চললুম—ভাবে বুঝছি, এই চলাই আমার শেষ। (নেপথ্যে—রণশব্দ) দুর্গদ্বারে শত্রু চেপেছে। আত্মরক্ষা কর—আত্মরক্ষা কর। জয় একলিঙ্গের জয়! মা চিতোর-রাজ্ঞী! আর এখানে নয়, সকল সতীকে নিয়ে সমবেতকণ্ঠে তোমরা উপর থেকে চিতোরের উপর আশিস্ বর্ষণ কর—বল মা! যেন চিতোরের রাজবংশ ধ্বংস না হয়।　　[প্রস্থান।

মীরা। রক্ষা কর ভবানী—রক্ষা কর।

পদ্মিনী। রক্ষা কর শঙ্কর! রক্ষা কর। এসো মা সব চিতোর-কুললক্ষ্মী! যে যেখানে আছ এস পবিত্র জহরব্রত লয়ে চিতোরকে আশী-র্ব্বাদ করবার সময় এসেছে। পবিত্র ধর্ম্মবহ্নি—আশীর্ম্মুখী হয়ে, কোটী বাহু বিস্তার ক'রে, সবাইকে হিন্দু-সতীর চিরাধিষ্ঠিত দেশে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়েছে।

মীরা। স্বামী পুত্র আমাদের সমরানলে আত্মাহুতি দিতে ছুটেছে। এস আমরা তাদের কল্যাণে, দেশের কল্যাণে, ধর্ম্মানলে আপনাদের আহুতি দিই।

চতুর্থ দৃশ্য।

[চিতোর—মন্দির প্রাঙ্গণ]

লক্ষ্মণসিংহ।

লক্ষ্মণ। তিন তিনবার আক্রমণ আমার ব্যর্থ হ'ল! সংহার ক'রে ক'রেও শত্রুর শেষ হ'ল না! একের মৃত্যুতে শত্রু সহস্র মূর্ত্তি ধ'রে, রক্তবীজের মত আমাকে গ্রাস করতে এলো! আর আমার কিছু নেই। শুধু রাজকুমার কয়টী অবশিষ্ট। এ ক'টীকে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে কি

চিতোর রাজবংশ ধ্বংস করবো? কি কর্ত্তব্য কিছুই যে স্থির করতে পারছি না! এদিকে আমি সৈন্যের অভাবে চরণ থাকতেও চলচ্ছক্তিহীন হয়ে ভবানীর আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ওদিকে দুর্গমধ্যে রাজা ভীমসিংহ সমস্ত পুরবাসিনীদের নিয়ে বন্দী, শত্রু ভীমবলে দুর্গদ্বার আক্রমণ করেছে। হাজার হাজার বাদশার সৈন্য, এদিকে আমার গতিরোধ করবার জন্য দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে।

(নেপথ্যে শব্দ)

ওই দুর্গদ্বার ভেঙ্গে গেল! ওই দেখতে দেখতে জহরব্রতের আগুন জ্বলে উঠল! হা ভবানী! আমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম! না, এ দৃশ্য আর দেখতে পারি না। ক্ষত বিক্ষত দেহের যন্ত্রণা, এ দর্শন যন্ত্রণার তুলনায় অতি তুচ্ছ।

(মস্তক অবনত করিয়া উপবেশন)

নেপথ্যে। ময় ভুঁখা হো—

লক্ষ্মণ। একি ভীষণ দৈববাণী! দৈববাণী না স্বপ্ন!

(শূন্যমার্গে ছায়ামূর্ত্তির প্রবেশ)

ছা—মূ। ক্ষুধা—বড় ক্ষুধা।

লক্ষ্মণ। কে তুমি?

ছা—মূ। আমি চিতোর-রক্ষিণী মাতৃকা।

লক্ষ্মণ। এমনি ক'রে কি তুমি চিতোর রক্ষা করছ!

ছা—মূ। বড় ক্ষুধা।

লক্ষ্মণ। সমস্ত চিতোরীকে খেয়েও তোমার ক্ষুধা মিটল না!

ছা—মূ। আহার অযোগ্য—জন্মভূমি যদি রাখতে চাস্ ত শ্রেষ্ঠ পুষ্পে পূজা দে—রাজ-প্রাণ বলি দে।

লক্ষ্মণ। তা'হলে চিতোর রক্ষা হবে; যথার্থই যদি চিতোরের

অধিষ্ঠাত্রী মা হ'স, তাহ'লে ঠিক বল্—আমি এখনি আত্ম-প্রাণ বলি দি।

ছা—মূ। যদি চিতোরের দ্বাদশ রাজকুমার এক এক ক'রে শত্রুর সুমুখে গিয়ে, তার অসিতে মুণ্ড দিয়ে আমার পূজা দেয়, তবেই চিতোর রক্ষা হবে।

লক্ষ্মণ। রক্ষা হবে ?

ছা—মূ। ফিরবে।

লক্ষ্মণ। একাদশ রাজকুমার অবশিষ্ট—তার মধ্যে একজন নির্ব্বাসিত। আর আছি আমি।

ছা—মূ। যথেষ্ট।

লক্ষ্মণ। সব গেল, চিতোর ভোগ করতে রইল কে ?

ছা—মূ। অবিশ্বাস ! ময় ভুঁখা হো—

[প্রস্থান।]

লক্ষ্মণ। অপরাধ হয়েছে মা ! ফের ফের।

ছা—মূ। (নেপথ্যে) ময়—ভুঁখা হো।

লক্ষ্মণ। তাইত ! চিতোরই যদি গেল, তাহ'লে আমাদের প্রাণে আর প্রয়োজন কি ?

(অজয়সিংহের প্রবেশ)

অজয়। মহারাণা—মহারাণা !

লক্ষ্মণ। এই যে ভাই এসেছো ! শুনলে ?

অজয়। কি মহারাণা ?

লক্ষ্মণ। এই মৃত্যু-যবনিকাবৃত প্রান্তরে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী—ক্ষুধার্ত্তা—কাতর কণ্ঠে আমার কাছে কি নিবেদন ক'রে গেল শুনলে না ?

অজয়। না, কিছুই ত শুনতে পাইনি !

লক্ষ্মণ। 'ময় ভুঁখা হো' ব'লে, অবশিষ্ট বাপ্পারাও বংশধরগণকে

তার ক্ষুধার ঘর পূরণ করবার নিমন্ত্রণ ক'রে গেল! সঙ্গে তোমার আর কেউ আছে?

অজয়। নেই বললেই হয়—যারা চিতোরে পৌঁছেচে—তারা অর্দ্ধমৃত।

লক্ষ্মণ। বেশ হয়েছে। তাদের বিশ্রাম দাও—তুমি এস!

[উভয়ের প্রস্থান।

(রাহুল, অরুণ ও রুক্মার প্রবেশ)

রাহুর। ভাবনা কি! দুর্গমুখে যাবার সুগম পথ পেয়েছি—নে রুক্মা। তোর ভাইদের খবর দে।

রুক্মা। দেখো বাবা! যেন মান থাকে। শত্রু অনেক!

রাহুল। হ'কনা—আমরা নিশাচর—রাত্রে সোর বরা মারি—এমন সুবিধার অন্ধকার—ভয় কি! যা মা চলে যা—তোর ভাইদের খবর দে।

অরুণ। দেরী ক'রনা রুক্মা দেরী ক'র না—ওই দেখ দুর্গমধ্যে অগ্নিশিখা আকাশ মুখে ছুটেছে—জানিনা কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

রাহুল। চলে চল—

(বাদল ও সহচরগণের প্রবেশ)

বাদল। ভাই সব—সহর জনশূন্য—কেবল কেল্লা ঘেরে শত্রু। বাদশা কেল্লা দখল করেছে—রাণাকেও দেখতে পাচ্ছি না, অজয়সিংহকেও দেখতে পাচ্ছি না—তাঁদের সৈন্য, অপরাপর রাজকুমার, কারো কোন খবর নেই—বোধ হয় মরেছে। সুতরাং দুর্গ দখল আমাদের করতেই হবে। কেউ থাক্, না থাক্—কেল্লা দখল আমাদের করতেই হবে।

সকলে। কেল্লা দখল আমাদের করতেই হবে।

রাহুল। দেখত রাজকুমার কারা হল্লা করতে করতে আসছে। আওয়াজে চিতোরী ব'লে বোধ হচ্ছে।

বাদল। যদি মরি কেল্লার ভেতরে মরব—বাইরে নয়।

অরুণ। কে তুমি?

বাদল। তুমি কে—আরে কেও ভাই? অরুজী—পালাচ্ছ নাকি?

রুক্মা। পালাও তুমি—আমরা এগুলে পালাতে জানি না।

রাহুল। ঝগড়া নয়—ঝগড়া নয়—

রুক্মা। তুমি আমার স্বামীর অপমান করেছো।

বাদল। কেল্লা দখল ক'রে যদি বাঁচি, তখন এসে আর একবার করবো।

অরুণ। তুমি আগে দখল করবে?

বাদল। একটু পরে দেখতেই পাবে।

অরুণ। বেশ, তাই ভাল—চল দেখা যাক, কে আগে দখল করে।

সকলে। চল—চল—জয় একলিঙ্গের জয়—জয় ভবানীর জয়।

[সকলের প্রস্থান।

(অজয় ও লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

অজয়। দোহাই রাণা! আমাকে আদেশ করুন—আমার আর সব ভাইদের সঙ্গে আমিও মাতৃমন্দিরে আত্মবলি প্রদান করি। আদেশ দিন রাণা—আদেশ দিন।

লক্ষ্মণ। তা দেবো না। আমি চিতোরের রাণাবংশ ধ্বংস হ'তে দেবো না। রাণার মেবার রাণারই থাকবে, অন্যের হ'তে দেবো না। এই নাও, আমার মুকুট নাও। নিয়ে কৈলোয়ারের গিরিদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমিই এখন হ'তে মেবারের রাণা। [প্রস্থান।]

অজয়। তবে যাও রাণা! মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে পা দিয়েছ—আর একটু পরেই নিয়তির কবাট রুদ্ধ হ'য়ে তোমাকে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। তোমার আদেশ কখন লঙ্ঘন করিনি,এসময়ও করতে পারলুম না। তবে এ মুকুট আমার নয়—আমি রাণার ভৃত্য—রাণাবংশধরের জন্য এ মুকুট তুলে রাখলুম। অরুণসিংহকে জীবিত দেখেছি—আমি তার সন্ধানে চললুম। [প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য

[চিতোর—দুর্গ-তোরণ]

দুর্গদ্বারে বাদল—প্রাচীরোপরি রুক্মা ও অরুণ।

বাদল। ভাঙ্গো—দরজা ভাঙ্গো। যেমন ক'রে পার ভাঙ্গো। হুঁসিয়ার, অরুন্জী যেন না আগে প্রবেশ করতে পারে। তারা মই সংগ্রহ করেছে, পাঁচিলে উঠতে চলেছে। এখনি আমাকে হারিয়ে দেবে পারলে না—এখনও পারলে না।

রুক্মা। ভাঙলে—ভাঙলে—নেমে পড়—নেমে পড়—আমি বল্লম হাতে দাঁড়িয়ে আছি। যে শত্রু তোমার পেছনে আসবে তারেই সংহার করবো। নেমে যাও—নেমে যাও—জয় ভবানী, জয় ভবানী।

বাদল। ওই সেই বুনোর মেয়ের উল্লাস শব্দ! দরজা ভাঙ্গো—ভাই দরজা ভাঙ্গো।

সৈন্য। হ'ল না প্রভু—হ'ল না। হাতী দিয়ে দরজা ঠেলেছি—হাতী ফিরে গেছে।

বাদল। পারলে না—পারলে না—তাহ'লে আমি বুক দিই, তোমরা প্রাণপণে আমার পিঠে আঘাত কর। ঠেলো—ঠেলো।

সৈন্য। দোহাই প্রভু!

বাদল। ঠেল্ নরাধম! শিগ্‌গির ঠেল্—ভবানীর দিব্য আমার মর্য্যাদা রক্ষা কর্। জয় ভবানীর জয়—

অরুণ। জয় ভবানীর জয়।

রুক্মা। জয় ভবানীর জয়—(অবতরণ) (দ্বার উন্মোচন)

বাদল। ভাই! (পতন ও মৃত্যু)

অরুণ। ভাই! (নেপথ্য হইতে মুসলমান সৈন্য কর্ত্তৃক শরাহত) রুক্মা! রুক্মা! (পতন ও মৃত্যু)।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[চিতোর দুর্গাভ্যন্তর]

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। ওরে বাবা! শুধু রাণা নয়—দানব। আর না, পালা পালা—'ময় ভুঁখা হো' সব খেলে পালা।

২য় সৈন্য। জলজলে চোক, লকলকে জিব, কড়কড়ে দাঁত, লগবগে হাত—বাপ্! কি চেহারা!—পালা।

(নেপথ্যে—ময় ভুঁখা হো)

সকলে। পালা—পালা। [পলায়ন।

(পাঠনরাজের প্রবেশ)

পাঠন। আগুন—আগুন—দাউ দাউ আগুন জলেছে—এ আগুনের ঝাঁঝ, তাতে সতীর দেহের আঁচ—বাপ্! এ আগুনের তাপ সহ্য করা আমার কর্ম্ম নয়।

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

আলা। কোথায় যাও পাঠনরাজ। এস চিতোরের সিংহাসন গ্রহণ কর।

পাঠন। এসে জাঁহাপনা—এসে। এখন বড় আঁচ—কাঠের সিংহাসন ছাই হবে, সোণার সিংহাসন গলে যাবে, হীরে-জহরৎ উপে যাবে, এসে জাঁহাপনা—এসে। [পলায়ন।

আলা। হে ঈশ্বর! এ আমাকে কি দেখালে! ধর্ম্মের জ্যোতি নির্ব্বাপিত করতে গেলে, সহস্রধারে প্রবাহিত হয়, শাস্ত্রে শুনেছিলুম—চক্ষে দেখিনি। তোমার কৃপায় আজ দেখলুম। আমার ভবিষ্যৎবাসের জন্য যদি ভীষণ নরকেরও সৃষ্টি করে থাক, তাতেও আমার আর আক্ষেপ নেই। এ স্মৃতি যদি সেখানে নিয়ে যেতে পারি, তাহ'লে সে

স্মৃতি সুখস্পর্শে নরকের যন্ত্রণা আর অনুভবে আসবে না। এই জহর ব্রত! ধন্য ব্রত! আর ধন্য তোমরা ব্রতধারিণী!

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। নিষ্ঠুর সম্রাট! একি অগ্নি প্রজ্বলিত করলে!

আলা। নসীবন! দেখছো? কি সুন্দর দৃশ্য! শুধু অগ্নি দেখলে! আর কিছু দেখলে না! সেই প্রজ্বলিত অনলশিখা-শিরে চেপে, এক একটী দেববালা নিজ নিজ স্বামীর হাত ধ'রে শত পরী-পরিবেষ্টিতা রাশি রাশি স্বর্গীয়-ফুল-বিভূষিতা হয়ে কোন দেবরাজ্যে চলে গেল!

নসী। নরপিশাচ! না না—এলো না! নারকীয়সহস্র নামে তোমাকে সম্বোধন করব বলে ছুটে আসছিলুম, কিন্তু কথা মুখে এলো না. নিষ্ঠুর! সতীর এ কার্য্য দেখে, এই অপূর্ব্ব শিক্ষা পেয়ে তোমাকে আর আমি কিছু বলতে পারলুম না। যাও, ধ্বংসের কোথায় কি অবশিষ্ট রেখেছো নিষ্পন্ন কর।

আলা। আর কিছু নেই নসীবন। সব শেষ করেছি, চিতোর ধ্বংস করেছি, আর কিছু নেই নসীবন। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! ক্রুদ্ধ হয়ো না নসীবন! ভাগ্যে আমি নিষ্ঠুর হয়েছিলুম, ভাগ্যে আমি শক্তিমান ক্রুর. জেদী হয়েছিলুম, তাইতে জগৎ এ অপূর্ব্ব দৃশ্যে কল্পনার চক্ষুকে চরিতার্থ করলে! কি অদ্ভুত, কি লোমহর্ষণ। অথচ কি সুন্দর!

নসী। হা ঈশ্বর! এ কার সঙ্গে কথা কচ্ছি! এ কে!

আলা। জ্ঞানহীনে বলবে শয়তান। কিন্তু যে জ্ঞানী সে ঈশ্বরের অংশ বলবে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে চক্ষের পলকে লক্ষ লোকের ধ্বংস হয়। করে কে? যে করে—আমি তার অংশ।

নসী। তোমার প্রাণে কিছুমাত্র অনুতাপ এলোনা!

আলা। কিছু না। আমার দেহের ধ্বংস হবে, আমার খিলিজী

বংশের বিলোপ হবে, কিন্তু এই যে জাতিটাকে চিরদিনের জন্য জীবিত রেখে গেলুম, তাতে আমার অনুতাপ করবার কি আছে?

নসী । জাতির আর কি রইল সম্রাট! রাণাবংশ ধ্বংস ।

আলা । মিছে কথা । খুঁজে দেখ, কোথাও না কোথাও আছে । নিশ্চয় আছে । এ জাতির ধ্বংস হতেই পারে না, নিশ্চয় আছে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ । ভগবন্! দয়া ক'রে আমাকে চিতোরের দ্বারে মাথা রেখে মরতে দাও । আর কিছু চাই না! এ কি সহস্র বার চেষ্টা করেও যে দুর্গ দ্বারের কাছে আমি উপস্থিত হ'তে পারিনি, সে দ্বার উন্মুক্ত করলে কে?

(রুক্মার প্রবেশ)

রুক্মা । পিতা! আমার স্বামী

লক্ষ্মণ । তাইত—তাইত—একি!—একি!—মায়াবিনী রাক্ষসী! বাদল—বাদল—অরুণ—অরুণ! মায়াবিনী রাক্ষসী! আমাকে মিথ্যা বাক্যে প্রতারিত ক'রে আমার বংশ নির্ম্মূল করলি! অরুণ! পিতার আদেশ পালন করতে মৃত দেহে চিতোর-ভূমি স্পর্শ করলি । দে রাক্ষসী । কোথায় আছিস্, আমার একটা বংশধর ফিরিয়ে দে ।

(শূন্যে ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব)

ছায়ামূর্ত্তি । দিয়েছি রাণা—পুত্রবধূকে রক্ষা কর । তার পবিত্র-গর্ভে বাপ্পারাওয়ের বীরবংশধরকে লুকিয়ে রেখেছি । সেই পুত্র হ'তে আবার চিতোরের মুখ উজ্জ্বল হবে । তোমাদের পবিত্র নামে চিতোর জয়যুক্ত হ'ল । চিতোরী বীরের এই আত্মবলিদানে মন্ত্রপূত ভারত অমর হ'ল । আজিকার রক্তে হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ গগন অরুণরেখায় রঞ্জিত হ'ল ।

(অন্তর্দ্ধান)

রাণা । কৈলোয়ার দুর্গে তোমার খুল্লতাত—মা! সেথায় যাও ।